নবরমণীনাটক।

অর্থাৎ

নাগর ও নাগরী প্রণয়প্রসঙ্গ বর্ণন সূচক কাব্য।

নানাবিধ ছন্দবন্ধে ও প্রসিদ্ধ রাগরাগিণী সংযুক্ত রসাভাষ বিশিষ্ট

উৎকৃষ্ট গীতাবলিতে শ্রীরামপুর নিবাসি

শ্রীশ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক বিরচিত হইয়া

ইদানীন্তন

কলিকাতা

শ্রীমধুসূদন শীলের চৈতন্যচন্দ্রোদয় যন্ত্রে মুদ্রিত হইল

আহীরীটোলা নং. ৯ বাটী।

১২৬৮।

সূচীপত্র।

সূচীপত্র।

শ্রীশ্রীহরি।

জয়তি।

অথ গণেশবন্দনা।

রাগিণী ভৈরবী, তাল রূপক।

প্রণমামি গজানন তং বিঘ্ন বিনাশন লম্বোদর অ-
চিন্তন। প্রধান জ্ঞান কারণ, ব্যাসের গর্ব্ব দলন,
দেবাগ্রে তব পূজন, মঙ্গল রঞ্জন॥ ভাবিলে গুণ
তোমার, মহিমা অপার পার, দুস্তারে কর নি-
স্তার, এ দাসের আকিঞ্চন॥

লঘুত্রিপদী।

নমো গজানন, বিঘ্ন বিনাশন, সর্ব্বদেব সারাৎসার।
ব্রহ্ম সনাতন, নিত্য নিরঞ্জন, নিখিল কারণ তার॥ নিরা-
কারাকার, কখন সাকার, সগুণে নির্গুণ হয়। কাম ক্রোধ
হীন, বিকার বিহীন, প্রভু নিত্যানন্দময়॥ বিধি বিষ্ণু
শিব, পশু পক্ষী জীব, আত্মারূপে আছ সবে। পুরুষ প্রকৃতি
তুহি গণপতি, নাবিক এ ভবার্ণবে॥ ইচ্ছায় পালন, সৃজন
নাশন, অনায়াসে কর প্রভু। ও রূপ ভাবনা, অচিন্ত্য
ভাবনা, না হয় ভাবনা কভু॥ মহিমে অসীমে, না হয়
সীমে, আগমে নিগমে কয়। ও রাঙ্গা চরণ, যে করে
স্মরণ, না থাকে মরণ ভয়॥ ও পদ পূজন, ও পদ ভজন,
সাধয়ে সাধন যেই। চতুর্ব্বর্গফল, পায় অবিকল, নিজ

অথ গৌরী বন্দনা।

রাগিণী বাহার, তাল ধ্রুপদ।

কে জানে তোমার সীমা অশক্ত বাক্য বর্ণনে। শিব যারে সদা চিন্তে না পায় ধ্যানে॥ যোগী ঋষি কি কিন্নর, সুরাসুর কিবা নর, ধ্যানে রহে নিরন্তর, না পায় চিন্তনে॥

দীর্ঘ ত্রিপদী।

জয় নগেন্দ্র-নন্দিনী, সুরগণ প্রসবিনী, বিপদভঞ্জিনী মহেশ্বরী। সরোজ পদ গঞ্জিত, কিবা অপূর্ব্ব শোভিত, রবি শশী সহ বিভাবরী॥ রামরম্ভা জিনি ঊরু, শারদা শিখীকে গুরু, মানিল সে পরাভব জন্য। কিবা নিতম্ব ভূষিত, মঞ্জির মঞ্জু সিঞ্জিত, জগন্মনোমোহিত লাবণ্য। ক্ষীণ কটিদেশ হেরি, লজ্জিত হইয়া হরি, তদবধি হইল বাহন। অতি মনোহর গতি, বর্ণিতে নাহি শকতি, জানি নর মূঢ় অভাজন॥ নাভিকূপ সরোবর, স্তনপদ্ম তদুপর, হরহৃদি পদ্মফুটে যায়। আহা মরি একি ভাব, ভাবিলে কি উঠে ভাব, কত ভাব ভাবকের তায়॥ কিবা গণ্ডে আন্দোলিত, অমূল্য মাল্য রঞ্জিত, মাণিক্য মৌক্তিক মরকত। ইন্দ্রকান্ত চন্দ্রকান্ত, সূর্য্যকান্ত অয়স্কান্ত, হীরা লাল চুণি অসংখ্যাত॥ বাহুদ্বয় প্রসারিত, শত আজানুলম্বিত, উপমা কি আছে ত্রিভুবনে। সুচারু মায়ের আস্য, সদা ভাব হাস্য হাস্য, এবস্তুত না হেরি নয়নে॥ বিম্বোষ্ঠা মধু-ভাষিণী, সুধাসিন্ধু বিকাশিনী, শিব মনো মোহিতকারিণী। জ্ঞান হয় কেশ ঘন, পৃষ্ঠে বিস্তীর্ণ যখন, মিশ্রিত

হয়েছে সৌদামিনী ॥ তব গুণ কি বর্ণিব, কিঞ্চিৎ বিদিত
শিব, হৃদিপদ্মে শ্রীপদ ধারণে। যোগী ঋষি কি কিন্নর,
সুরাসুর কিবা নর, যোগবলে না পায় চিন্তনে ॥ যক্ষ রক্ষ
নাগগণ, মণি ব্যূহ অগণন, সাধিলেও না পায় সাধনে।
জাতি কুলশাখা তারা, কি পাইবে ধ্যানে তারা, শিব
যাঁরে জানে সর্ব্বক্ষণে ॥ শুন প্রকৃতি প্রধানে, আবেদন
শ্রীচরণে, রক্ষ বিরহের সময়। অনুকম্পা গুণাকর, ভক্তাভী-
ষ্ট দিও তব, মম মনে হইয়া উদয় ॥

নবরমণীনাটক।

গ্রন্থারম্ভ

দীর্ঘত্রিপদী ছন্দ।

উপেন্দ্রনগরে ধাম, মহেন্দ্র বিখ্যাত নাম, গুণধাম রাজা রাম প্রায়। শিষ্ট শান্ত মিষ্টভাষী, ইষ্ট নিষ্ট যশোরাশি, সুপ্রকাশ শরচ্চন্দ্র তায়॥ কর্ণ সম বিতরণে, দয়া দিন হীন জনে, প্রভাবেতে প্রভাকর তুল্য। এমতি তাহার গুণ, বিধাতা হইল গুণ, বিরচিতে সে মাল্য অমূল্য॥ দেখি মুক্তার স্বভাব, ছিদ্র হীন গ্রন্থাভাব, সচিন্তিত হইলেন মনে। করিলেন সুনিশ্চয়, গ্রন্থিবারে সমুদয়, জড়াইতে গুণে মুক্তগণে॥ প্রবর্ত্ত হয়ে গ্রন্থনে, সীমা নাহি হেরি গুণে, ভাসমান ব্যাকুল অকূলে। অপারকে লজ্জা যুক্ত, হয়ে ফেলিলেন মুক্ত, যাহা ব্যক্ত গগণমণ্ডলে॥ সকলে হইয়া তারা, প্রকাশিছে গুণ তারা, উদয় হইয়া সর্ব্বক্ষণ। এবম্ভূত গুণযুক্ত, অনুমানি জীবন্মুক্ত, ভূমণ্ডলে না দেখি কখন॥ প্রচণ্ডপ্রতাপ অতি, জিনি লঙ্কা অধিপতি, রতিপতি রূপে মোহ যায়। বিপক্ষ পক্ষ তক্ষক, সাপক্ষ পক্ষ রক্ষক, অহিংসক নাহি শোক পায়॥ জ্ঞানে হৃষীকেশ সম, গৌরবেতে অনুপম, দ্বেষাদ্বেষ নাহিক রাজার। সে রাজ্যে সুখ প্রকাশ, নিত্যোৎসব অধিবাস, সবিশেষ কি কহিব আর॥ রাজা ধর্ম্মপরায়ণ, বেদ শ্রুতি রামায়ণ, স্বস্ত্যয়ন স্থানে স্থানে হয়। দিন হীন জনে ধন, সুখে করে বিতরণ, শুদ্ধ মন হয়ে অতিশয়॥ এক মাত্র

পাঠরাণী, নাম তার মুঞ্জরিণী, সে কামিনী মোহিনী স-মান। পতি মতি গতি সতী, পতি প্রতি ভক্তি অতি, গুণবতী পতি ধন প্রাণ॥ সবে মাত্র এক কন্যা, পদ্মিনীর সহ গণ্যা, মহী ধন্যা রূপে গুণে ধনী। সর্ব্ব সুলক্ষণা-ক্রান্তা, বালিকা সুধীরা শান্তা, তুঃখ শান্তা নামেতে রমণী॥ ক্রমে বাড়ে স্বর্ণলতা, সিতপক্ষ শশী যথা, অনুগতা মা বাপ সদন। লেখা পড়া করে শিক্ষা, দিনে হইল সুশিক্ষা, শেষে দীক্ষা দিলেন মদন॥ নৃপতুহিতা রমণী, বিবিধ বিদ্যায় ধনী, পারদর্শী শাস্ত্রে অতিশয়। বয়স্থা দেখিয়া কন্যা, রাজা বিবাহের জন্যে, পাত্র অন্বেষণ যে করয়॥ চৌদিগে ঘটক যত, পাঠাইল শত শত, কব কত না যায় কথনে। রাজা চকোরের প্রায়, মেঘরূপ বরাশয়, রহিলেন দ্বিজ কবি ভণে॥

অথ কামিনীর সহিত কুলাচার্য্যদিগের মিলন।

দীর্ঘত্রিপদী।

মগধ গয়া গান্ধার, উড়িষ্যা সিন্ধু বেহার, হরিদ্বার ব্রহ্ম গুজরাট। দ্রাবিড় কাশী তৈলঙ্গ, কাঞ্চি কামাখ্যা কলিঙ্গ, অঙ্গ বঙ্গ অযোধ্যা কর্ণাট॥ ভ্রমিয়া ঘটকগণ, শ্রান্ত শ্রান্ত নিবারণ, করিতে উত্তম স্থান পায়। পরে হয়ে সুমিলিত, সর্ব্বজন একত্রিত, হৃষ্টমনে ভূপালেতে যায়॥ হরষিত পুলকিত, হয়ে আনন্দিত চিত, উপনীত হইল নগরে। প্রবেশ করি অন্তরে, সতত ভ্রমণ করে, পাত্র অন্বেষণ করিবারে॥ হেনকালেতে কামিনী, নামে একই কামিনী, সে রমণী কোকিলের ভাষে। করি সবে সম্বোধন, হয়ে অতি সযতন, পরিচয় সবারে জিজ্ঞাসে॥ কে

তোমরা থাকে থাকে, চলিয়াছ ঝাঁকে২, ডাকে হাঁকে ধরণী কম্পিত। দেখি বিদেশীর প্রায়, মনেতে কি অভিপ্রায়, কি আশয় বলনা ঝটিত॥ শুনি কুলাচার্য্যগণে, কহে মধুর বচনে, সর্ব্বজনে কামিনীর প্রতি। উপেন্দ্রনগরে রই, আমরা ঘটক হই, শুন কই তোমারে সম্প্রতি॥ সেই উপেন্দ্রের পতি, মহেন্দ্র সে মহামতি, ধনপতি ভাণ্ডারি যাহার। যার ধন বিতরণে, নিত্য ব্যয় দুঃখিজনে, রাজগুণ অসীম অপার॥ রমণী নামেতে কন্যা, মেদিনীর মধ্যে ধন্যা, রূপেতে গুণেতে সে সুন্দরী। বিভা দিবে নৃপবরে, সুন্দর বিদ্বান্ বরে, হেন বরে অনুসন্ধান করি॥ নানা দিগ দেশান্তর, ভ্রমণে হয়ে কাতর, উপস্থিত তজ্জন্য হেথায়। কামিনী শুনি অমনি, পুলকে পূর্ণিতা ধনী, কবি তারে ভাবি ঘটনায়॥

অথ কুলাচার্য্যের সহিত কামিনীর কথোপকথন।

ঘটকগণের প্রতি কহিছে সুন্দরী। ভবদীয়গণে আমি আবেদন করি॥ ধনবান পুত্রে রাজা দিবে কন্যা দান কিম্বা করিবেক দান দেখে কুলবান॥ কুলবান তারে কহি যার নবগুণ। এ গুণ ব্যতীত যাহে সে কুলে আগুন। শাস্ত্রে এই শ্রুত আছি কুলের লক্ষণ। বিশেষ কুপাত্রে নাহি করিবে গ্রহণ॥ শুনিয়া সে কথা কহে যতেক ঘটক ভাল কথা জিজ্ঞাসিয়া লাগালে চটক॥ শুন শুন সবিশেষ বলি গো তোমায়। ধনবান পুত্র নাহি সে ভূপতি চায়। রূপ বিদ্যা কুলবান যদি হয় বর। এবম্ভূত অলঙ্কৃত হয় সে প্রবর॥ এ কথা সুধালে সুধা করি বরিষণ। প্রকাশিয়া

কত তুমি কিসের কারণ॥ কামিনী কহিল অতি মধুর বচনে। কুলের সৌরভ নাই যত আছে ধনে॥ পৃথিবী ব্যাপারে ধন সুহৃদতিশয়। যাহা হতে ধর্ম্ম কর্ম্ম শাস্ত্রেতে নিশ্চয়॥ ধনেতে গোহত্যা পাপ খণ্ডে আমি মানি। দরিদ্রের নাহি খণ্ডে যদ্যপি সে মানী॥ সরস্বতী পুত্র সবে জানেনা সে বিনা। যে সন্তাপ নিবারণে ধরেছেন বীণা॥ এক্ষণে যেমন বৃদ্ধি ধনের গৌরব। পুনঃ কি হইবে আর কুলের সৌরভ॥ আছে বোনপোয়া মোর ভুবনমোহন। রূপের কি কব কথা ভুবনমোহন॥ তার রূপ গুণ কুল দেখে সর্ব্বক্ষণ। সম্বন্ধ নির্ব্বন্ধ হেতু আসে কত জন॥ একে নাহি টাকা কড়ি তাকে ভগ্ন বাড়ী। দূরে হৈতে দেখিয়া পলায় তাড়াতাড়ি॥ তাই সুধাইনু আমি তোমা সবা-কার। কুলবান পাত্র যদি সে রাজন চায়॥ তবে যদি বোন পোটী হইয়া সকলে। কৃপা করি বিভা তার দেহ সেই স্থলে॥ তবে দূরে যায় আমা সবাকার দুঃখ। অনাহারে মরি যদি তবু পাই সুখ॥ জিজ্ঞাসে ঘটকগণ শুনিয়া তখন। বল দেখি হয় সেই কাহার নন্দন॥ কামিনী বলিল শুন বলি সমাচার। রুক্মিণীর পুত্র সেই বোনপো আমার॥ হাসিয়া কহিল তবে ঘটক সকল। পিতার কি অভিধান শুনি তাহা বল॥ লজ্জা পেয়ে কহে ধনী করিয়া বিনয়। ভুধর মিত্রের সুত কহিনু নিশ্চয়॥ শুনি ভুধরের নাম ঘটক যতেক। প্রশংসা করিয়া কত কহিল অনেক॥ বল বল মিত্রকুলে সমতুল্য তার। এক্ষণে না দেখি মুখ্য কুলীন যে আর॥ আন দেখি মোহনেরে দেখিব কেমন। অধিক বিলম্বে আর নাহি প্রয়োজন। প্রফুল্লিতা হয়ে ধনী কহে কুতূহলে। ঐ উদ্যানের মাঝে বৈসগে সকলে॥ এখনি

দেখাব আমি ভুবনমোহনে। এত বলি গেল রাম। আপন ভবনে। পাঠকবৃন্দের প্রতি দ্বিজ কবি কয়। বিধির নির্ব্বন্ধ যাহা ঘটয়ে নিশ্চয়॥

কামিনী রঙ্গিণীকে ভুবনমোহনের বিবাহের সম্বন্ধ সংবাদ জ্ঞাত করায়।

গদ্য।

কামিনী ঘটকগণে মুকুলিত ফলিত দলিত বহুবিধ তরুগণযুক্ত যত্পরি মধুকর মকরন্দ পানে সানন্দ পুরঃসর বিপুল পুলকে পূর্ণিত হওনানন্তর গুন২ ধ্বনিতে প্রমত্ত, এ কোকিলগণ আনন্দ সন্দেহে পঞ্চম স্বরে কুহু২ অনিবার্য্য ঝঙ্কারে ও বিবিধ প্রকার সুস্বর বিশিষ্ট পক্ষীগণ উত্তমোত্তম পুষ্প দৃশ্য স্বাভাবিক আনন্দার্ণবে মগ্নানন্তর স্বীয়২ সুমধুর তানে গান প্রকাশে, এবম্প্রকার নিত্য বসন্তোদয় মনোরম্য রাজোদ্যানে বসাইয়া নিজ নিকেতনে আগমন পূর্ব্বক স্বীয় ভগ্নীকে সম্বোধন করণানন্তর কহিলেন। যে হে ভগ্নি! বিবেচনা করি, বিশ্বম্ভর অনুকম্পাতে আমাদিগের দরিদ্রাঙ্কুর সমূলোন্মূলন হইলেও হইতে পারিবে, যেহেতু উপেন্দ্রনগরে মহেন্দ্র নামাভিধেয় শৌর্য্য গাম্ভীর্য্য শান্ত দান্ত দোর্দ্দণ্ড প্রতাপবিশিষ্ট ধরণীপাল স্বীয় সর্ব্ববিধায়ে উত্তমা কন্যার উদ্বাহ জন্য সুপাত্র অন্বেষণার্থে ঘটকগণ প্রেরণ করিয়াছেন, যাহারা দেশ বিদেশ ভ্রমণানন্তর সর্ব্বগুণে গুণান্বিত পাত্র না পাওয়াতে এই স্থানে উপনীত হইয়াছেন। এবং আমার সঙ্গে চাক্ষুষ হওয়াতে আমি তাহাদিগের ঘটক উপাধি পরিচিত হইয়া তোমার পুত্রের কথা কহাতে তাঁহারা পরমাপ্যা-

ম্বিত হইয়া ভুবনমোহনকে লইতে তথা যাইতে আজ্ঞা করিলেন। তখন রঙ্গিণী ভুবনমোহনকে সম্বোধন পুরঃসর সমীপে আনিয়া মস্তকে ও গাত্রে সৌগন্ধ তৈলে মর্দ্দন ও অঙ্গ সৌষ্ঠব করিলেন, যে রূপ দর্শনে রতিপতি পঞ্চবাণ নিক্ষেপ পুর্ব্বক রতি সহকারে সসব্যস্ত ভয়ে পলাইতে যত্ন হয়েন, এবং যুবতী ও বিরহিণীগণ প্রণয় হুতাশনে অনুমেয় কন্দর্পবাণে পীড়িতা সাপেক্ষেও ভুবনমোহনের প্রত্যক্ষ কটাক্ষ বাণে সাতিশয় কামিনী হৃষ্টমনা হইয়া ঘটক সমীপে সমভিব্যাহারে গমন করিল।

উদ্যান বর্ণন ও ঘটকগণের ভুবনমোহনের পরিচয় জিজ্ঞাসা।

দীর্ঘ ত্রিপদী।

সেথায় ঘটকগণে, পরম আনন্দ মনে, সর্ব্বজনে উদ্যানেতে যায়। প্রবেশ করি তথায়, চৌদিগে সবে বেড়ায়, নিরন্তর পুলকিত কায়॥ যেহেতু উদ্যান মাঝে, সুগন্ধ নিত্য বিরাজে, মল্লিকা মালতী জাতীফুলে। কুঙ্কুল বকুল ফুল, পারুল পিচুল তুল, পঞ্চাঙ্গুল বিচুল বকুলে॥ আছে পুষ্প নানা জাতি, সেওতী গোলাপ জাতী, বেল যুই কিংশুক অশোক। কস্তুরী গাঁদা মল্লিকা, কুরুবক সেফালিকা, গোলাপ চামেলি যূথী বক॥ অতসী চন্দ্রমল্লিকা, টগর নবমল্লিকা, স্থলপদ্ম পুন্নাগ কেশর। রঙ্গণ মাধামালতী, চম্পক কুন্দ করবী, রবিমুখী কেতকী কেশর॥ অন্য নানা ফুল, সুগন্ধে করে আকুল, অলিকুল মকরন্দ পানে। ধায় সবে অগণন, আচ্ছাদিল সে কানন, পুষ্পমধু পিয়ে মত্ত গানে॥ নিরন্তর পীকবরে, কুহু কুহু রব

করে, পঞ্চস্বরে, সুমধুর গায়। বসন্ত নিত্য তথা মলয়া মৃদুমালা বয়, মরি হায় পুলকিত কায়॥ তরুগণ ফুলে, নিম্নমুখে রহে বুলে, দলিত হতেছে সমীরণে। হে করি অনুমান, নিত্য তথা বর্ত্তমান, রতিপতি পঞ্চশর সনে॥ মধ্যস্থলে সরোবর, দেখিতে অতি সুন্দর, মনে হয় ঘাট কিবা চারি। বনের মাধুর্য্য ভাব, কি কব তাহার ভাব, যার ভাব ভাবিতে না পারি॥ বিকশি শতদল, কোকনদ নীলোৎপল, সুনির্ম্মল কুমুদ কহ্লার তাহে হিল্লোলের ভরে, সদা টলমল করে, শোভা করে অতি চমৎকার॥ ডাহুক ডাহুকীগণে, খঞ্জন খঞ্জনী সনে, ঝাঁকে২ রহে হৃষ্টমনে। রাজহংস হংসী সঙ্গে, সদা থাকে রঙ্গে ভঙ্গে, চকোর চকোরী সংমিলনে॥ এমন রাজকাননে, কামিনী লয়ে মোহনে, উপনীতা হইল তখন। যত কুলাচার্য্যগণ, হেরি ভুবনমোহন, প্রশংসা করয়ে অনুক্ষণ॥ জিজ্ঞাসিল কুলকথা, আছয়ে যেমন প্রথা, অতঃপরে শিক্ষা বিবরণ। সদুত্তর প্রাপ্ত মাত্র, মানিল উত্তম পাত্র, বলে মিত্রকুলের ভূষণ॥ কহে কামিনীরে সবে, মগ্ন হয়ে হর্ষার্ণবে, যোগ্যপাত্র ভুবনমোহন। সংবাদ দিয়া রাজায়, পুনঃ আসিব হেথায়, লইবারে ভূধরনন্দন মিষ্ট বচনে তখন, তুষি কামিনীর মন, কুলাচার্য্য করিল গমন। কহে দ্বিজ কবিবর, পাত্রের করে নিকর, কর দেওয়া হইবে মোচন॥

রামমাণিক্য ঘটকের ভূপালে গমন

পয়ার। যত কুলাচার্য্যগণ কিয়দ্দিনান্তরে। উপনীত সকলেতে উপেন্দ্রনগরে॥ রাজার সমীপে আসি হয়ে

রুষ্টমন। ভূধর মিত্রের কথা করিল আপন।। শুনিয়া তাহার নাম প্রশংসে রাজন। বলে কুলীনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সে রাজন ।। রামমাণিক্যে তখন কহেন রাজন। অচিরে আনহ তুমি ভূধর নন্দন।। রাজআজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া তখন। ভুপালে করিল যাত্রা হয়ে হৃষ্টমন।। ক্রমে২ যায় দ্বিজ সরস অন্তরে। বৈদ্যনাথ উত্তরিল অপে কালান্তরে।। দেবতা দুর্লভ স্থান হেরি দ্বিজবর। বলে নাহি দেখি হেন স্থান মনোহর।। ত্রিদশালয় সঙ্কাশ সেই স্থান খানি। লেখনী অশক্ত হয় এমত বাখানি।। ভক্তিভাবে প্রণমিয়া লোটায় ধরণী। তার পরে স্নান হেতু গেল চূড়ামণি।। স্নান করি শুচি হয়ে তবে দ্বিজবর। প্রবেশ করিল গিয়া মন্দির ভিতর।। স্তব জপ পূজা হোম করি সমর্পণ। তিন দিন মহাসুখে করিল বঞ্চন।। ভুপালে নগরে আসি দিল দরশন। কহে দ্বিজ কবিবর লইতে মোহন।।

রামমাণিক্য ঘটকের ভূধরের বাটীতে গমন।

প্রবেশ করিল দ্বিজ নগর ভিতর। শোভা দৃষ্টে প্রফুল্লিত হইল অন্তর।। ভূধর মিত্রের বাটীতে উপনীত। দেখিয়া কামিনী ধনী অতি চমকিত।। জিজ্ঞাসিল কুলাচার্য্যে মধুর বচনে। এ স্থানেতে আগমন কিসের কারণে।। কামিনীর বাণী শুনি কহে দ্বিজবর। পাঠাইল আমায় মহেন্দ্র নৃপবর।। বিবাহ দিবেন কন্যা ভুবনমোহনে। সেই জন্য আইলাম তোমার ভবনে।। তাহারে লইয়া যাব রাজার সদনে। সন্তোষ হইল ধনী শুনিয়া শ্রবণে।। বসিতে আসন দিল তাবাক তবাক। তাহ দেখি কুলাচার্য্য [illegible]

অথবা ॥ কহিলেন চূড়ামণি তবাক না খাই। তবে কিছু কিঞ্চিৎ যদ্যপি নস্য পাই ॥ অনলে দোক্তার পাত দগ্ধ করি ধনী। শীঘ্রগতি আনি দিল ঘটকে অমনি ॥ রাশিং নস্য নাকে দেয় ঘনং। বলে ধন্যং মিত্র না দেখি এমন হেনকালে এলো তথা আপনি ভূধর। বসাইল দ্বিজ তারে করি সমাদর ॥ দুই জনে কথোপকথন হৈল যত বিশেষ বর্ণিতে আমি হলেম বিরত ॥ ভুবনমোহনে দ্বিজ চাহিল দেখিতে। শুনিয়া কামিনী গেল মোহনে আনিতে দ্রুতগতি আসি ধনী কহে উচ্চৈঃস্বরে। শুনং সর্ব্বজন কহে কবিবরে ॥

রঙ্গিণী ও কামিনীর কথোপকথন।

ওলো রঙ্গিণি ওলো রঙ্গিণি, কেন গো বড়দিদি, মর ছুঁড়ি তুই কোতা লো, কেন গো আমি রান্নাঘরে, আমলো তবু বেরিয়ে আসিস না কেন লা, আরে আমার ঢেঁড়োর রান্না মর ছুঁড়ি এখন ফেলে রেখে আয়না, আর কি রান্নাবান্না ভাল লাগে না হয় একটু বেলা হবে এই বইতো নয়, মরুকগে তায় আর মিত্র বুড়ার পিত্তি চুঁয়ে যাবে না, রঙ্গিণীর এ সকল বাক্য শ্রবণেন্দ্রিয়ে প্রবেশমাত্র তজ্জ্যেষ্ঠা ভগিনীর সমীপে আগমন পুরঃসর কহিতেছে তোর কি হয়েছে দি, এত এলোমেলো বকছিস কেনে, যা বকে আগে একটা বল্লিই হয় ? আরে ছুঁড়ি বলি কি সাদ করে, সুরেন্দ্র রাজার বাটী থেকে একজন বুড়ো ঘটক ভুবনমোহনকে নিতে এসেছে ; তার মেয়ের বিয়া দিবে লো, হেঁগা দিদি সে এখানে থেকে কত দিনের পথ গা ? এই বোন প্রায় পোনের গণ্ডা দিনের পথ হবে, ও মা একি

সর্ব্বনেশে কথা বলি গো বড়দিদি, এত দিনের পথে আমি ছেলেকে পাঠাতে পারিব না, কেন লো ভয় কি লো? না বোন এমন বে কায নাই, রাজার ঝী হল তো কি বয়ে গেল, শুনেছি সে দেশে যেতে জলে কুমীর ডেঙ্গায় বাঘ; নয় একটা গরিবের মেয়ে নিকটে দেখে বিয়া দিব। খেতে না পায় ভিক্ষা মেগে খাওয়াব, আমার এমন সোণা, দানা, টাকা, কড়িতে কায নাই, শক্রমুখে ছাই দিয়া ষষ্ঠীর দাস বেটের কোলে ভুবনমোহন বেঁচে থাকুক, আমার একটা কিসের অভাব গা দিদি! কামিনী এই সকল কথা শ্রবণানন্তর অন্তরে ব্যাকুলিনী হইয়া অকূল দুঃখসাগরে ভাসমানা হওনান্তর নানা ছলে কলে সুকৌশলে রঙ্গিণীর উত্তাপিত চিত্তকে শীতল করিয়া সন্মতি করিল, তদনন্তর দুই বোনে পরস্পর এক মনে প্রাণপণে অতি যতনে মোহনে চরনে আনাইয়া উত্তম বসনে বেশভূষা করিতেছে; ইতিমধ্যে ভুধর মিত্রের ভগ্নী সুবর্ণা সুন্দরী আসিয়া উপনীতা হইবাতে মিত্রজ আসিয়া কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

ভুধর মিত্রের ও সুবর্ণা সহিত ঘটকের কথোপকথন।

কে ও সুবর্ণা আইছিস্? অয় বাই আইছি। কও বারীর কুহল কি? অয় হগালি বাল মোর মামাতবাই এক গুঁয়াবাক্কা ডিবা হাও মরেছে। আ কি বুঝেন, তবেত মামা জগন্নাথ বর হোক পাইছে? অয় বাই বড় হোক পাইছে। হ্যা আর কি কইমু, আপুনি বারিছাড়া কয় দিবস? দিন দুক্ষের আন্ধার হইল, বাল বাই একটা

প্রফুল্ল হইয়ে দ্রব্য করে আয়োজন ।। নানা ছলে গেল দিবা আইল রজনী । পরম সুখেতে নিদ্রা যায় সুলক্ষণি ।। প্রভাতে উঠিয়া সুখে মহেন্দ্র ভুপতি । বরপাত্রে সমাচার দিল শীঘ্রগতি ।। অদ্য গোধুলি সময়ে হইবে বিবাহ । সে সময়ে আসি সবে করিবে নির্ব্বাহ ।। জ্ঞাতি বন্ধু কুটুম্ব আত্মীয় আদি করি । নিমন্ত্রণ কৈল সবে উপেন্দ্রাধিকারী ক্রমেং সবাকার হৈল আগমন । বরযাত্র পাত্র সহ দিল দরশন ।। তাম্র ঘাটিকায় তুল্য অস্ত দিবাকর । আনিল রাজন দিব্য বস্ত্র অলঙ্কার ।। বরপাত্রে পরাইয়া বসন ভুষণ গোধুলিতে শুভকর্ম্ম কৈল সমর্পণ ।। শুভকর্ম্ম সমাপিয়ে তবে নৃপরায় । বরযাত্র কন্যাযাত্র করিল বিদায় ।। পরম আনন্দে রাজা দিবানিশি রয় । কন্যারে করিয়া দিল স্বতন্ত্র আলয় ।। পতিরে লইয়া ধনী অতি কুতুহলে । প্রবেশ করিল গিয়া আপন মহলে ।। চিন্তান্বিত কবিবর ব্যাকুল হৃদয় পরপ্রেম স্রোতজলে প্যাছে কুল যায় ।।

ভুবনমোহনের স্বদেশে যাত্রা ।

নিজালয়ে রসরঙ্গে রাজার নন্দিনী । পতিসঙ্গে বঞ্চে সুখে দিবস রজনী ।। প্রেমার্ণবে মনানন্দে ভাসে অবিরত রসাস্ত্রের সাধ্য নাহি ভাবে অবিরত ।। নানা রসে ভুঞ্জে সুখে রমণীমোহন । সে সুখের তুলা নাহি মহীতে কখন ।। প্রাণাধিক উভয়ের অটল প্রণয় । নব অনুরাগে নিত্য নব প্রেমোদয় ।। এক দিন মোহনের মন উচাটন । হেরিয়া রমণী হয় দুঃখেতে মগন ।। বলে ওহে কান্ত আজ কেন হেন ভাবে । নিরন্তর কেন দেখি আছ মৌনভাবে ।। বিশেষিয়া প্রাণেশ্বর কহ বিবরণ । নহিলে নিশ্চয় আজি ত্যজিব

জীবন ॥ শুনি রমণীর কথা কহিছে মোহন। গত নিশি-যোগে প্রিয়ে দেখেছি স্বপন॥ জনক জননী যেন মোর অদর্শনে। ব্যাকুলিত হয়ে দোঁহে ভাবিতেছে মনে॥ নিরন্তর অশ্রুধারা বহিছে নয়নে। কেমনে থাকিব হেথা হেরিয়ে স্বপন॥ বিচ্ছেদ হইবে প্রিয়ে মিলনের পর। সেই জন্য বিষাদিত আছি নিরন্তর॥ কি বলিলে আমা ছেড়ে যাবে প্রাণনাথ। বিনা মেঘে হানিলে মাথায় বজ্রাঘাত॥ এ অধীনী কেমনে হে তব অদর্শনে। বিরহ অনল হইতে বাঁচিবে জীবনে॥ বিনয় করি হে নাথ শুন নিবেদন। প্রাণ শূন্য হইলে দেহ থাকে কি কখন॥ "অনুকূল পতি যদি হয় সানুকূল"। শুনি রমণীর বাণী ভুবমোহন। দুই দিগে বিপরীত ভাবে অনুক্ষণ॥ তোমার সম্পদে প্রিয়ে আমার সম্পদ। তোমার বিপদে ধনী আমার বিপদ॥ তবে এ বিপদে আমি কেমনে থাকিব। অনুমতি দেহ ত্বরায় আসিব॥ দেশে যাত্রা কৈল যদি ভুবনমোহন দ্বিজ বলে হাতে স্বর্গ ও দ্বিজ নন্দন॥ শুনি বিনোদিনী কয় সজল নয়নে। আমিহ যাইব নাথ তোমার ভবনে॥ মোহন বলিল প্রিয়ে পথ পর্য্যটন। না করিবে নারী সহ নীতির লক্ষণ॥ একান্ত যাবে হে কান্ত যদি নিজালয়। অধীনীরে যেন সখা তব মনে রয়॥

রমণীর সহিত বিপ্রনন্দনের মিলন॥

একাকিনী থাকে ধনী সঙ্গিনী লইয়ে। আশার আশ্রয়ে রয় পথ নিরখিয়ে॥ এক দিন রাজসুতা সখীগণ সঙ্গে। গবাক্ষের দ্বারে বসি কথা কহে রঙ্গে॥ হেনকালে এক জন বিপ্রের নন্দন। পূর্ণচন্দ্র জিনি রূপ সোণার বরণ॥ শুনহ

[illegible] গন্ধ পাইয়া তখন। সেই স্থান দিয়া তেঁহ করয়ে
[illegible] ॥ দ্বিজের নন্দনে হেরি রাজার কুমারী। জানালা হ
তে তার অঙ্গে দিল বারি ॥ অঙ্গেতে পড়িল জল দেখি
তখন। ঊর্দ্ধদৃষ্টে দৃষ্টি করে দ্বিজের নন্দন ॥ চারিদিকে
নাগর ঘুরে ফিরে চায়। তার পরে রমণীরে দেখিবা
পায় ॥ রমণীর রূপ দেখি অবাক হইল। নিমেষ বিহী
নেত্রে হেরিতে লাগিল ॥ রাজার নন্দিনী ধনী মৃদু হাস
নবীন নীরদে যেন চপলা প্রকাশে ॥ তারপর নৃপসুতা নয়
ঘুরায়ে। উঠে গেল তথা হতে কপাট ভেজায়ে ॥ হে
কালে দিবাকর করিল গমন। দেখিয়া মন্দিরেতে আসি ব্র
হ্মণনন্দন ॥ কারে কিছু নাহি কয় রয় মৌনভাবে। রমণী
রূপ সদা হৃদপদ্মে ভাবে ॥ দ্বিজ কবিবর কহে শুন
নাগর। মনোবাঞ্ছা সিদ্ধি হবে হইওনা কাতর ॥

বিপ্রকুমারের সহিত রমণীর কথোপকথন।

রজনী প্রভাতে উঠি ব্রাহ্মণ কুমার। সেই স্থানে দাঁড়া
ইয়া রহে পুনর্ব্বার ॥ এমন সময়ে আসি ভূপতিনন্দিনী
গবাক্ষের দ্বার খুলি দেখিল তখনি ॥ দাঁড়াইয়া আছে
সেই ব্রাহ্মণ নন্দন। দেখিয়া তাহারে ধনী জিজ্ঞাসে তখন
কে তুমি আইসে হেথা কিসের কারণ। কোথায় নিবাস
তুমি কাহার নন্দন ॥ কহ দেখি বিশেষিয়া আমার নি
কটে। নহিলে হে দ্বিজসুত পড়িবে সঙ্কটে ॥ [illegible]নিয়ে
তাহার বাণী দ্বিজের তনয়। বলে শুন বিনোদিনী মম
পরিচয় ॥ পিতার নামেতে নর ভবপার হয়। [illegible]
লোমকূপে কত ব্রহ্মাণ্ড আছয় ॥ তাহার তনয় নাম [illegible]
বিজয়। কহিলাম শশীমুখী মম পরিচয় ॥ যদি [illegible]

মনে ভেবে দেখ আপনার। তবেত দেখিবে বাস সন্মুখে তোমার॥ নহিলে দেখিবে দুর নানা বিঘ্ন পথে। সে দুর, সে দুর না ঘুচিবে কোনমতে॥ যেই জন যেই আশে বারি দিল গায়। সেই আশে আশা করে এসেছি হেথায়॥ কহিলাম পরিচয় ও চন্দ্রবদনি। তুমি বুঝি হবে সেই রসিকা রমণী॥ শুনিয়া তাহার বাণী কহিছে কামিনী। পণ্ডিত হইবে তুমি হেন অনুমানি॥ রসিক প্রেমিক তুমি গুণের সাগর। অনুভাবে বুঝিলাম চতুর নাগর॥ অতএব শুন শুন ব্রাহ্মণ-নন্দন। এ আশারাশার আসে আশা অকারণ॥ যমালয় সম এই ভবন রাজার। ইহাতে প্রবেশ করে হেন শক্তি কার॥ বড়ই দুরন্ত রাজা নির্দ্দয় নিষ্ঠুর। ইঙ্গিতে জানিলে মাথা কাটিবে ঠাকুর॥ আশার আশয়ে আসি আশা না পূরিবে। লাভ মাত্র হবে এই প্রাণ হারাইবে॥ অসম্ভব আশা ছাড় ওহে গুণাকর। নিজালয়ে গমন করহ অতঃপর॥ যোড়পাণি করি তবে বিপ্রের তনয়। নির্ভয় হইয়ে তবে সরস ভাষয়॥ খঞ্জন গঞ্জন আঁখি সুচারু বদনী। নিবেদন করি শুন ভুবনমোহিনী॥ সীতার কারণেতে আপনি দশমুখ। দশমাথা কাটাইল না হয়ে বিমুখ॥ দুই মাথা নহে মোর এক মাথা বই। তোমার লাগিয়ে যদি যায় রসময়ী॥ তাহার কারণে খেদ না করি কখন। যায় যাবে এক মাথা কে করে গণন॥ রাবণ না কৈল খেদ দশ মুণ্ড পাতে। এক মুণ্ড যাবে মোর খেদ কি ইহাতে॥ কবিবর বলে ওহে শুন রসময়। এ কর্ম্মেতে ক্ষান্ত হওয়া যুক্ত থাকে নয়॥

দ্বিজ প্রতি রমণীর প্রবোধবাক্য।
রাগিণী কানেড়া, তাল আড়া।

শুন ওহে রসরাজ এখন করোনা আশা। আঁখির মিলন পর আছে কি হে ভাল বাসা॥ তুমি সুরসিক জন, যুবতী মনোমোহন, রাখ নারীর বচন, কর প্রাণ যাওয়া আশা। তবে যদি সানুকুল, হয়ে কালী দেন কুল, মিলিবে সুখ অতুল, ঘুচাব মন পিপাসা॥

শুনিয়ে এতেক বাক্য ভুবনকামিনী। ঈষৎ হাসিয়ে কহে সুমধুর বাণী॥ শুন হে রসিকরাজ আমার ভারতী। কথায় সন্তুষ্ট বড় করিলে সম্প্রতি॥ কিন্তু এক নিবেদন আছয়ে আমার; কদাচ এখানে পুনঃ না আইস আর। কি জানি কে দেখে পাছে কি বিপদ ঘটে। আমার লাগিয়ে শেষে পড়িবে সঙ্কটে॥ চারিদিগে সারি সারি আছয়ে পাহারা। ছুঁতে নাহি কাটে কালান্তের কাল তারা॥ এ ঘরে কি চুরি হয় হে দ্বিজকুমার। পক্ষী প্রবেশিতে নারে মনুষ্য কি ছার॥ অতএব সাবধান করি রসরায়। মিছা আশা দিয়ে কেন মজাব তোমায়॥ দেখা দেখি মাত্র সার আর কিছু নয়। ইহাতে কি লাভ তব দ্বিজের তনয়॥ বরঞ্চ দ্বিগুণ দুঃখ ইহাতে বাড়িবে। কেবল তোমার নয় আমার হইবে॥ আমারে দেখিলে যদি ভাল থাক তুমি। তোমার কারণে নিত্য দেখা দিব আমি॥ যেখানে বসিয়া আছি এখান হইতে। তোমার আলয় ভাল পাইহে দেখিতে॥ দুঃখিত নাহও ঘরে যাও দ্বিজবর। ঘরে বসি মোর দেখা পাবে নিরন্তর॥ দেখাদেখি চখোচখি এক এক সুখ। তাহা নয় হবে আর না ভাবিহ দুঃখ॥ নিরখিলে তব মুখ বুক

বিদরয় ! অধিক কি কব আর দ্বিজের তনয় ।। বিধাতা সদয় যদি হয় হে কখন । উভয়ের মনসাধ পুরিবে তখন এত বলি গবাক্ষের দ্বার রুদ্ধ করি । উঠে গেল তথা হইতে রাজার কুমারী ।। তদন্তর নিজ গৃহে আসি দ্বিজসুত । গবাক্ষ হেরিয়ে হৈল মহানন্দযুত ।। এক দৃষ্টে চেয়ে থাকে গবাক্ষের পানে । হেনকালে রাজসুতা আইল সেখানে ।। দুই জনে দেখা শুনা হয় পরস্পর । হাত নাড়ি কথা বার্ত্তা কয় বহুতর ।। এক দিন দ্বিজাত্মজ মনেতে ভাবিয়া । শুভ্র কাগজের এক যুঁড়ি নির্ম্মাইয়া ।। আত্ম বিবরণ আর রমণীর রূপ । বর্ণিয়ে লিখিল পত্র অতি অপরূপ ।। যে রূপ লিখিল পত্রে শুন সর্ব্বজন । কিঞ্চিৎ কহেন কবি দেখেছে যেমন ।।

বিপ্রনন্দনের আত্ম বিবরণ ও রমণীর রূপ বর্ণন
করিয়া যুঁড়িদ্বারা লিপি প্রেরণ ।
রাগিণী ভৈরবী, তাল আড়াঠেকা ।

রূপের তুলনা নাহি হেরি ভুবনে গগণে । মোহিত হইবে প্রিয়ে দেখনা আত্ম দর্পণে ।। গুরু নিতম্বের ভরে, মহী টলমল করে, তবে রসাতল হরে, চন্দ্রাঙ্কের আকর্ষণে । ছিল উপমা চপলা, তয়ে সে সদা চপলা, বিধি কি হেন অবলা, গড়েছিল প্রাণপণে ।।

দীর্ঘত্রিপদী ।

কিবা বেণী কাদম্বিনী, যেন কালভুজঙ্গিনী, হেলিছে দুলিছে শিরোপরি । ভাব অতি ভয়ঙ্কর, নাদ অতি ঘোরতর, নিকটে যাইতে শঙ্কা করি ।। প্রিয়ে তব মুখশশী,

হেরি গগনের শশী, লাজভরে নিত্য অনুক্ষণ। জিনি কি
শুভাম্বর, কিবা সেই মনোহর, ঢাকিয়াছে অম্বর নিশ্চয়।
জিনি কামশরাসন, ভুরযুগ সুচিক্কণ, আহা মরি না হে
এমন। ধিক কুরঙ্গলোচনে, ধিক খঞ্জননয়নে, ধিক ইন্দী
বর নয়ন ।। গৃধিনী গঞ্জিত শ্রুতি, পরম সুন্দর অতি
হেন আর না হেরি কখন। সুরাসুর মনোলোভা, আ
হাঁর কিবা শোভা, জিনি আভা শশাঙ্ক পূর্ণ ।। অহঙ্কা
রিকগণ, ভাবে মনে অনুক্ষণ, মহী মধ্যে নাহিক সমান
হেন মনে অনুমানি, গর্ব্ব খর্ব্ব জন্য ধনী, ধরিয়াছে সুনা
সান ।। ধিক ধিক তিলফুল, নাসিকার সমতুল, নাহি দে
এ তিন ভুবনে। রূপে গুণে মহী ধন্যা, রসিকার অগ্রগণ্যা
অপারক লেখনী বর্ণনে ।। ধিক মুকুতার হার, দন্তপাঁতি
চমৎকার, কুন্দপাঁতি গণনা না করি। হেরি তন গ্রীব
দেশ, লাজেতে বন প্রবেশ, করিল যে ময়ূর ময়ূরী
মৃণাল সমান আর, সরল না হবে আর, যেই তার আ
কার ছিল। হেরে ভুজদ্বয়, ভয়ে অঙ্গ কাঁটাময়, হ
লাজে জলেতে ডুবিল ।। ও কুচের শোভা, হেরে, শিহ
কদম্ব ডরে, দাড়িম্ব বিদরে মনোদুঃখে। পীনোন্নত পয়ো
ধর, হেরি বিন্ধ্য গিরিবর, লাজভরে আছে অধোমুখে।
নাভিকূপ সরোবর, ত্রিবলি কি মনোহর, আহা মরি এ
নবললনা। জিনি রামরম্ভা তরু, সরল যুগল ঊরু, নিতম্বে
নাহিক তুলনা ।। রক্তবর্ণ কোকনদে, তুলনা নাহিক পদে
পদাঙ্গুলি চাঁপাকলি প্রায় ।। কি কব নখের ছটা, যাতে
রূপে দিক ছটা, মরি মরি হায় হায় হায় ।। ধিক মরা
গমনে, ধিক গজেন্দ্র গমনে, মরি কিবা সুন্দর চলন
রূপের তুলনা ধনী, ছিল এক সৌদামিনী, ভয়ে স্থির নহে

কদাচন ।। প্রেয়সী তোমার রূপ, কোটি কোটি সুধাকূপ, রসকূপ কিরূপ কে জানে ।। অঙ্গের সৌরভ পায়ে, মধু লোভে আসে ধায়ে, ঝাঁকে ঝাঁকে মধুকরগণে ।। কালকূট বিষ পানে, যদি কেহ মরে প্রাণে, পারে প্রাণ বাঁচিতে বাঁচিতে । তোমার কটাক্ষ বাণে, কার সাধ্য বাঁচে প্রাণে, মরে প্রাণে দেখিতে দেখিতে ।। দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ, যে করে ও রূপ লক্ষ, স্ব স্ব পক্ষ পায় মরে লাজ । তব রূপ দরশন, যদি সহস্রলোচন, সতত দেখয়ে দেবরাজ ।। নানা গুণে গুণবতী, সুরসিকা তুমি অতি, রতি পতি হেরে মোহ যায় । দন্তপঙ্ক্তি সম, নাহি কটি মনোরম, অনুপম কিবা শোভা তায় ।। বসনের কিবা শোভা, কি রূপ শোভার শোভা, মনোলোভা অতি চমৎকার । কিবা গলে দোলে হার, বলয়া সে চমৎকার, মরি কিবা তাহার বাহার ।। এত রূপ গুণ যার, নিজে তার বাঁচা ভার, কি আশ্চর্য্য তবে যে বাঁচয় । বুঝি আস্য সুধাকরে, দিবা নিশি সুধা ক্ষরে, তারি তরে নিধন না হয় ।। বিধাতার কিবা কার্য্য, কিছুই না হয় ধার্য্য, কি আশ্চর্য্য কর্ম্ম সমুদয় । অন্য জন দৃষ্টি মাত্রে, ব্যাকুল হইয়া চিত্রে, শিরনেত্র দেখা মাত্র হয় ।। অনন্তর দ্বিজসুত, হয়ে মহানন্দ যুত, শেষে লিখে নিজ বিবরণ । কহে দ্বিজ কবিবর, কার্য্য সিদ্ধি অতঃপর, হবে বুঝি হেন লয় মন ।।

বিপ্র নন্দনের আত্ম বিবরণ

রাগিণী ভৈরবী তাল আড়াঠেকা

তব রূপ সন্দর্শনে বিচলিত মম মন । ভাবিতেছি নিরন্তর কিরূপে হবে মিলন ।। তব ছিল অক্ষ-

বঞ্চিত এমন না ভাবি প্রাণে, যেহেতু ইন্দু বদনক,
সদা সুধা বরিষণ। তুমি নব পয়োধর, আমি
তৃষিত চকোর, হয় বজ্রাঘাত কর, কিম্বা বারি
বরিষণ॥

প্রেয়সী তোমার রূপ করি দরশন। ব্যাকুল হয়েছে অতি আমার জীবন॥ সুস্থির না হয় প্রাণ কান্দে কান্দে উঠে। কখন পাগল প্রায় বেড়াই বা ছুটে॥ দাবানলে যেই রূপ দহে সে কানন। তাদৃশ বিরহানলে দহিছে যৌবন॥ শীতল না হয় প্রাণ প্রবেশিলে জলে। কি কব সে জলে প্রাণ দ্বিগুণ যে জ্বলে॥ দুরন্ত মদন তায় সময় পাইয়া। হৃদয় বিদীর্ণ করে নির্দ্দয় হইয়া॥ তাহাতে ব্যাকুল প্রাণ প্রাণের লাগিয়ে। আকুল হইয়া মরি অকূল হেরিয়ে॥ দিবানিশি অন্ধকার হেরি শূন্যাকার। বিশেষে তক্ষক প্রায় দংশে অনিবার॥ নিস্তার নাহিক তায় নিস্তার কি কব। সহিতে না পারি জ্বালা জীবা অসম্ভব॥ "বুক ফেটে যায়,, কি মোহিনী দিয়ে ধনী ভুলায়েছ মন। এমন আশ্চর্য্য আর না হেরি কখন॥ যেখানে সেখানে প্রিয়ে ভ্রমিয়ে বেড়াই। তব রূপ রসকূপ দেখিবারে পাই॥ স্নান করিবারে যদি যাই সরোবরে। সেখানে তোমারে দেখি জলের ভিতরে॥ তরুগণে দেখে প্রাণ ধরি জড়াইয়া। জ্ঞান হয় তুমি যেন আছ দাঁড়াইয়া॥ শয়নের কালে প্রাণ দেখি যে শয্যাতে। শয়ন করিয়া আছ বালিশ ঝাঁপেতে॥ ঘুমায়ে স্বপনে দেখি ও বিধু বদন। এই রূপ তব সঙ্গে আছি সর্ব্বক্ষণ॥ তথাপি আমার প্রতি কর অযতন। বুঝিতে না পারি প্রাণ কিসের কারণ॥ তুমি ধ্যান তুমি জ্ঞান তুমি যাগ যজ্ঞ। তুমি ত

রূপ হেরি স্বর্ণ চন্দ্রবর্ণ ॥ তুমি হস্ত তুমি পদ তুমি মোর প্রাণ। তুমি বল বুদ্ধি মোর তুমি চক্ষু কাণ ॥ তোমা বিনে অন্য জনে না জানি স্বপনে। তবে কেন আমারে নিদয়া চন্দ্রাননে ॥ কি দোষ তোমারে দিব কি দোষ বিধির। আমার কপাল দোষ জানিলাম স্থির ॥ তুমি প্রাণ প্রিয়তমা কল্পতরু প্রায়। তোমার নিকটে আসি সেবা যাহা চায় ॥ মনোনীত ফল তারে দেহ অনায়াসে। বাঞ্ছা পূর্ণ কর তার অশেষ বিশেষে ॥ এমতি কপাল মন্দ আমার প্রেয়সি। তোমার নিকটে আমি থাকি সদা বসি ॥ সর্ব্বদা যাচ্ঞা করি গলে বস্ত্র দিয়া। নয়নজলেতে যায় বদন ভাসিয়া ॥ তথাপি আমার প্রতি দয়া না হইল। আমার আশার ফল বিফল ফলিল ॥ মনের বাসনা মোর মনেতে রহিল। যত আশা ভরসা তা নিরাশা হইল ॥ আমা সম হতভাগা কে আছে ভূতলে। কল্পতরুতলে গেলে ছায়া নাহি মিলে ॥ তবে আর কার কাছে যাব বিধুমুখি। যদি কল্পবৃক্ষ কাছে না হইলাম সুখী ॥ অতএব বিধুমুখি করি নিবেদন। নিশ্চয় জানিহ আমি ত্যজিব জীবন ॥ হেন মতে লিখি পত্র দ্বিজের কুমার। পরম আনন্দে হাতে উঠি আপনার ॥ রমণীর রূপ গুণ ভাবি নিজ মনে। ঘুড়িতে লিখিয়া পত্র উড়ায় আমোদে ॥ দ্বিজের নন্দন ঘুড়ি উড়াতে উড়াতে। ছল-ক্রমে ফেলে দিল রমণীর হাতে ॥ রমণী দেখিয়া তাহা গিয়া গুড়ি গুড়ি। অঞ্চলে টানিয়া নিল ব্রাহ্মণের ঘুড়ি ॥ ঘুড়ি যদি নিল ধনী দেখিয়া নাগর। প্রফুল্ল অন্তরে আসি ঘরের ভিতর ॥ কখন ভিতরে বৈসে কখন বাহিরে। এই রূপ করে অতি চঞ্চল অন্তরে ॥ দেখিয়া সে ভাব

কহে দ্বিজ কবিবর। এ ভাবের এই ভাব শুন সাধর॥

রমণীর প্রতি সখীগণের জিজ্ঞাসা।
রাগিণী কানেড়া তাল কাওয়ালি।

ঠাকুরাণি আজি কেন হেন ভাবোদয়। ভাবের অভাব ভাব ভাল বোধ হয়॥ মিছে ব্যাকুল অন্তরে, সদা ভাব তার তরে, যেহেতু সে ভাবান্তরে, অন্তরে না রয়। কেবল আমরা দুঃখী, যেহেতু তুমি অসুখী, ধৈর্য্য হও বিধুমুখি, ভাবনা কি তায়॥

দীর্ঘত্রিপদী।

হোথা ধনী দড়বড়ি, লইয়া তাহার খুঁড়ি, তাড়াতাড়ি আসিয়া ঘরেতে। দেখে খুঁড়ি নহে মাত্র, তাহে লেখা আছে পত্র, স্থির নেত্রে লাগিল পড়িতে॥ পত্র পাঠ সমুদয়, নির্জ্জনে বসিয়ে রয়, সদা হয় হইয়া কাতরা। কারে কিছু নাহি কয়, হেঁটে মৌনিভাবে রয়, সদা নহে নয়নেতে ধারা॥ হেনকালে সখীগণে, সকলে আনন্দ মনে, সেইখানে আসি উপনীত। দেখে ধনী অধোমুখে, আছে অতি মনোদুঃখে, বারি চক্ষে ঝরে অপ্রমিত॥ হেরিয়া তাহার ভাব, সখী বলে একি ভাব, কার ভাবে এভাব উদয়। বুঝিতে না পারি ভাব, এ দেখি নূতন ভাব, অসম্ভব ভাব সমুদয়॥ সুবর্ণ জিনিয়া বর্ণ, আছিল রূপ লাবণ্য, সে বর্ণ বিবর্ণ আজ কেনে। ছিন্ন ভিন্ন দেখি বেশ, এলায়ে পড়েছে কেশ, সবিশেষ কহ মোরে বেনে॥ কি কারণে এত দুঃখী, কি দুঃখেতে অধোমুখী

মুখ তোল তোল। দৃষ্টি করি তব মুখ, বিদরিয়ে যায় বুক, মনোদুঃখ কিবা বল বল॥ ভাবিনী আসিয়া শেষে, কথা কহে হেসে হেসে, কাছে ঘেঁসে বসিয়ে তখন। কেন কেন ঠাকুরাণি, মলিন বদনখানি, অভিমানী কিসের কারণ॥ আহা মরি মরে যাই, নিকটে ভুবন নাই, বুঝি তাই করেছে এমনি। অবিলম্বে পাবে পতি, ভাবনা কি রসবতি, স্থির মতি কর বিনোদিনি॥ প্রণয়ের কিবা গুণ, বিচ্ছেদে হয় আগুন, তাই বুঝি জ্বলিতেছে প্রাণে। কামিনী বলে সখীগণ, সে প্রণয় অকারণ, পড়িয়াছে পঞ্চ-শর বাণে॥

সখীগণের প্রতি রমণীর ভর্ৎসনা।

রাগিণী কানেড়া তাল কাওয়ালি।

ভয় নাহি প্রাণে সখীগণ। দূর হও ব্যঙ্গ কর আমাকে এখন॥ যেহেতু বিরহানল, সদা হতেছে প্রবল, করিবি তারে শীতল, আনিয়ে ভুবন। যে অনলে জ্বালাতন, হইতেছি সর্বক্ষণ, কি জানিবি সখীগণ, জানে মম মন॥

দীর্ঘ-ত্রিপদী।

শুনি ভাবিনীর ভাষ, ছাড়িয়ে দীর্ঘ নিশ্বাস, হাহুতাশ করে ধনী কয়। দূর দূর সখীগণ, না আইস কোন জন, কদাচন আমার আলয়॥ একে মনোদুঃখে মরি, তাহে সহ ব্যঙ্গ করি, হরি হরি নাহি ভয় মাত্র। আসুক আগেতে মাতা, এখনি কাটিব মাথা, যাবে ব্যথা জুড়াইবে গাত্র॥ আমর আমর মাগি, লক্ষ্মীছাড়া হতভাগী, দুঃখ ভাগী হইতে আসে মোর। আইসেন হাসি হাসি,

যেন মোর স্বামী ছিলো, কাছে আসি বৈসো নিরন্তর॥ কহিয়া পতির কথা, ঘুচাতে এলেন ব্যথা, হে বিধাতা একি সহ্য হয়। মস্তার উপরে যেন, অস্ত্রাঘাত করে হেন, সে বচন হেন জ্ঞান হয়॥ এত বড় সাধ্য তোর, কাছেতে বসিস মোর, পুনঃ ওর নাম কহ কাণে। দুর দুর দুর হও, মোর উপযুক্ত নও, নাহি রও মম সন্নিধানে॥ তদন্তরে রাজসুতা, হয়ে অতি দুঃখযুতা, কোপান্বিতা ধরণী লোটায়। দেখিয়া সঙ্গিনীগণে, সকলে সভয় মনে, স্ব স্ব স্থানে পালাইয়া যায়॥ দ্বিজ কবি কহে শুন, যত সহচরী গণ, ও নাম কি সংকীর্ত্তন, ভাল আর লাগিবে রে কাণে। যেহেতু সে পুরাতন, আর কি আছে যতন, কর নব সংকীর্ত্তন, তবে ভাল লাগিবে যে প্রাণে॥

মেঘমালা ও রমণীর কথোপকথন।

রাগিণী বাহার তাল ধ্রুপদ।

মেঘমালা কহে বাণী, শুন ও রাজনন্দিনি, ধূলিতে লুণ্ঠিত বেণী, উঠ ফুল্লকুন্দদিনি। একি অসম্ভব ধনী, ধরাশয্যা সরোজিনী, গাত্র তোল বিনোদিনি, যেন উন্মাদিনী॥ শুনি তাহার বচন, রমণী ভাষে তখন, এনে বিজয় ভুবন, বাঁচাও রমণী॥

ধরণী লোটায়ে তবে আছে রাজবালা। এমন সময়েতে আইল মেঘমালা॥ অতি প্রিয়তমা সে প্রধানা সহচরী। প্রবেশিয়ে ঘরের ভিতরে ধিরি২॥ না দেখে কাহারে সখী ঘরের ভিতরে। কেবল রমণী আছে ধরণী উপরে॥ আস্তে ব্যস্তে কাছে গিয়া বসিয়ে তখন। গায়ে

হাত দিয়া কহে মধুর বচন ॥ কেন২ চন্দ্রমুখি ভূমিতে শ-
য়ন। উঠ২ স্বর্ণলতা কহ বিবরণ॥ আমরি সোণার অঙ্গে
লাগিয়াছে ধূলি। পাগলিনী সম দেখি মুখে নাহি বুলি ॥
শুনিয়া তাহার বাক্য চক্ষু মেলি চায়। মেঘমালারে তখন
দেখিবারে পায় ॥ মেঘমালারে দেখিয়া রাগ গেল দূরে।
উচ্চৈঃস্বরে কান্দি কহে ফুকুরে ফুকুরে ॥ আয়২ মেঘমালা
আয় গো নিকটে। প্রাণে মরি নাহি দেরি সংশয় সঙ্কটে ॥
এত বলি রাজবালা গড়াগড়ি যায়। ধরিয়া তাহারে সখী
কোলেতে বসায় ॥ দেখিয়া রোদন তার প্রধান সঙ্গিনী।
রোদন করয়ে কোলে লইয়া রমণী ॥ সখীর রোদন হেরি
ভাবে মনে২। এ আবার কি আপদ ঘটিল এক্ষণে ॥ আমি
জানি আমি কান্দি বিরহ আগুনে। হেদে বুড়া মাগী
কান্দে কিসের কারণে॥ এত বলি সম্বরিয়ে নিজ অশ্রুধারি
আপন অঞ্চলে মুখ মোছায় তাহারি ॥ শান্ত্বনা করয়ে
ধনী শান্ত্বনা না হয়। ভূমেতে পড়িয়া শেষে মস্তক ঘর্ষয় ॥
আপনার গালে চড় দুই হাতে মারে। মস্তক ঘর্ষণে রক্ত
পড়ে শত ধারে ॥ সখীর যন্ত্রণা হেরি ভুবনকামিনী। স-
কাতরা হয়ে তার ধরে দুটি পাণি ॥ মনে২ বিবেচনা ক-
রিল তখন। অবশ্য কিঞ্চিৎ ইথে আছয়ে কারণ ॥ নহিলে
হইবে কেন এত উচাটন। বারণ করিলে কেন না শুনে
বারণ ॥ এত ভাবি জিজ্ঞাসিল রমণী তখন। বলো দেখি
ওগো সখি স্বরূপ বচন ॥ কি কারণে কান্দিতেছ হইয়া
দুখিনী। মোর মাথা খাও সত্য কহ দেখি শুনি ॥ কহি-
তেছে মেঘমালা শুন ঠাকুরাণি। কি কারণে কান্দি আমি
কিছুই না জানি॥ তোমার ক্রন্দন দেখে করিগো ক্রন্দন।
কহিলাম শশি মুখী স্বরূপ বচন ॥ শুনিয়ে সে বাণী ধনী

জাগিছে জাগিল। তার পরে শুন সবে যে রূপ হইল। ডাকিলেক মেঘমালা অন্য সখীগণে। শুনিয়া রমণী কহে মধুর বচনে॥ অন্য সখীগণে হেথা না ডাক সজনি। এত বলি কহিলেক পুর্ব্বের কাহিনী॥ শুনিয়া কহিছে সখী করি যোড়পাণি। অপরাধ ক্ষমা কর ভুবনকামিনী। তুমি না করিলে ক্ষমা কে আর করিবে। তবে দাসীগণের দশা কি দশা হইবে॥ তবে সহচরী সব সখীরে ডাকিয়ে। রমণীর সঙ্গ দিল মিলন করিয়ে॥ অনন্তর সখীগণ গমন করিল। দিবস মুদিল আঁখি যামিনী জাগিল॥ দ্বিজ কাবর কহে শুন রাজবালা। সবুরেতে মেওয়া ফলে হইওনা উতলা॥

মেঘমালার নিকটে রমণীর খেদ।

রাগিণী বেহাগ তাল কাওয়ালি।

উহুমরি প্রিয়সখী না রহে জীবন। প্রাণ হর
বিনা কান্ত কৃতান্ত মদন॥ সাপক্ষ বিপক্ষ পক্ষ
এপক্ষে, না হলে কি অরুণাক্ষ দহে পদ্ম বনে,
নিকস্বর শর সম করে দাহন। কুসুমবাণ তাহে
মলয় অনল, স্নিগ্ধ চন্দন তাহে কুসুম অনল,
দ্বিবিধ অনল প্রাণে করিছে দাহন॥

লঘু চৌপদী ছন্দ।

হইল রজনী, হেরিয়া রমণী, কহিছে তখনি, মধুর ভাষে। এমন যামিনী, রহি একাকিনী, যেন অনাথিনী, অকূলে ভাসে॥ সতত মদন, করে জ্বালাতন, তাহার কারণ, বাসনা করি। এ কুল ত্যজিয়ে, সে কুলে মজিয়ে, এ জোয়ালা জ্বালিয়ে, বাঁচি না মরি॥ মনোদুঃখ যত, প্রকাশিব কত,

নে অবিরত, জাগিছে সই। অন্য মেয়ে হলে, কোথ
ত চলে, আমি মেয়ে বলে, এতেক সই॥ দেখ যার
রে, সদা হিমকরে, সেই দগ্ধ করে, পুনঃ সে করে
তেক যন্ত্রণা, কিকি বিড়ম্বনা, নহে সে আপনা, কপালে
রে॥ মলয়া বাতাসে, পরাণ বিনাশে, মরি গো হুতাশে
গুণ জ্বলে। তাহাতে হৃদয়, সদা বিসরয়, শীতল না হয়
তল জলে॥ দুঃখের কাহিনী, কি কব সজনি, জানেন
পনি, যে পঞ্চানন। কবি বলে শুন, সার যত গুণ,
োরি বিগুণ, ধ্রুব সংঘটন॥

রমণী বিপ্রলম্ভনের অদর্শনে খেদ।
রাগিণী খাম্বাজ তাল কাওয়ালি।

উহু মরি দহে মম বিরহবাণে। নিরুপায়, বুঝি
অসহ্য জ্বালায় মরিলাম প্রাণে॥ তাহে ইন্দু
প্রকাশে কর, ঝঙ্কার করে ভ্রমর, মন্দ মন্দ মলয়া
ম বহে নিরন্তর, কাটার উপর লুণের ছিটা দেয়
পীকবর, যেহেতু সে পঞ্চস্বরে গাইতেছে তানে॥
শুনিয়া এতেক বাণী মেঘমালা কয়। বুঝিলাম রস
তোমার আশয়॥ প্রকাশিয়ে কহ তুমি গুরাজ
নি। অবিলম্বে আনি দিব সেই গুণমণি॥ সে সখীর
শুনি কহে সরোজিনী। সে আমারে করিয়া গিয়াছে
লিনী॥ প্রথমে আমার লজ্জা হরিল সে জন। যাহা
মান অপাঙ্গেতে অনুক্ষণ॥ পরে মনঃ কাড়ি নিল
য় বচনে। কি আশ্চর্য্য সেই চোর না দেখি ভুবনে॥
রণে হরে নিল এমন যখন। না জানি নিদ্রিত হইলে
লভ সে জন॥ এখন যা লইয়াছে কি কবি উপায়।

বুঝি চোর সাধু হয়ে ধরাইবে পায় ॥ এক দায় প্রমো- দায় ভাবি আমি তাই। চোরে দণ্ড দিতে গো বিলম্বে কায নাই ॥ সবে মাত্র জানি মম মন হরে নিল মনঃ পশ্চাতে সৌরাঙ্কবাণ করিনু ক্ষেপণ ॥ শরাঘাতে শুধু জন ছুইয়া সে জন। তবে ভুলে নিল শীঘ্র আপনার মনঃ। কিন্তু মম মনঃ নাহি দিল সেই জন। অস্থির হতেছে প্রা- তাহার কারণ ॥ অবলা সরলা বালা কেমনে যন্ত্রণা সহিবে বিরহানলে সজনী ললনা ॥ প্রবোধ না মানে আঁখি ঝোরে নিরন্তর। সে জন বিহনে মন কাতর অন্তর ॥ উহু মরি মরি সখী প্রাণ জ্বলে যায়। সহে- সহেনা তারে এনে দে আমায় ॥ একই দ্বিজের সুত নব বয়েস। ভুবন বিজয় নাম খ্যাত সর্ব্ব দেশ ॥ তাঁর গুণে ব্যাকুলিত প্রাণ অতিশয়। অই দেখ দেখা যায় তাঁর আলয় ॥ তোমা সই প্রাণসই কারে কই আর। তে- বিনে ত্রিভুবনে কে আছে আমার ॥ কবি ভাবে প্রেমপ- পক্ক বোঝা ভার। মতি হয় যার পক্ষে জয় পক্ষ তার

রমণী সহচরীগণে বিপ্রনন্দনকে দেখায়।

রাগিণী মূলতান তাল কাওয়ালি।

আহা মরি কিবা অপরূপ দেখ সজনী। জিনে অনঙ্গ জিনি অনঙ্গ বিধি সৃজিল কি মজাইতে কুল- কামিনী ॥ ও কটাক্ষ শরাসন, যখন করে সন্ধান, তখন কি নারীর প্রাণ, থাকয়ে ধনী। কে পারে জিনিতে রণে, এ প্রেমিক পণ্ডিত জনে, রতিপ্রাণ রতি সানে, অন্য না গণি ॥

পয়ার।

চিন্তাতে নিমগ্না দেখি প্রধানা সঙ্গিনী। কহে রমণীরে কন ভাব বিনোদিনি॥ কল্য আমি নিশিযোগে বিপ্রের নন্দনে। মিলাইয়া দিব আনি তোমার সদনে॥ আজি নশি ধৈর্য্য ধরে থাক চন্দ্রাননি। কাল আমি দিব তে নিক চূড়ামণি॥ এই রূপে সান্ত্বনা করয়ে সখী তায়। হনকালে নিশাকর নিজ স্থানে যায়॥ রজনী প্রভাত হৈল দখিয়া তখনি। সঙ্গিনী লইয়া গঙ্গে রাজার নন্দিনী॥ াক্ষের দ্বার খুলি বসিল কৌতুকে। হেনকালে দ্বিজসুত ল নরপতি॥ বিপ্রাত্মজে হেরে রামা হরষিত কায়। অঙ্গুলি হেলায়ে ত্বরে সখীরে দেখায়॥ ঐ দেখ সখি যবে ম মনচোরা। উহার লাগিয়ে আমি এতেক কাতরা॥ াজি ধরে এনে দে গো মম মনচোরে। কদাচ না াড়িব সাধিবে প্রেমডোরে। সখী বলে আমি কি খিব সখি তারে। নিগূঢ়ে বন্ধন আগে করিয়াছে াবে॥ উহারে আনিয়া দিবে কহিনু সজনি। কি রূপে ানিবে দেখ বল দেখি শুনি॥ কবি বলে রমণীর ফরনা ভেবনা। তব সখী কাছে কিছু অসাধ্য ঘটনা॥

মেঘমালা কর্ত্তৃক যাতায়াতের পথ প্রস্তুত।

রাগিণী মুলতান তাল জৎ।

কর হে শ্রবণ, সুরসিক জন, পন্থার উপায় তবে াবে যত সখীগণ। শেষেতে মেঘমালা, কার্য্যেতে সে মেঘমালা, ধরি ভাব সচঞ্চলা, করে পুষ্পাঞ্জলি বরিষণ॥ কি সুন্দর বিরচন, হেরে

অবাক সব সখীগণ, যথা নিত্য দ্বিজনন্দন, করয়ে গমনাগমন॥

পয়ার।

রমণীরে কহে সখী ভাবনা কি তাতে। যে রূপে জানিব তারে দেখিবে পশ্চাতে॥ তার পর গবাক্ষের দ্বার রুদ্ধ করি। সকল সখীকে ডাকাইল সহচরী॥ শঙ্করী কামিনী শ্যামা মোহিনী অমনি। প্রধানা সখীর কাছে আইল তখনি॥ মেঘমালা সকলেরে বসায় তখন। প্রকাশিল রমণীর যত বিবরণ॥ শেষে সখীগণ প্রতি মেঘমালা কয়। গোপনে রাখিবে সদা প্রকাশ না হয়॥ প্রকাশেতে সবাকার বধিবে জীবন। সঙ্গিনি আনিয়া দ্বিজের নন্দন॥ মেঘমালা প্রতি তবে সহচরীগণ। অমিয় বচনে সবে করে নিবেদন॥ শুন সহচরি তাহা না কারও ভয়। কাক পক্ষী না জানিবে কহিনু নিশ্চয়॥ মনুষ্য আমার অতি জানিবে কেমনে। এমতে রাখিব সবে তাঁহাকে গোপনে॥ সময়ে প্রত্যেক জনে করি নিরূপণ। পাহারা দিব সকলে সদা সর্ব্বক্ষণ॥ শুনি তাহাদের বাণী বুঝি হর্ষ মনে। তবে দেখি সবে যুক্তি আনিব কেমনে॥ উত্তর না করে সবে স্তব্ধ হয়ে রয়। প্রধানা সঙ্গিনী তবে সখীগণে কয়॥ মর মর ছুঁড়ি গুলা কোন বুদ্ধি নাই। আমি মিলে শেষে কি হইবে ভাবি তাই॥ আমার সঙ্গেতে সবে আয় সখীগণ। দেখ কি বুদ্ধি ঘটায় এ বুড়ী এখন॥ এত বলি সিঁড়ির নীচের ঘরে গিয়া। পূবের জানালা কাটে তীক্ষ্ণ অস্ত্র দিয়া॥ জানালা কাটিয়া পন্থা সুন্দর করিল। দেখে সহচরীগণ আশ্চর্য্য হইল॥ একে সে গবাক্ষ অতি সুনির্জ্জন স্থানে। বিশেষ নিবিড় তরু

স্থা ছিল সেখানে ॥ দিবসে কপাট রুদ্ধ থাকে জানেলায়। রজনীতে সে কপাট খুলিয়া ফেলায় ॥ পন্থা হেরি রমণীর ফুল্ল অন্তর। নিজ স্থানে গমন করিহ অতঃপর ॥ কবি কহে বুড়ী পায়েছ বিনোদিনি। কোথা লাগে এর কাছে সে হীরা মালিনী ॥

সোহাগিনী রূপ ও দ্বিজ-নন্দন সমীপে আগমন।

রাগিণী ঝিঁঝিট তাল আড়াঠেকা।

কি রূপ ধরেছ ধনি ধরা যে করেছ আলো। স্পর্শেতে তাপিত অঙ্গ বুঝি সে হয় শীতল ॥ শুনহ ও রূপসি, হেরি তব মুখশশী, লাজে গগনের শশী, বুঝি অনুদয় হলো ॥

কাণে পাশা মাথাঘসা খাসা ঝুঁপি কাটা। তিরুবাটি তবু কি ও পুনঃ আঁটা ॥ অতি ক্ষীণ কটিদেশ শ্যামল া। অধরে জলধরে না হয় গণন ॥ ভালে সিন্দুরের টা করয়ে যখন। বৃক্ষমূলে বসিলেই বাবা পঞ্চানন ॥ ভরা মিশি তার চন্দনের ফোঁটা। আহা মরি কি বা- উতিকর ছটা ॥ বেণীতে চম্পক পুষ্প নয়নে অঞ্জন। গন্ধ মেথির তৈল সর্ব্বাঙ্গে লেপন ॥ নাসিকায় তিলক সীমালা গলে। বলিহারি যাই শোভা যখন সে চলে ॥ ীর মন্দগতি নিতম্বের ভরে। সোহাগিনীর মন্দগতি পয়োধরে ॥ অর্দ্ধেক বয়স তবু দেখিলে সে ঠাম। থাকে যুবক বুড়ার জিয়ে কাম ॥ স্তন হাত পায়া চময়ে যখন। গ্রাম রসাতল ভয়ে যায় গৃহিজন ॥ রূপ সুসজ্জা করিয়া সোহাগিনী। বিজয় ভুবন পাশে

চলিছে তখনি ॥ কবি কহে যে সজ্জায় করেছ গমন, দেখে যেন রূপ হেরে না মজে সে জন ॥

সোহাগিনী ও বিপ্রনন্দন পরস্পর বাক্যালাপ।

রাগিণী ঝিঁঝিট তাল আড়া।

অতি যতনের সে প্রিয়সী আমার। কেমন আছয়ে সে জন কহ সখী সমাচার ॥ আমি তার অদর্শনে, দহিতেছি শরবাণে, বলো প্রিয়ের সন্নিধানে, জীবনে ভার বাঁচা ভার। সেত প্রাণে আছে ভাল, তা হলে আমার ভাল, হলে আমার অন্তকাল, ক্ষতি কি হবে তাহার ॥

হেথায় নাগর, রূপে মনোহর, হইয়া কাতর, বসি নির্জনে। রমণীর রূপ, অধিক স্বরূপ, হেন অপরূপ, ভাবিছে মনে ॥ এমন সময়ে, ভুবন আলয়ে, সুন্দর ছলাতে সঙ্গিনী উদয়। দেখিয়া সে জন, নাগর তখন, মধুর বচনে তাহারে ভাষয় ॥ কে তুমি কি আশে, আমার নিবাসে, কি আশার আশে, কর প্রকাশ। তেজিয়া ছলনা, স্বরূপ বলনা, কাহার ললনা, কোথায় বাস ॥ সে কথা শুনিয়া, প্রফুল্ল হইয়া, হাসিয়া হাসিয়া, কাছেতে আসি। সোহাগিনী কয়, শুন মহাশয়, আমার আলয়, কহি প্রকাশি ॥ তুমি যার আশে, আছ আশারাশে, থাকি তার বাসে, তাঁর সঙ্গিনী। অধিক কথায়, কি কাজ তাহায়, কহিনু তোমায়, হে গুণমণি ॥ সখীর বচন, বিজয়ভূষণ, করিয়া শ্রবণ তাহার কাছে। বলে ওগো সখি, বল দেখি, সে সরোজমুখী ভাল ত আছে ॥ সে যে আছে ভাল, সে আমার ভাল.

যা হবারি হল, আমারি ভালে। উঠহে খরিং মরি, ওগো সহচরি, নাহি আর দেরি, ধরেছে কালে॥ আমার জীবন, হতেছে এমন, যাইবে কখন, সদা চঞ্চল। তাহার কারণ, দেখিছ যেমন, হতেছি সাহস, হয়ে বিকল॥ বলো সখি বলে, প্রিয়সীকে বলো, সে নাগর মলো, তোদের দেখে; যা হয় উচিত, তাহারি বিহিত, কর গো বাটিত, আপনি থেকে॥ মরণ সময়, নাহি দেখা হয়, খেদ নাহি রয়, কাছে আমায়। যদি সে তখন, করি দরশন, হয় হে মরণ, পাই নিস্তার॥ এতেক কহিয়া, হা প্রিয়ে বলিয়া, মূর্চ্ছিত হইয়া, ভুমে পড়িল। দেখিয়া তখনি, রমণী-সঙ্গিনী, আসিয়া অমনি, তারে তুলিল॥ বলে দুর্ঘটন, একি অঘটন, হলে সংঘটন, তোমার রায়। এতেক বলিয়া, সলিল আনিয়া, চেতন করিয়া, নয়ানে তায়॥ কাল গৌণ করি, ভবে সহচরী, সবিনয় করি, কহিছে তায়। রাজার নন্দিনী, ভুবনমোহিনী, ডেকেছে সে ধনী, আজি তোমায়॥ ঘুচাতে বিষাদ, পুরাইতে সাধ, এনেছি সংবাদ, হে নটবর। বিরস তেজিয়ে, সরস হইয়ে, সাহস করিয়ে, চল সত্বর॥ সঙ্কেতে করিয়া, তথায় লইয়া, দিব মিলাইয়া, সেই রমণী। পুরিবে বাসনা, ঘুচিবে যাতনা, ভেবনাহে, হে গুণমণি॥ সখীর বচন, আশার সাধন, বুঝিয়া তখন, নাগরমণি। ব্যাকুল তেজিয়া, প্রফুল্ল হইয়া, সখীরে চাহিয়া, কহে তখনি॥ শুন প্রাণসই, স্বরূপেতে কই, চেয়ে দেখ অই, গগণে শশী। কপালের ফলে, সেও কুতূহলে, যায় অস্তাচলে, দেখ রূপসি॥ তবে কই বেলা, চল এই বেলা, নহে আর বেলা, আসিবে সই। এখনি রজনী, পোহালে সজনী, মরিব তখনি, তোমাকে কই॥ এতেক

শুনিয়া, ঈষৎ হাসিয়া, মনেতে বুঝিয়া, কহিছে ধনী। ওহে দ্বিজসুত, সর্ব্বগুণযুত, একি হে অদ্ভুত, বচন শুনি ॥ কি কব তোমায়, এই অবস্থায়, সব শোভা পায়, যতেক বল। তোমা বলে নয়, অনেকের হয়, প্রেম যে করয়, সদা বিফল ॥ পিরীতের রীত, অতি চমকিত, আছয়ে বিদিত, জগতময়। প্রেম অনুরাগী, শিব যে বিরাগী, হয় হে বিরাগী, হে রসময় ॥ দেখ লঙ্কাপতি, হইয়ে দুর্ম্মতি, হরে সীতা সতী, আগে না ভেবে। কি কব বিশেষ, স্বরাজ্যের শেষ, প্রজাগণ ক্লেশ, আর কি হবে ॥ কামেতে যে ভাব, বিপরীত ভাব, হয় যে উদ্ভব, দেখ প্রত্যক্ষ। গুরুস্ত্রীহরণ, করিল দুর্জ্জন, মূঢ় অভাজন, সহস্র অক্ষ ॥ এরূপে অনেক, বুঝায়ে কতেক, দৃষ্টান্ত শতেক, দেখায়ে ধনী। সে সংবাদ দিয়া, এ বার্ত্তা লইয়া, হরিষ হইয়া, গেল সঙ্গিনী ॥ কহে কবিবর, হে নটনাগর শুন অতঃপর, কহি হে সার। প্রেমসিন্ধু নীর, অতি সে গভীর, হইলে সুধীর, হইবে পার ॥

বিপ্রনন্দনের সংবাদ প্রাপ্তমাত্রে রমণীর
গৃহ সজ্জা।

রাগিণী ঝিঁঝিট খাম্বাজ। তাল মধ্যমান।

কে সৃজিল এ রমণী। (আহা মরি) বুঝি বিধি
নির্জ্জনেতে চিত্র করেছে আপনি ॥ রসিক বধ কা-
রণ, এ রূপ করেছ ধারণ, তাহে যে শোভে ভূষণ,
শোভা নহে দংশে ফণী ॥

সোহাগিনীগণ যদি রমণী অবনে। নটরাজ করে
সাজ অপূর্ব্ব ভুবনে ॥ অতি মনোহর খাট কিবা তার

শোভা ॥ মনোহরেতে আত্রী মনোলোভা ॥ ফুলের ঝা-
ড়ের চুয়া অগুরু চন্দন। স্নিগ্ধ বায়ু যোগ দিল করিতে
ব্যজন ॥ যদি তার সহকারে স্বগে গন্ধ চলে। ইন্দ্রানী
সামান্যা অতি রতি মতি টলে ॥ এবম্ভূত বেশ করি নিজ
নিকেতনে। রহিল চনিক রায় সামন্দিত মনে ॥ বিরহের
কাল কাম প্রাপ্ত অন্তকাল। যাদৃশ অরুণোদয়ে নিশাকর
কাল ॥ হেথায় রমণী প্রতি কহে সোহাগিনী। তব দর-
শনে রায় মরিবে এখনি ॥ শুনিয়া রমণী হয় দুঃখেতে
মগনা। বলে সখি কি উপায় করি গো বলনা ॥ যত সখী-
গণ মেলি ভাবিতেছে তায়। এখনি আনিয়া দিব ভাবনা
কি তায় ॥ প্রফুল্ল হইল ধনী মধুর বচনে। তদন্তরে আজ্ঞা
দিল যত সখী গণে ॥ গৃহসজ্জা কর সবে করিয়া যতন।
যেহেতু প্রাণেশ্বরের হবে আগমন ॥ ভাল দেখে যত সব
খাদ্য দ্রব্য আনি। বাঞ্জাইয়া রাখ আর সুশীতল পানী ॥
সুগন্ধ পুষ্পের মালা কর আয়োজন। যেহেতু অর্পিব নাথে
করেছি মনন ॥ শুনি রমণীর বাণী যত সখীগণ। সাজা-
ইল গৃহ অতি করিয়া যতন ॥ আহারীয় দ্রব্য সব করে
আয়োজন। ফল মূল মেওয়া কত কে করে গণন ॥ ছানা
চিনি শর ভাজা মিছরি মাখম। বরফি গোলাপীপেড়া
সন্দেশ উত্তম ॥ নানা জাতি মেঠাই সাজায়ে রাখে ক্ষীর।
স্বর্ণপাত্রেতে রাখে সুশীতল নীর ॥ তাম্বুল সাজায়ে
সখী রাখে বাটাপুরি। গাঁথিল পুষ্পের মালা সুযতন করি
ঝাড়েতে জালিলে আলো কিবা চমৎকার। নিশিতে দি-
বস ভ্রম হয় সবাকার ॥ পালঙ্কে জরির পাটী মতিয়া পা-
শেতে। গোলাপের পিচকারী আমোদ গন্ধেতে ॥ রজনী
গন্ধের বৃক্ষ পালঙ্কোপরেতে। গন্ধরাজ শোভা করে নিম

বাসরেতে ॥ মৃদু গতি বহে তাহে মলয়া সমীর। প্রাণকান্ত বিনা সদা যুবতী অস্থির ॥ এ সকল আয়োজন দেখিয়া রমণী ॥ তখন আপন বেশ আরম্ভিল ধনী ॥ কি বেশ সে বেশ বেশ হেরিলে নয়নে। নারীর উপমা কাম রতির কারণে ॥ ডায়েমণ্ড কাটা ফুল বেণীর ভূষণ। খরেং শোভা করে গোলাপ চিরুণ ॥ বিবিধ মশালা তাহে সুগন্ধে আকুল। ব্যাকুল হইয়া যায় যত অলিকুল ॥ নিকটে ভুজঙ্গ দেখি করে পলায়ন। কবি বলে রসাজ্ঞের এই ত লক্ষণ ॥ কর্ণে ইয়ারিং ঝুমকা না দেখি সমান। সম তুল্য বিরহেতে ঝুমকা লতা ম্লান ॥ কি বাহার সেঁসিফির মস্তকে শোভিছে বর্ণনায় সে বর্ণনা হয় বর্ণাতীত ॥ কণ্ঠেতে মুকুতামালা আছে স্তনোপরে। উভয়ের আন্দোলনে কিবা শোভা করে ॥ কিবা কাঁচলিতে আঁটা কনাবদাগিরি। অনুপম সে অনল মণি কারিগরি ॥ দূরেতে দাহন করে সে কুচ মণ্ডল। স্পর্শেতে তাপিত অঙ্গ করে সুশীতল ॥ কিঙ্কিণী গুঞ্জর করে সুমধুর শব্দ। নিশিতে গমনে হয় অবিরত স্তব্ধ ॥ চরণে নূপুর ধ্বনি কিনিং করে। শিখায় পঞ্চমস্বর শুক পিকবরে ॥ শ্যাম্পিল বসনে আহা কি বাহার আয়। নবীন নীরদে যথা শশী শোভা পায় ॥ হেন বেশ ভূষা করি রাজার নন্দিনী। নাথ দরশনে নিরন্তর ব্যাকুলিনী ॥ সূর্য্য পানে চায় আর মনেং ভাবে। কতক্ষণে অস্তাচলে দিনমণি যাবে ॥ বেলা নাহি যায় দেখি ভুবনমোহিনী। সখীগণ প্রতি তবে কহিছে তখনি ॥ বল দেখি আমাকে তোমরা সহচরি ॥ গত দিনে এতক্ষণে কাটিল শর্ব্বরী ॥ কাল যেমন বেলাবেলি সন্ধ্যা হয়েছিল। আজ কি পো পোড়া বেলা তেমনি বাড়িল ॥ অন্য দিন মনে করে দেখ

গোবিন্দচন্দ্র। তুমি কমলেতে বেলা সন্ধ্যা আদি হয়॥ তেমনি দাহপোড়া সন্ধ্যা কোথায় মরেছে। আগরপোড়া বেলাও বেড়েছে॥ অথবা নয়নে ধাঁধা লেগেছে সজনি। চাহরিতে নারি হবে দিন কি রজনী॥ বল দেখি তোমরাতে আছ সর্ব্ব জন। বেলা আছে কিম্বা রাত্রি হ- য়েছে এখন॥ এইরূপে কত কয় ভুবনমোহিনী। প্রে- মের বাক্যেতে তুষ্ট যতেক সঙ্গিনী॥ হেন কালে অস্তাচলে চলে দিবাকর। ভাবনা কি রসনিধি কহে কবিবর॥

রমণীর গৃহে বিপ্রনন্দনের গমন।
রাগিণী ভৈরব তাল ধ্রুপদ।

বিজয়ভূষণ আনন্দিত মনে। করিছে রঙ্গে গমন রমণীভবনে॥ পিন্ধন পীতবাস, কিবা মাল্যের সুবাস; হাস্য চপলা প্রকাশ, বিকশিত হয়ে সদনে॥

নানা ছন্দে গেল দিবা আইল রজনী। সোহাগিনী প্রীত তবে ভাবিছে রমণী॥ যাওহ আনিবারে বিজয় ভূষণ। বিলম্বেতে নাহি আর করে প্রয়োজন॥ গমন করিল সখী ভূষণভবনে। উপনীত হইল আসি আন- ন্দিত মনে॥ বলে শীঘ্রগতি চলহ রসরাজ। রায় বলে বিলম্বেতে আর কিবা কাজ॥ দূতীর সহিত তবে দ্বিজের নন্দন। রাজনন্দিনীর বাসে করিল গমন॥ প্রধানা সখীর কৃত যেই পথ ছিল। সেই পথ দিয়া দোঁহে গমন করিল॥ হেথায় সরোজমুখী সখীগণ সঙ্গে। পরম সু- খেতে বসিয়াছে নানা রঙ্গে॥ হেনকালে উপনীতা হৈল

সোহাগিনী। সঙ্কেতে লইয়া সে নাগর আমনি॥ কবি বলে এ কর্ম্মের যে রূপ বিধান। বিরূপ না হয় যেন কর সমাধান॥

রমণী বিপ্রনন্দকে আপন নিকটে বসায়।

রাগিণী বিভাস তাল পঞ্চমসওয়ারি।

এস প্রাণনাথ না হেরি তব যোগ্যস্থান। কৃপা করি অধীনীর যদি অন্তরে কর অবস্থান॥ তা হলে হৃদয়াসন, হইবে তব আসন, হেরিব নয়নে নয়ন, প্রাণ তবে পাবে প্রাণ॥

ত্রিপদীছন্দ।

নাগর আইল দেখি, নাগর আইল দেখি,
উঠিয়া সম্ভাষ করে তবে যত সখী॥
বলে বৈস মহাশয়, বলে বৈস মহাশয়,
দাঁড়াইয়া থাকা তব উপযুক্ত নয়॥
শুনি সখীর বচন, শুনি সখীর বচন,
কথা নাহি কহে কিছু দ্বিজের নন্দন॥
সদা চারিদিগে চায়, সদা চারিদিগে চায়,
দেখে সে কমলামুখী বসিয়া কোথায়॥
দৃষ্টি করে তার পায়, দৃষ্টি করে তার পায়,
পালঙ্কে উদয় যেন কোটি শশধর॥
দেখে স্থির ভাবে রয়, দেখে স্থির ভাবে রয়,
সে ভাব দেখিয়া ধনী মনে বিচারয়॥
এত কর্ম্ম ভাল নয়, এত কর্ম্ম ভাল নয়,
আমি থাকি বসে দাঁড়াইয়া রসময়॥

ইহা ভাবিয়া নিশ্চয়, ইহা ভাবিয়া নিশ্চয়,
পালঙ্ক হইতে নামি শশিমুখী কয় ॥
কেন কেন হে নাগর, কেন কেন হে নাগর,
দাঁড়াইয়া কেন দেখি বিরস অন্তর ॥
এতেক বলিয়া ধনী, এতেক বলিয়া ধনী,
করে ধরি পালঙ্কেতে বসিল আপনি ॥
তবে যত সখীগণ, তবে যত সখীগণ,
আনিয়া পুষ্পের মালা যোগায় তখন ॥
আর গোলাপ আতর, আর গোলাপ আতর,
ছড়াইয়া দিল অঙ্গে আনন্দে বিভোর ॥
তার পরে সর্ব্বজন, তার পরে সর্ব্বজন,
রঙ্গ ভঙ্গ দেখি ক্রমে করিল গমন ॥
তবে বসি দুই জন, তবে বসি দুই জন,
নানা রঙ্গে ভঙ্গে করে কথোপকথন ॥
কবি বলে ওহে রায়, কবি বলে ওহে রায়,
শীঘ্র কর কার্য্য সিদ্ধ রজনী পোহায় ॥

রাগিণী মূলতান তাল কাওয়ালি।

মাতিল দোঁহে কাম সমরে। ঝর২ ঘর্ম্ম ঝরে কলেবরে॥ কখন বিপরীত, হয় সংঘটিত, হেরিয়ে মদন সকম্পিত, ভয়ে পলায়, নাহি স্থান পায়, শেষে বিরহিহৃদয়কাশে সত্বরে ॥

তোটক ছন্দ।

যত সঙ্গিনী রঙ্গিনী রঙ্গভরে। নানা ব্যঙ্গ প্রসঙ্গেতে গেল ঘরে॥ দেখিয়া নাগর আনন্দে তখনি। শুইল

কোলেতে করিয়া রমণী। বসে রসবতী রতি অভিলাষে।
বারং বার প্রেয়সীরে তোষে॥ ভাবে ভোলা মৃদু মন্দ
হাসে। যেন সৌদামিনী মেঘেতে প্রকাশে॥ সদা অঙ্গ
টল মল কম্পে উরু। হিয়া দুরু দুরু করে গুরু গুরু॥ মুখ
চুম্বই চাঁদ চকোর যেমন। ধনী বারিই অম্বর ঝাঁপি লয়ে॥
কুচপদ্ম কলি করপদ্মে ধরে। ধরিতে তরুণী পুলকে শি-
হরে॥ দ্বিজরাজ নিরখি রাগ করে। রমণী অমনি প্রিয়
হাত ধরে॥ নিদয়ে করপদ্ম করে ধরিয়া। কহিছে তরুণী
করুণা করিয়া॥ ক্ষম হে তুমি হে বঁধু হে প্রিয় হে। নব-
যৌবন জোরের যোগ্য নহে॥ তুমি কামরণে রণ পণ্ডিত
হে। করুণা কর না কর পীড়িত হে॥ রস লাভ হবে রহি-
য়া ফুটিলে। বল কি হইবে কলিকা দলিলে॥ যদি না র-
হিতে তুমি পার বঁধু। পরফুল্ল ফুলে কর পান মধু॥ রস
না হইবে করিলে রগড়া। কলি নাহি করে ভ্রমরে ঝগড়া॥
নখ আঁচড় লাগিল দেখ কুচে। জ্বলিছে রুধিরে দুঃখ
নাহি ঘুচে॥ গুণসাগর নাগর আগর হে। নষ্ট না কর না
কর না কর হে॥ শুনি ভুবন সুন্দরীরে ভাষিছে। ভঙ্গ
মোর মনোজশরে দহিছে॥ তুঁহি পঙ্কজিনী মুহি ভ্রমর
লো। ভয় না কর না কর না কর লো॥ কুচশিরে শিরে
নখচন্দ্র দিলা। বড় শোভিল ছাড়হ ঠাট ছলা॥ কুচ হেম-
ঘটে নখ রক্ত ছটা। রুলিহারি সুভঙ্গ প্রবাল ঘটা॥ ভয়
না টুটিবে ভয় না ভুলিবে। রসইক্ষু কি দেয় দয়া করিলে॥
বলিয়া ছলিয়া সহলে সহলে। রসিক পশিল ভ্রমরা ক-
মলে॥ রতি রঙ্গ রসে মজিল দুজনে। দ্বিজ কবি এ
তোটক ছন্দ ভণে॥

দ্বিজকবীত বিহার।

"মাতিল ধনী বিপরীত রঙ্গে। দ্বিজাঙ্গজ ভাসে প্রেম-তরঙ্গে॥ আলু থালু লাজে কবরী খসি। জলদের আড়ে লুকায় শশী॥ লাজের মাথায় হানিয়া বাজ। সাধয়ে রামা বিপরীত কাজ॥ ঘন অবিরাম নিতম্ব দোলে। ঝুরু ঝুরু ঘন ঘুঙ্গুর বোলে॥ আবেশে ছাঁদি ধরে ভুজ যুগে। মুখপুরে মধু কর্পূর পুগে॥ ঝনং ঝন কঙ্কন বাজে। রুন রুন রুন নুপুর গাজে॥ দংশয়ে পতির অধরদলে। কপোত কোকিলা কুহরে গলে॥ উথলিল কামরস জলধি। কত মত সুখ নাহি অবধি॥ ঘন ঘন ভুরু কামান টানে। জরং করে কটাক্ষ বাণে॥ থর থর ধনী আবেশে কাঁপে। অধীরা হইয়া অধর চাপে॥ ঝর ঝর ঝরে অঙ্গের ঘাম। কোথায় বসন ভূষণ দাম॥ কত লোমাঞ্চিত শীৎকার মুখে। কাঁপিয়াং চাপয়ে বুকে॥ অটল আছিল টলমল হলো। অবশ হইয়া পড়ে অলকে॥ পড়িল দেখিয়া উঠে নাগর। ত্যাহা মরি বলি চুমে অধর॥ অবশ ভুঞ্জে মুখমধু বেয়ে। উঠিল ক্ষণেক চেতন পেয়ে॥ জরং দুই বীরের ঘায়। রতি লয়ে রতিপতি পলায়॥ এই রূপে নিত্য করে বিহার। দ্বিজ কবি কহে রসের সার॥"

রমণী ও দ্বিপ্রনন্দনের কৌতুক।

রাগিণী মুলতান তাল আড়াঠেকা।

একি অসম্ভব ধনি হেরিলাম সরোবরে। প্রমত্ত বারণে বদ্ধ করিল মৃণাল ডোরে॥ সে ভাব দেখিতে শশী, ভূমে পড়িল রূপসী, কুমদী বদন প্রকাশি, উঠিল গগণোপরে॥ একি বিপরীত,

রীতি, হেরিলাম হে সংপ্রতি, প্রস্থান করি যু-
বতি, পাছে ঘটে আলাপরে ॥

হাসিয়া দোঁহে রণ অবসানে। সুরসিক প্রেমিকা বসিল এক স্থানে ॥ রণ শেষে কোথা হয় বীরের মিলন। যদি হয় কামবশে কাহারো স্মরণ ॥ অতএব কিমাশ্চর্য্য ভাবি এই রণ। অবসানে মনানন্দে দোঁহার মিলন ॥ রসি বলে মদনাস্ত্র করিলাম ধনী। দক্ষিণান্ত কি করিবে কহ বিনোদিনি ॥ রমণী বলিছে ওহে শুন প্রাণধন। জীবন যৌবন ধন করি হে অর্পণ ॥ বাক কর্ণ আদি আর নয় ভুবন। ভালবাসা ইচ্ছা বুদ্ধি আকাঙ্ক্ষা স্মরণ ॥ কিন্তু নাথ আমার এ মনোগত নয়। পাছে তব কমলাঙ্গ গুরুতর হয় ॥ অতএব জীবনাদি যৌবন স্মরণ। তোমারি বক্ষিল সবে অন্যে না কখন ॥ কিম্বা তোমায় সমর্পিলে হয় বিস্ম-রণ। এই হেতু এ দেহে থাকুক সর্বক্ষণ ॥ কি বলিলে বিধু-মুখি শুনি বিবরণ। বলিবে না বিস্তারণ ইহার কারণ ॥ মন অঙ্গ তোমাপেক্ষা গুরুতর অতি। অতি অসম্ভব ধনী এ তব ভারতী ॥ দেখ তুমি হইলে সাথী নিকট দেখিয়া। অন্যাপি কাঁপিয়া উঠে থাকিয়া ২ ॥ কত গুরু মেরু ভার সুক কাছে ধরে। শশধর তদাপেক্ষা লঘুতর ভারে ॥ এত ভারে ভারা-ক্রান্ত আছ হে প্রেয়সি। কেমনে ও সব ভার সহিবে রূপসি ॥ অতএব সব আমায় কর হে অর্পণ। কলেবর হবে লঘু যাকে বিতরণ ॥ যাহা তব মনোগত হইবে যুবতি। তাহাই আমার সিদ্ধ শুন রসবতি ॥ যেহেতু হে আমি দেহ তুমি তার প্রাণ। কোথা তবে রহে প্রিয়ে বিভিন্নতা জ্ঞান ॥ কিন্তু চলিলাম প্রিয়ে বিলম্ব না সয়। কারণ হে নিশাকর বিনাশ কাণয় ॥ এবম্বিধ রসিকতা বাক্য আলাপনে।

নিশাকর গেল অস্ত অরুণ গগণে ॥ ধনী বলে কি রূপে যাইবে নিজালয়। কি জানি কে দেখে পাছে বিপদ ঘটায় ॥ বিশেষ আমার পিতা অতি ক্রোধবান। পাত্র বিশেষেতে হন তপন সমান ॥ এ প্রেম সুখের তাহে দুঃখ উপজিলে। মরিব জীবনে ধ্রুব সে দুঃখসলিলে ॥ অতএব প্রাণকান্ত কৃপাবলোকনে। অদ্য তবে কর বাস অধীনী ভবনে ॥ রায় বলে প্রিয়ে তব যেবা মনোনীত। সে বিষয় সিদ্ধ করা আমার উচিত ॥ তদন্তরে দুইজনে গিয়া সরোবরে। আনন্দে মগনা হয়ে জলক্রীড়া করে ॥ গৃহে আসি নানা দ্রব্য করিয়া ভক্ষণ। সুখেতে পালঙ্কোপরি করিল শয়ন ॥ ক্রীড়ান্তে যে সুখ নিদ্রা যে জানে সে জানে। হেন নিদ্রাবশে রায় দেখিল স্বপনে ॥ তরুণ বরণ রবি হেন সময়েতে। প্রবেশিল এক মনোরম্য উদ্যানেতে ॥ দেখিল তাহার মধ্যে নানা পুষ্পদ্রুম। শরদে সকলে হয় বসন্তে সে ভ্রম ॥ যেহেতু আছয়ে তথা সাময়িক কুসুম। বহুবিধ সহকারে সুগন্ধ বিষম ॥ সরোবরঘাট নানা প্রস্তরে খচিত। কিবা শোভা সোপানের অতি চমকিত ॥ হেন সোপানেতে বসি বিজয়ভুবন। দেখিল আপনি এক অদ্ভুত ঘটন ॥ তপন কিরণে আছে মুদিতা পদ্মিনী। সানন্দিতা মনেতে প্রফুল্লা কুমুদিনী ॥ বলে তোমাদের সৃষ্টিকর্ত্তার এ ভাব। নহিলে এ ঘটনার কি আছে সম্ভব ॥ ভালং হেন ভাব নিত্য ভোগ হয়। কিম্বা বিকল্পেতে রবি শশীর উদয় ॥ ন দোষ কারণে নহে কার্য্যেতে নিশ্চয়। হেন মত ব্যঙ্গ হলে গুণাকর কয় ॥ কুমুদিনী পদ্মিনীরে ভাষিছে তখন। কিবা ব্যঙ্গ শুনে অঙ্গ জুড়াল এখন ॥ সরোজিনী বলে ওহে শুন রসরাজ। হিতাহিত প্রবিধানে নহে তব

কাজ॥ ন্যায়ান্যায় বিপরীত যথার্থাযথার্থ। এসব বুঝিতে তুমি নাহও সমর্থ॥ যেহেতু প্রেমেতে তুমি অদ্যাপি নবীন। উত্তর দিতাম তোমায় হইলে প্রবীণ॥ কেননা নারীর ভার সহিতে যে নারে। তার অন্য ভারেতে কি প্রয়োজন করে॥ শেষেতে আইল বৃষ্টি বায়ু নানা রঙ্গে। চেয়ে দেখে প্রিয়সীর ঘর্ম্ম নিজ অঙ্গে॥ মন্দ২ বহিতেছে মলয়া পবন। দাস হয়ে পুষ্পগন্ধ করিছে বহন॥ নিদ্রাভঙ্গ দেখি তার যত সখীগণে। কেহবা আনিল নীর মুখ প্রক্ষালনে॥ কেহবা করিছে অঙ্গে চামর ব্যজন। কেহবা উত্তম দ্রব্য করে আয়োজন॥ কেহবা তাম্বুল আনি সাজায়ে তখনি। হেন কালে নিদ্রা হইতে উঠিল রমণী॥ পূর্ব্বমত কার্য্য সব করে সখীগণ। দোঁহে একাসনে বসি করিল ভোজন॥ ধনীর ইঙ্গিত পেয়ে সহচরীগণ। আরম্ভ করিল গীত যন্ত্রের বাজন॥ শেতার বাজায় কেহ বাজায় মৃদঙ্গ। আলাপী বসন্ত হয় রাগিণীর সঙ্গ॥ এসরাজ তম্বুরা রবাব কপিনাশ। বাজাইয়া সপ্তস্বরা স্বরের প্রকাশ॥ শেষেতে বীণাতে দ্বিজ আরম্ভিল গান। ধনী শবদেতে করে আলাপচারি তান॥ হেন মতে নানা রঙ্গে গেল দিবাকর। উদয় হইল বসন্তের নিশাকর॥ সন্ধ্যা কার্য্য সমর্পিয়ে বিজয়ভূবন। রমণীর কাছে ব্যক্ত করিল সপন॥ ধনী বলে বিনা মূল্যে কিনিলে আমায়। কবি বলে ভাবনা কি কুচতুর রায়॥

নায়িকার প্রতি নায়কের উক্তি॥
রাগিণী ভৈরবী তাল আড়াঠেকা।

করিলা যে সুধারাশি মমোপরি বরিষণ। কি গুণ

বর্ণিবে ধনি অনন্ত হবে বর্ণন ॥ জিনিয়াছ গুণে শশী, নিত্য নয় সে সুধারাশি, তব মুখ পূর্ণশশী, নিত্যোদয়ে বিতরণ। যে গুণে দিলে জীবন, সে গুণে কর স্মরণ, আমি প্রাপ্ত হলেম প্রাণ, সে যে কলরবায়ন ॥

দীর্ঘ ত্রিপদী।

শুন গজেন্দ্রগামিনি, সুচারু চন্দ্রবদনি, নিবেদন কিঞ্চিৎ আমার। দেখ প্রাণ প্রেশ্বর, প্রাণ গেলে শবে রেখ, দুর্নাম যেন আর ॥ তুমি প্রাণ প্রিয়তমা, সকলের মনোরমা, তোমা সমা কে আছে যুবতী। রূপে গুণে সতী ধন্যা, নারী মধ্যে অগ্রগণ্যা, রসিকা প্রেমিকা গুণবতী ॥ কেবল তোমার জন্যে, নাহি অন্য কন্যে, দুঃখ আমি পাইয়াছি কত। কি কহিব বিশেষিয়া, কহিতে বিদরে হিয়া, মনেতে জাগিছে অবিরত ॥ তাহে বলি একবার, বিস্তারিয়ে সব তার, এই বেলা বলি হে প্রেয়সি। অপরূপ দেখি তাই, এমনি ভুলিয়া যাই, হেরিলে ও মুখ পূর্ণশশী ॥ বরিষ কিবা গুণ, নির্গুণে কি জানে গুণ, মরি গুণে বলিহারি যাই। শিখিয়াছ যত গুণ, কোন গুণে কিবা গুণ, তার গুণ ভাবিয়া না পাই ॥ কোন গুণে কর খুন, কোন গুণে কর পুন, কোন গুণে বাঁচাও আবার। মরি কোকিলভাষিণী, বল দেখি বিনোদিনি, শুনিয়া জুড়াক প্রাণ আমার ॥ অধিক কহিব কত, হলেম শরণাগত, লইলাম তোমার আশ্রয়। তুমি রাখ তুমি মার, সকলি করিতে পার, কিন্তু মোরে ভাবনা নিশ্চয় ॥ শুনিয়া অন্যের কথা, দেখ যেন স্বর্ণলতা, নাহি কর অন্তরে অন্তর। কহে দ্বিজ কবিবর, আছয়ে মন উহার, তোমার প্রতি হে নিরন্তর ॥

নায়িকার উক্তি।

রাগিণী ভৈরবী তাল আড়াঠেকা।

আমার যে মন তব্যধীনে রবে নিরন্তর। দেখ তুমি করনা হে অন্তরে সদা অন্তর॥ তুমি সুরসিক জন, রমণী মনোরঞ্জন, আমি জানি মনে প্রাণ, হবে না হে মনান্তর॥

দীর্ঘ ত্রিপদী।

করি দুটি যোড়পাণি, কহে সবিনয়ে ধনী, শুনহ হে রসবিলাস। তোমার বিগুণ দুঃখ, পাইয়াছি আমি দুঃখ, কি হবে তা করিলে প্রকাশ॥ জানে তা আমার মন আর শ্রীমধুসূদন, অন্য জন কি জানিতে পারে। সে ক... ... নাহি কাজ, এখন হে রসরাজ, মিছা আর কি হবে প্রকাশে॥ আমাতে যে গুণ আছে, সে গুণ তোমাতে আছে, তুমি কোন নাহি জান প্রাণ। তাহার অধিক কত, আর গুণ শত শত, কিবা তার করিব বাখান॥ ... মেতে একগুণ, বলি শুন তার গুণ, যেই গুণ তোরে প্রাণধন ... কত কুলাঙ্গনাগণে, বাঁধ প্রাণ সর্ব্বজনে, অপরূপ সেই যে বন্ধন॥ কেহ না দেখিতে পায়, বন্ধন ছাড়ান দায়, অন... লায় তাহে প্রাণ যায়। প্রেমফাঁস দিয়া গলে, টানি ... লেহ, অকূলে ডুবাও সবাকায়॥ আর এক আছে গুণ, সে অতি আশ্চর্য্য গুণ, তার গুণ বলা নাহি যায়। রমণীর প্রাণ মন, হরে বসি আকর্ষণ, অনায়াসে কর রসরায়॥ তাহে কুলনারীগণে, সবে উচাটন মনে, আকুল হইয়া ত্যজি কুল। অকূলে পড়য়ে এসে, দুকূল হারায়ে শেষে ডুবে মরে হইয়া আকুল॥ কেমনি তোমার গুণ, গুণ ব্যতিরেকে গুণ, সেই গুণ বর্ণে শক্তি কার। যে গুণে

আমার জীবন ॥ বিনামূল্যে বিকালেম তোমার নিকটে। পরিণা করিবে ত্রাণ মদনসঙ্কটে ॥ আজি নিশি শেষ হৈল যাই প্রাণ ঘরে। কালি আসি দেখিব ও মুখ শশধরে ॥ নিরন্তর ভয়ে মোর কাঁপিতেছে প্রাণ। গমন করি ভবনে বিদায় দেও প্রাণ ॥

নায়িকা নায়ককে সতর্ক করিয়া কহিতেছেন।

রাগ ভৈরব তাল মধ্যমান।

দেখ সখা কোন মতে প্রকাশ যেন হয়না। তা হলে যতনে প্রেম রবে না আর রবেনা ॥ প্রেম পাবক সমান, গোপনেতে অবস্থান, যদি হয় অগোপন, মান ভিন্ন রহেনা ॥

ত্রিপদী ছন্দ।

এইটী কথা বলি প্রাণ মনে রেখ ভুলনা। অমৃত তুলিতে যেন বিষ রাশি তুলনা ॥ গোপনেতে এসো যেয়ো কোন দিগে চেয়োনা। পথে ঘাটে ভয় পেলে ভীত হয়ে ধেয়োনা ॥ দিনে দেখা শুনা হৈলে হাত মুখ নেড়না। ভানু ধর্ত্তে দিগা যেন মুখ গুঁজে পড়োনা ॥ প্রেম আছে মম সঙ্গে কারো কাছে কয়োনা। দেখ যেন একেবারে মোর মাথা খেয়োনা ॥

নায়কের উক্তি।

রাগিনী মুলতান তাল জৎ।

প্রেম রাখিব আমি হে অতি গোপনে। প্রাণপণে, অতি যতনে, দেখ যেন তুমি ব্যক্ত কর না

মলো মাগী, রাজকন্যা ডাকছে তুই কি শুন্তে পাস্‌নে? আঁ্যা কেও সোহাগিনী! হাঁ হাঁ আমি সোহাগিনী। বলি এত ডাকাডাকি কচ্ছিস্‌ কেন গা? আ মলো, আরে রাজকন্যা ডাক্‌ছে। বলি কেনগা, রমণী ডাকছিস্‌, রাজকন্যা কহিতেছেন, মর মুখপোড়া মাগি, এই তোরে দশ-বার ডাকা গেল তুই কি ঘুমায়ে মরেছিলি? একবার উঠে আয় দেখি আমার কাছে! মেঘমালা উঠিয়া দুই চক্ষু মুছিতে নাগরীর কাছেতে আসিবাতে নাগরী কহিতেছে, এসো বস সখি গো, বলি কি এই নূতন মানুষটী বাড়ী যেতে চাচ্চেন? তুমি সঙ্গে করে এই বনটা পার করে দিয়ে এসো। না বাছা, আমি পারব না, কেবল তোমার জন্য এই জানলাটা কেটে পথটা করেছিলাম, তা দিনে কি অন্তরে, ঝাঁ ঝাঁ আমি হাতে করি, আবার সেই পর্য্যন্ত সকল শরীর পাকা ফোড়ার মত ব্যথা হয়েছে, তা উনি এখনি যাবেন কেন? আজ কেন থাকুন না, কালি কথন খুব ভোরে যাবেন! উনি পিরীত কর্ত্তে এসেছেন, এর মধ্যে কি পিরীত করা হল, এত বাড়ী যাবার কি তাড়াতাড়ি পড়েছে, সেত আর এক রাজার দেশ নয়, ঐ দেখা যায় মাঝে বনটা পার। এই কথা বলিয়া মেঘমালা নাগরের প্রতি কহিতেছে।

নাগরের প্রতি মেঘমালার ব্যঙ্গোক্তি।

ঠকম ছন্দ।

শুন হে রসিক রাজ।

শুন হে রসিকরাজ, ত্যজিয়া লাজ, বলি হে তোমায়।
আনায়ে পোড়ে কিরে বসে কহ রসরায়॥

ছুটো রসের কথা।

ছুটো রসের কথা, বলিয়া হেথা, তুষ্ট কর মন।
তবেতো বুঝব হে কেমন রসিক সুজন॥

ওহে নাগর কানাই।

ওহে নাগর কানাই, শুনব তাই, বল দেখি মোরে
কিসের জন্যে তাড়াতাড়ি যেতে চাও ঘরে॥

বধে এই অবলারে।

বধে এই অবলারে, একেবারে, হইয়া নিষ্ঠুর।
কেমন করে নিদয় হয়ে যাবে হে ঠাকুর॥

তুমি হে কেমন নাগর।

তুমি হে কেমন নাগর,রসের সাগর, বুঝতে কিছু নারি
রেতের বেলা যেতে চাও ফেলে হেন নারী॥

একি হে প্রেমের ধারা।

একি হে প্রেমের ধারা,করিয়ে সারা, কুলের কামিনী।
কার মন রাখিতে যাবে কে হেন ভাবিনী॥

শুনি তাই বল বল।

শুনি তাই বল বল, একেক ছল, কেন কর তুমি।
একই কি পেয়েছ বুড়ী বুঝতে নারি আমি॥

তুমি হে নাটের গুরু।

তুমি হে নাটের গুরু, রসের তরু, কত জান রস।
কোন রসে মজেছ এমন কে করেছে বশ॥

শুন তাই বলি বঁধু।

শুন তাই বলি বঁধু, কমল মধু, একে পাওয়া ভার।
হাতে পায়ে ছেড়ে দেও একি চমৎকার॥

হায় হায় মরি মরি।

হায় হায় মরি মরি,কৈতে নারি,বলবো কি হে আর।

এমুম থাবাভরা বুকের মাঝে কমলকলি কার ॥
আর সব শুক্ন। বেগুণ।
আর সব শুক্না বেগুণ, তাহে দ্বিগুণ, উঁচুং বোঁটা।
হাত দিতে গেলে যেন হাতে ফোটে কাঁটা ॥
অধিক [illegible] ।
অধিক [illegible] রক্ত, মনের মত, এমনটী পাবে না।
তবে মিলবে [illegible] তোমার মত কর্ম্ম আটকাবে না ॥
তুমি কি [illegible] ।
তুমি কি [illegible] এক, অবিরত, কহে কবিবর।
তোমার মত পাইলে স্নিগ্ধ হয় কলেবর ॥

গদ্য।

বিজয়ভুবন সোহাগিনী নাম্নী সহচরীর সুলোলিত বাক্য শ্রবণানন্তর প্রফুল্লান্তঃকরণে সহাস্য বদনে মিষ্ট বচনে তৎপ্রতি ভাষিতেছেন যে, হে সহচরি। তোমার মিষ্টবচনে কি পর্য্যন্ত সুধারাশি বরিষণ হইল তাহা অধুনা বাক্যদ্বারা ব্যক্ত করণে অক্ষম, যেহেতু আনন্দ অন্তরস্থেন্দ্রিয় আকাশে ব্যাপিয়া আছে ইহা বাক্য ঈক্ষণ করিয়া তৎসহকারে মগ্ন হইল। এবম্বিধ নানা প্রকার কৌশল করণানন্তর প্রধানা নন্দিনী নিশীথনাথকে বিপক্ষ দেখিয়া স্বস্ব পক্ষ সাবধান জন্য দ্বিজাধমকে সঙ্গে করিয়া তাহার বাটীতে নির্ব্বিঘ্নে রাখিয়া আইলেন। রমণী রজনীকে স্বস্থানে প্রস্থান দেখিয়া দিনমণির রশ্মি প্রাপ্তান্তর কুমুদিনীবৎ মুদিতা হইলেন। অনন্তর পুনঃ রজনীকে বিকশিতা হইয়া প্রফুল্লবদনে সোহাগিনীকে প্রিয়জনে প্রয়োজন জন্য আনিতে ইঙ্গিত করিয়া আপন বেশ ভূষা আরম্ভ করিলেন। তাহাতে সেই

দূতী বিপ্রনন্দনের গৃহে গিয়া তাঁহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া রমণীর নিকটে আনিলেন। পরন্তু নাগর নাগরী নানা প্রকার কথোপকথন করিতে২ অনঙ্গতরঙ্গে অঙ্গ দগ্ধ করিলেন এবং তরুণীর অঙ্গ অঙ্গে তুলিয়া নানা রঙ্গে রতি রঙ্গ করতঃ নাগর নাগরীর হৃদয়ে ও আস্যে নখাঘাত ও দন্তাঘাত করিবাতে নাগরী নাগরকে কহিতেছে।

নাগরীর উক্তি।

রাগিণী কানেড়া, তাল একতালা।

পুরুষ পাষাণ যথা জানি তাহা মনে, না হলে কি যাতনা দেয় সরলা জনে॥ যদি কেহ দেখে চিহ্ন প্রাণ, তা হলে হবে অপমান, তখনি যে বিষ পান, করিব গোপনে॥

দীর্ঘ পয়ার।

ছাড় ২ প্রাণনাথ কত আর কব হে। বুকে মুখে চিহ্ন দাগ কলঙ্কিনী হব হে॥ মা বাপের কাছে মুখ কেমনে দেখাব হে বসিতে নারীর মাঝে বড় লাজ পাব হে॥ যদি কেহ কোন ছলে কিছু কথা কয় হে। তখনি আনিয়া বিষ অমনি খাইব হে॥ যদবধি পতি মোর না আসে আলয় হে। তদবধি অঙ্গে দাগ কর না নিশ্চয় হে॥

নাগরের উক্তি।

রাগিণী ঝিঁঝিট, তাল আড়াঠেকা।

ভাবনা কি বিধুমুখি সিদ্ধ করিতে সাধন। নিরন্তর আপন মনে স্মরে করহ স্মরণ॥ নখ দন্তের ঘাতন,

আরি চুম্বনালিঙ্গন, এ ব্রতাঙ্গের নিরূপণ, অঙ্গহীন
করো না প্রাণ॥

শুনহ বিধুমুখি করি নিবেদন। ভয় নাহি কর ধনী ইথে কদাচন॥ মদনের যাগ এই উৎকট সাধন। এ যাগের কত গুণ না যায় বর্ণন॥ যজ্ঞ আরম্ভের পূর্ব্বে শুন যাহা হয়। কামানলোত্তাপে দেহ জর্জ্জর করয়॥ প্রবৃত্ত হইলে কর্ম্মে ও চন্দ্রবদনি। ব্রহ্মপদ তুচ্ছ হয় স্নিগ্ধ করে প্রাণী॥ নখাঘাত দন্তাঘাত বদন চুম্বন। এ যাগের এই সব অঙ্গ নিরূপণ॥ অঙ্গহীন হৈলে যজ্ঞ পূর্ণ নাহি হয়। শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদি সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়॥ অতএব কেন প্রাণ ভাব অকারণে। কোন বিঘ্ন নাহি হবে স্মরহ মদনে॥

মোহিনীর রমণীর বাটীতে আগমন।

গদ্য।

এইরূপে ভুবন রমণীর সঙ্গে অনঙ্গতরঙ্গে উত্তীর্ণ হইয়া নানা রঙ্গে কৌতুক প্রসঙ্গে রঙ্গরস করতঃ সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে নিজ কর্ম্ম সাঙ্গ পুরঃসর সুন্দরীকে বিচ্ছেদতরঙ্গে নিক্ষেপ করিয়া নিশাবসানে অপ্রসন্ন মনে থাকি সংগোপনে নিজ ভবনে গমন করিলেন। নাগরী বিচ্ছেদ উৎকণ্ঠিতা হইয়া উপকান্তের আগমন প্রত্যাশায় দিনমণির অস্তাচল গমনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন, পরে দিবাকর প্রখর করে পূর্ব্বদিক হইতে তির্য্যগ্ ভাবে অবনীর রসাকর্ষণ করিয়া বারুণীরসে নিমগ্ন হইলেন। তদ্দর্শনে বিচ্ছেদ দাহন বিদগ্ধা রমণী প্রিয় নায়কের আগমন কাল নিকটাবর্ত্তী অনুমানে স্থিরমনে অতি নির্জ্জনে বিবিধ যত্নে নানা আভরণে সুন্দর বসনে বেষ্টিত ও নানা রত্নে জড়িত

তড়িৎ বদনে ঈষৎ লজ্জিত এবং মদনদাহনে পীড়িত হইয়া নাগরকে প্রেমজালে জড়িত করণার্থে মনোভিলাষ পূর্ণ করিবার মন্ত্রণা করিতেছেন। ইতিমধ্যে তাঁহার মাতুলানী আপনি কতিপয় সঙ্গিনী লইয়া ধীরে২ভাগিনীর পুরে একেবারে যুবতীর সম্মুখে উপস্থিত হইবাতে, রমণী দৃষ্টিমাত্রে মনোদ্বেগে উৎকণ্ঠা হইয়া অঙ্গের চিহ্নাদি না ঢাকিয়া আদরে ব্যস্তে গাত্রোত্থান করিয়া নির্ভয়ে মাতুলানীকে সম্ভাষ করতঃ আসন প্রদান করিলেন। তাঁহার মাতুলানী আঁখির কোণে চিহ্ন দেখিয়া মনে২ এই স্থির করিলেন যে যুবতী পরকীয়াতে নিশ্চয় রতা হইয়াছে এই বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে ব্যঙ্গিনী কি রূপ বচনে তুষিতেছেন! ওঁলো, রসিকে। তোকে বাপু কেমন২ দেখায় কিছু বুঝিতে পারি না। আমরাত সকলে বিদেশী তাতারের মানুষ দেখেছি, তাদের অঙ্গেত কিছু দাগ নাই, তোর অঙ্গে যেন কেমন২ দাগ।

বাক্যবিদগ্ধা রমণী এখনি মনের উত্তম যুক্তি স্থির করিয়া কহিতেছেন। ওগো মাতুলানি স্বাভাবিক রক্ত সঞ্চারিত কাল জন্য অজীর্ণ শ্লেষ্মা রোগ জনিত যে আত ক্ষুদ্র তাহা ক্রমশঃ বর্দ্ধমান হইয়া পর এ অন্যান্যরূপে স্ফুট হয় তাহা চুলকাইবার সময় এমন সুখজনক যে সে স্থান নখে দাগ হওয়াত সামান্য অস্ত্রাঘাতে বিদীর্ণ হইলে ক্লেশদায়ক নয়, (গ্রন্থকারক বিবেচনা করেন যে যদি এ সকল জীর্ণ করিতে পারিতে তবে স্ফুট অর্থাৎ ব্যক্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিত না স্ফুটোতেই ব্যক্ত হইল, এবঞ্চ সংগোপন জন্য লেখনী বাহক হইয়া মনোদুঃখে ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন) এবম্বিধ বাগাড়ম্বরীতে তাহার মাতুলানী মোহি

নীকে তখন মোহ করিয়া পরে পূর্ব্বোক্ত পণ স্মরণ করিয়া মনোদুঃখে উপকান্তের আগমন কালীন মান ভরে রহি- লেন।

রমণীর মানভঞ্জন।

রাগিণী ঝিঁঝিট তাল আড়াঠেকা।

কেনং বিধুমুখি আছ হে, উদাস্য মনে। অপ্রফুল্ল হেরে তোমায়, দহে প্রাণ সংগোপনে॥ ঘন মানাচ্ছন্ন শশী, তাহে হে ও রূপসি, উদয় হইত আসি, যেমতি মন্দ পবনে। অদর্শনে রাহু আসি, বুঝি গ্রাসিল শশী, বিনা উদয় নিশি, চাতক যে মরে প্রাণে॥

দীর্ঘত্রিপদী।

আজি কেন রসবতি, বিরস বদন অতি, দেখি তব কিসের কারণ। হেঁটমুখে মৌনীভাবে, মগ্ন কি ভাবের ভাবে, হেন ভাব করেছ ধারণ॥ বিধুমুখে নাহি কথা, কেনং স্বর্ণ লতা, কেনং এত বিষাদিনী। কে করেছে অপমান, কি লাগিয়া অভিমান, কহং কোকিলভাষিণি॥ দূরে থেকে দেখে মোরে, হাসি রঙ্গ ব্যঙ্গভরে, হেসে কত কহিতে আমায়। এবে সেই সুধারাশি, ও শশিমুখের হাসি, বল দেখি লুকালে কোথায়॥ হেরিয়া তোমার মান, না থাকে আমার মান, মানে মান নাশে ওরে প্রাণ। যার মানে মানেং, সে যদি না মানেং, তবে বল কিসে রহে মান॥ কতই তোমার মান, নাহি তার পরিমাণ, মানিনী হয়েছ যার মানে। আমার কেবল মান, কহ মোর বিদ্যমান, তবে মান বুঝি অনুমানে॥ জান

আমি দোষী হুই, তবু তোমা ছাড়া নই, শুনহ অনঙ্গ-মোহিনি। যদি পেয়ে থাক দোষ, তবু করো না হে রোষ, পরিতোষ কর বিনোদিনি॥ দেখিয়া তোমার মান, বিদীর্ণ হতেছে প্রাণ, মরি২ কুরঙ্গনয়নি। ত্যজহ ত্যজ মান, বাঁচে না আমার প্রাণ, রাখ মান ও চন্দ্রবদনি॥ যদি না কহ বচন, সুধা করিতে ক্ষরণ, তাহে আমি ভাবি না হে প্রাণ। কিন্তু যে পিকঝঙ্কারে, মত্ত হয়ে অহঙ্কারে, এ দুঃখ রাখিতে নাহি স্থান॥ যদি তব মুখশশী, গোপন কর প্রেয়সি, তাহে দুঃখী নহি কদাচন। কিন্তু যে কলঙ্ক শশী, খর আজ হস রূপসি, দেখে আর বাঁচে না জীবন॥ মৃগ যে ছিল দুঃখিত, সেও আজ প্রফুল্লিত, তার গর্ব্ব না ভাঙ্গিবে ধনী। এ যে তোমার অন্যায়, শত্রু যে প্রবল হয়, শীঘ্র খর্ব্ব কর বিনোদিনি॥ চপলা ছিল কুণ্ঠিত, সেও আজি প্রকাশিত, দেখ প্রিয়ে হয় নিরন্তর। ও শশিমুখের হাসি প্রকাশ কর রূপসি, তবে স্নিগ্ধ হবে মনান্তর॥ গরজে গর্জ্জিত ঘন, সেও আজ ঘন ঘন, দেখ প্রিয়ে হুঙ্কারে গগণে। দেখাও এ কেশ ঘন, তা হলেও ঘন ঘন, লুকাইত হবে এইক্ষণে॥ আহা কি করি কি করি, গমন করে সুন্দরি, সাধ্য নাহি করিতে দমন। যদি তুমি একবার, গর্ব্ব খর্ব্ব কর তার, তবে স্নিগ্ধ হয় মম মন॥ পদ্মিনী ছিল মলিন, সেও করে আলিঙ্গন, হৃষ্ট মনে লইয়ে ভ্রমরে। কারে কহে আলিঙ্গন, দেখাও তারে এখন, তবে প্রাণ পাই কলেবরে॥ পুনঃ ছলা করি কয়, হের হে রবি উদয়, বিফলে রজনী গেল রামা॥ তব ক্রোধানল লয়ে, চন্দ্র আইল সূর্য্য হয়ে, হের দেখ পোড়াইছে আমা॥ কেবল বিষের ভালি, কোকিল পাড়িলে গালি, ভ্রমর ঝঙ্কার

দিছে তায়। সেই কথা দূত হয়ে, ঘরে ঘরে ফিরে কয়ে, মন্দ২ গন্ধ মলয়ের বায় ॥ বৃক্ষ হাসে মোর দুঃখে, সুগন্ধ প্রফুল্ল মুখে, সব শত্রু লাগিল বিবাদে। ভরসা তোমার সবে, তুমি না রাখিলে তবে, কে রাখিবে এমন প্রমাদে ॥ অপরাধ করিয়াছি, হুজুরে হাজির আছি, ভুজপাশে বান্ধি কর দণ্ড। বুকে চাপ কুচগিরি, নখাঘাতে চিরি২, দশনে করহ খণ্ড খণ্ড ॥ ঝাঁটিয়া কুন্তল ধর, নিতম্ব প্রহার কর, আর২ যেবা মনে লয়। কেন রৈলে মৌনী হয়ে, কথা কহ কহ প্রিয়ে, তবাধীনে হইয়া সদয় ॥ এরূপে ভুবন যত, চাতুরী কহেন কত, ধনী বলে ঠেকেছেন দায়। জানেন বিস্তর ঠাট, দেখাইন তায় নাট, কথা কব ধরাইয়ে পায় ॥ ভাবে রায় গুণমান, নহিলে এ সমাধান, কভু নৈবে সামান্য সাধনে। শেষে যুক্তি করি স্থির, বিজয়ভুবন ধীর, ধরে পদ হৃদয়ে যতনে ॥ মান করিল ভঞ্জন, যাতনা হৈল মোচন, সমাগত হইল মিলন। কবি বলে এ চরণ, শিরে করে যে ধারণ, তার গুণ না যায় বর্ণন ॥

মানান্তরে নাগরের প্রতি নাগরীর উক্তি।

রাগিণী কানেড়া তাল একতালা।

পুরুষ ক্রূর আছে পূর্ব্বাপর। বিশেষ যে লজ্জা-
হীন হইল গোচর ॥ দেখ হৈলাম অপমান, তো-
মার জন্যেতে প্রাণ, আর যে বাঁচেনা প্রাণ, বুঝি
একবার ॥

অনঙ্গে পীড়িত হৈলে না মানে বারণ হে। কমলকান-
নে যেন প্রমত্ত বারণ হে ॥ দেখ দেখি কি করেছ রতি
অনুরাগে হে। দেখিয়া ভুবন জন কত কয় রাগে হে ॥

অঙ্গে কর দাগ মত্ত হয়ে কামযাগে হে। তাহে যে পেয়েছি লাজ মনেরে আগে হে॥ মাতুলানী বলে কত কেঁদে কিছু নারি হে। নানা ছলে ভুলাইনু আমি যাই নারী হে॥

নাগরের উক্তি।

রাগিণী বাহার তাল আড়াঠেকা।

প্রিয়ে ক্ষম অপরাধ। না বুঝে করেছি কর্ম্ম করো না বিষাদ॥ জানি হে নারীর মন, সরল যে সর্ব্বক্ষণ, দোষ করোনা গ্রহণ, করিলে প্রমাদ॥

সুচারুবদনি শুন মম নিবেদন। এমন বাসনা সদা না মানে বারণ॥ কেমন হে তোমা অঙ্গে আসমান গুণ। কিংশুকী নয়নে হেরিলে করে গুণ॥ এ কর্ম্ম করিলে দোষী হব ভাবি মনে। মন সে এমন কথা শুনেও না শুনে॥ লজ্জা হবার প্রিয়ে হয়েছে তখন। গতস্য শোচনা নাস্তি ক্ষম হে এখন॥ নিতান্ত আমি হে তবাধীন জন হই। যদি দণ্ড কর তাতে প্রতিবাদী নই॥ যে লাজ হে বসবতি দিলে সখীমাঝে। পেয়েছ ভুবনে তুমি যা কর তা সাজে॥

নাগরীর উক্তি।

রাগিণী মূলতান তাল একতালা।

শুন হে নাগর দুঃখিত হইওনা মনে। তুমি হে রতন, রমণী শিরোভূষণ, তোমাতে পাই জীবন, রমণী মনোরঞ্জন,॥ এ দোষ কর মার্জ্জন, বিনয় করি হে প্রাণ, নহিলে মম জীবন, ত্যজে কলেবর॥

লঘুত্রিপদী।

শুন গুণমণি, রমণীর মণি, শিরোমণি ফণিমণি। রমণী

নীর মন, রমণীজীবন, রমণীমোহনমণি ॥ বুঝি হে কে- মন, নাহিক অমন, যেমন আছিল আগে। তব ছলভাবে, জানিনু আভাসে, রমণী ভাসাবে রাগে ॥ মম অনুরাগ, কত সানুরাগ, করিতে হে তুমি প্রাণ। কিবা কার রাগে, কি রাগ বিরাগে, এ বিরাগ দেখি প্রাণ ॥ কি কাজ বিরা- গে, চাহ হে এ রাগে, মরি হে বুঝেছি মত। নহে সখী মাঝ, নব সেই লাজ, যে লাজে বিবেকী এত ॥

নাগরের বিনয়োক্তি।

রাগিণী আস্থাজ তাল আড়াঠেকা।

সুচারু চন্দ্রবদনি আমি না ভাবি হে মনে। যে হেতু হে তব গুণ অসীম হয় বর্ণনে ॥ যে প্রেম করেছ দান, নাহি তার পরিমাণ, আমিত স্মরিব প্রাণ, যদ্দিন বাঁচিব প্রাণে ॥

দীর্ঘত্রিপদী।

শুন কুরঙ্গনয়নি, অনঙ্গ-মনোমোহিনী, দ্বিজরাজ বদ- ন ললনা। জিনি গজরাজ গতি, পদ্মগন্ধা রসবতী, হেন বাক্য এ পক্ষে বলোনা ॥ ও বাক্য আমার পক্ষ, সতত হয় বিপক্ষ, সেই বক্ষ করে বিদারণ। সেই দুঃখে দুই পক্ষ, হেরি সব কৃষ্ণপক্ষ, সিতপক্ষ নহে কদাচন ॥ সেই কথা সেই কাজ, কাজে আর নাহি কাজ, ক্ষমা কর মরমে মরেছি। এত গুণ গুণে ধনী, নহিলে কি বিনোদিনি, ও চরণকমলে ধরেছি ॥ তুমি বৃক্ষ আমি লতা, তোমা ছেড়ে যাব কোথা, জুড়াবার নাহি আর স্থান। কহিলাম সমু- দয়, যাহা তব মনে লয়, কর তাই আছি বিদ্যমান ॥ যদি কর দূর দূর, তবু না হইব দূর, গালি দিলে তাও সয়ে

রব। ও পদে আশ্রয় লয়ে, চরণে নুপুর হয়ে, দিবানিশি চরণে বাজিব॥ ইথে যদি হও রুষ্ট, তাহে নাহি অসন্তুষ্ট, আমি তুষ্ট হইব হে প্রিয়ে। তুমি তাই নাহি হবে, আমার কি খেদ রবে, কহিলাম সব বিস্তারিয়ে॥ বঙ্কিম মুখ আমার, না দেখিবে পুনর্ব্বার, তাহে মোর দুঃখ নাহি প্রাণ। আমিত তোমার মুখ, দেখিয়া জুড়াব বুক, পাব সুখ স্বর্গের সমান॥

নাগরীর উক্তি।

রাগিণী খাম্বাজ তাল মধ্যমান।

মান করেছিলাম তোমাপরে। কেবল মানের তরে। মনে জানি ভাল বাস দেখিলাম প্রকারান্তরে। তোমার বাড়াইতে মান, নারীর সমাজে প্রাণ, করিলাম হে অভিমান, বুঝাতে আমো যুগল দেখ মনে কাঞ্চন। পড়িলে কি কয় অপমান, কোথাও আমারে মান, তোমা মান বাড়াইবারে॥

কেমনে এমন কথা কহিলে হে রায়। সতত সন্তোষ হই হেরিলে তোমায়॥ জীবন যৌবন মন তুমি প্রাণধন। তোমারে ত্যজিতে কি হে পারি কদাচন॥ যে মুখ না দেখে যায় এ মুখ শুকায়ে। সে মুখ বিমুখ হব তার মুখ চায়ে॥ তবে যে করিয়াছিলাম তোমাপরে মান। দেখিনু নারীর মান রাখ কি হে প্রাণ॥ আর কেন মিছামিছি দিতেছ গঞ্জন। ক্ষমা কর ছাড় হঠ রমণীরঞ্জন॥ দ্বিজ কবি বলে হের বিজয়মোহিনি। বিচ্ছেদ আগত প্রায় দেখ চন্দ্রাননি॥

গদ্য।

বিজয়ভুবন রমণীর সুললিত বাক্য শ্রবণাতুর চকো-
র শশীর অদর্শনে পিপাসাতুর হইয়া পুনঃ রাহু মুক্তিতে
যাদৃশ তৃষ্ণা নিবারণ জন্য পুলকে পূর্ণিত হয়, তাদৃশ দ্বিজ
নন্দন প্রফুল্লান্তঃকরণে সহাস্যবদনে ক্রিয়াবৈদগ্ধা রমণী
সহ নানা কৌতুক রঙ্গে রঙ্গরস করতঃ রতিরঙ্গে অঙ্গ নি-
মগ্ন করিলেন। এবম্প্রকার প্রতি নিশিতে সুখ সম্ভোগ
করিতে লাগিলেন, পরন্তু দ্বিজাত্মজ বসন্ত নিশিতে
শয়ন করিয়াছেন; যখন কুসুম সকল প্রস্ফুটিত হইতেছে,
মলয়া সমীরণ মন্দ২ ভাবে পুষ্পগন্ধ বহিতেছে, পক্ষিগণ
নীরব, যুবক জন স্ব২ কান্তা লইয়া নানা ক্রীড়া করিতেছে
এবং নিশাকর পূর্ণরূপে কিরণ দিতেছে। এবম্প্রকার ঘোর
রজনীতে দৈবাধীন স্বর্গস্থিতা সুবেশা সুকেশা সালঙ্কারা
পরম রূপসী এক কন্যা তাঁহাকে ঈক্ষণ করিয়া মনানন্দে
পরিপূর্ণা হইয়া আকর্ষণী বিদ্যাদ্বারা আকর্ষণ করিয়া শূন্য-
মার্গে লইয়া এক মনোহর উদ্যান মধ্যস্থিত রজত প্রাচী
রে বেষ্টিত কাঞ্চনে নির্মিত, মণি মুক্তা প্রবালাদিতে
খচিত, এবং বিবিধ সুগন্ধ দ্রব্যেতে বাসিত এক ভবনে
রাখিলেন। বিজয়ভুবন এবম্বিধ আশ্চর্য্য সন্দর্শনে পূর্ব্ব
ভাবে বিস্মরণ হইয়া সেই মনোমোহিনী কামিনী সহ
রতি ভুঞ্জিতে লাগিলেন। হেথায় রমণী উপকান্তার
আশ্চর্য্য অদর্শনে মণিহীন ফণিবৎ শোকাকুলে মগ্ন হতজ্ঞা-
নাবস্থায় ধরাশয্যায় অধৈর্য্যা হইয়া পড়িলেন।

রমণীর প্রথম দিবসের খেদ।

রাগিণী বেহাগ তাল আড়াঠেকা।

নাথ রহিলে কোথায়। বিনা অপরাধে ওহে ত্যজিলে আমায়॥ কিসে এ দুঃখযামিনী, বঞ্চিব কে একাকিনী, প্রাণে মরে এ কামিনী, দেখনা আসি হেথায়॥

লঘুত্রিপদী।

কি দোষ পাইয়া, আমারে ত্যজিয়া, কোথায় রহিলে প্রাণ। বারেক আসিয়া মোরে দেখা দিয়া, জুড়াও তাপিত প্রাণ॥ না হেরে ও মুখ, শুকাল এ মুখ, বিদরিয়া বুক যায়। তোমার রমণী, মরে গুণমণি, দেখনা হে আসি তায়॥

রমণীর প্রতি কামিনীর প্রবোধ।

রাগিণী বসন্ত তাল ধ্রুপদ।

মিছে কেন বিনোদিনি। ভাব দিবস যামিনী,
ভাবিলে কি পাবে ধনী, সে নাগর গুণমণি॥
ভাবিলে যদি গো পাই, দিবানিশি ভাবি তাই,
নহিলে ভাবনা বাড়াই, কেন ও চন্দ্রবদনি॥

ভেবনাহ মরি ও রাজনন্দিনি। অবিলম্বে পাইবে তাহারে বিনোদিনি। শান্ত হওহ শশাঙ্কবদনি। ভাবিলে কি পাবে তায় কমললোচনি॥ সকলেতে ভাবি বসে যদি ভেবে পাই। নহিলে ভাবিয়া কেন ভাবনা বাড়াই॥ যার ভাবে এ ভাব ধরেছ রসময়ি। সে যদি না ভাবে কেন ভেবে সারা হই॥

রমণীর দ্বিতীয় দিবসের খেদ।

রাগ ভৈরব তাল আড়াঠেকা।

কোথা ওহে প্রাণসখা দেখা দেও আমায় এখন।
যেহেতু মম অন্তর সদা হতেছে দাহন॥ আমি
দেহ তুমি প্রাণ, বিচ্ছেদে কি থাকে প্রাণ, নাহি
আর পরিত্রাণ, বুঝি গেল এ জীবন॥

কোথায় রহিলে সখা দেখা দেও আমায় হে। জীব
চঞ্চল মম না হেরে তোমায় হে॥ সামান্য জীবনে প্রাণ ন
হয় শীতল হে। দহিতেছে হৃদি মম বিরহ অনলে হে॥ সে
অনল দহে সদা নহে নিবারণ হে। অনাথিনী রমণীরে
করে জ্বালাতন হে॥ মনোদুঃখ সে অনল উদ্দীপন করে
হে। মিলন সলিল ভিন্ন তাহে কে নিবারে হে॥ সে জীবনে
এ জীবন যদ্যপি বাঁচায় হে। তবে এ প্রেম জীবনের সক
রাখয় হে॥ কোথা গেলে প্রাণনাথ ফেলিয়া বিপাকে হে
মিলন জীবন দেহ তবে দেহ থাকে হে॥ যদি বল বর
যার নীর আশা কর হে। তা হলে এ দুঃখানলে পাইবে
নিস্তার হে॥ তা কি হয় বলি সখা সামান্য কথায় হে।
বর্ষা যে বর্ষার সম বিন্ধে মম কায় হে॥ দগ্ধ মৃৎপাত্র যবে
রক্তবর্ণ হয় হে। বর্ষোদকে পুনঃ সে কি পূর্ব্বাবস্থা পায়
হে॥ তদ্রূপ মন্মথানলে দহিতেছে মন হে। সে নীর কি
পারে স্থির করিতে এখন হে॥ মারহ শব্দে মার হানিতে-
ছে বাণ হে। প্রেমদায় প্রেমোদায় বুঝি যায় প্রাণ হে॥
কবি বলে, একি দুঃখ ঘটে অবলায় হে। কেমনে সহিবে
বালা হায়২ হায় হে॥

রমণীর প্রতি ভাবিনীর প্রবোধ ।

রাগিণী ললিত তাল আড়াঠেকা ।

কেন ভাব বিনোদিনি মনে সদা সর্ব্বক্ষণ । তাহে কি হইবে সিদ্ধ সে যে বৃথাই চিন্তন ॥ তুমি ভাব যার তরে, সে যদি ভাবে তোমারে, না হলে কেন শরীরে, ক্লেশ দেও অকারণ ॥

দীর্ঘত্রিপদী ।

শুন ওগো রাজকন্যে, উতলা কিসের জন্যে, তা হলে কি কার্য্য সিদ্ধ হয় । লোকেতে কথায় বলে, সবুরেতে মেওয়া ফলে, কি আর বলিব সমুদয় ॥ তুমিত কুলকামিনী, মেয়ে হয়ে আমি জানি, বাপ মায়ে জানিতে পারিবে । নাহি তাই রসবতি, এবে স্থির কর মতি, অবিলম্বে নাগর পাবে ॥ রূপে দ্বিজ কাবর, বিচ্ছেদজ্বালা প্রবর, তোমরা ত না জান সজনি । এ জ্বালার কত জ্বালা, জেনেছ তা রাজবালা, আর জেনেছেন শূলপাণি ॥

রমণীর তৃতীয় দিবসের খেদ ।

রাগিণী বিভাস তাল আড়াঠেকা ।

কাল নিশি কেন মন ভয়ে গেলি প্রাণধন । কি লাভ হইল তব কহ শুনি বিবরণ ॥ বধিতে নবলা জনে, এই তব ছিল মনে, দাও কি পর পীড়নে, বরঞ্চ অমঙ্গল কারণ ॥

আহা মম প্রাণনাথ নীলকণ্ঠ হার রে । কোন নারী সে আমার নিল কণ্ঠহার রে ॥ মনে সাধ ছিল সিঞ্চি এ প্রেম অর্ণব রে । অমৃত করিব পান নিত্য অভিনব রে ॥ কে বাদ সাধিয়া মম সে সাধ নাশয় রে । গরল উঠিল

নিশি জ্বলিছে যে অনল দ্বিগুণ ॥ প্রণয় ছিল সে
স্থানে, ভালবাসা সংগোপনে, পরস্পর দুই জনে,
প্রাণেতে হইল খুন ॥

সাধের প্রেম উদ্যানে, কে দিল অনল রে। দহিতেছে দিবানিশি যেন দাবানল রে ॥ দুই কুল হারাইয়া পেয়েছিনু কুল রে। সে কুল হরিয়া কেবা করিল আকুল রে ॥ জীবন যৌবন ধন নাশি এই সবে রে। যে হরিল মম নাথে তার কি এ সবে রে ॥ পর পীড়নের ধন ভোগ কভু নয় রে কিরে দেহ মম নাথে কহি সবিনয় রে ॥ যে রূপ আমার মন জ্বলিছে একান্ত রে। দ্বিগুণ জ্বলিবে সে যে লইয়াছে কান্ত রে ॥ হায় হায় প্রাণেশ্বরে কেবা নিল হরি রে। পুড়িছে বিচ্ছেদানলে মম মন হরি রে ॥ চারি দিগ শূন্য হেরি নাথের বিরহে রে। কেমনে নবীনা বালা প্রাণ ধরি

রমণীর প্রতি সোহাগিনীর প্রবোধ।

রাগিণী খাম্বাজ তাল আড়াঠেকা।

ভাল বলি বিধুমুখি মরিবে হে প্রাণে। কালি
হইতেছে অঙ্গ সোণার বরণে ॥ আর ভেবনা সে
জনে, মজাতে চাহে যে জনে, নিশ্চয় এ ভবনে,
আনিব নবরত্নে ॥

ভেবনাক শুন ও রাজনন্দিনি। মিছা কেন ভাবনা বাড়াও বিনোদিনি ॥ কে তোমার তুমি কার কারে ভাব যেনে। ভাবনা কি চিন্তা নাই আমি দিব আনে ॥ আমার অসাধ্য কর্ম কিবা আছে ধনী। নিশিতে মিলন করি দিবনে

রজনী ॥ ধৈর্য্য হয়ে থাক না করিও হা হুতাশ। অবিলম্বে পুরাইব আমি তব আশ ॥

রমণীর পঞ্চম দিবসের খেদ।

রাগিণী খাম্বাজ তাল মধ্যমান।

এই কি ছিল বিধির মনে। তাই ভাবি মনে, দিয়া প্রথমে রতন, শেষে বধিতে এ জনে ॥ না হেরে তার বয়ান, বিদীর্ণ হতেছে প্রাণ, আর না সহে যাতন, যাই তার অন্বেষণে ॥

বিদ্যুন্মালা ছন্দ।

ধিক ধিক ওরে বিধি। এই কি তোমার বিধি ॥ আগে দিয়া বিধি নিধি। শেষে হরে নিলি নিধি ॥ প্রথমেতে যেই করে। আনি চন্দ্র দিলি করে ॥ পুনঃ কে কেমন করে। বিষ আনি দিলি করে ॥ শুন ওগো মেঘমালা। বাঁচাও যদি কুলবালা ॥ তবে মোরে এই বেলা। স্থানান্তরে লয়ে পালা ॥ যেহেতু আমার মন। সচঞ্চল অনুক্ষণ ॥ হেরিলে তার বয়ান। স্থির হইবে এখন ॥

রমণীর প্রতি মেঘমালার প্রবোধ।

রাগিণী বেহাগ তাল আড়াঠেকা।

কেবনাং ধনী শুন কহি বিবরণ। মিলনের পরে হয় বিচ্ছেদের সংঘটন ॥ ভাবনা কি বিনোদিনি, কেন হও বিষাদিনী, ধৈর্য্য হও চন্দ্রাননি, হইবে ধ্রুব মিলন ॥

কি কথা কহিলে ধনী শুনে লাজে মরি। কুলের বাহির হইতে চাহ লো সুন্দরি ॥ এত কি বিচ্ছেদজ্বালা হয়েছে

তোমার। সে নাগর বিনা প্রাণ নাহি বাঁচে আর॥ পিরী-
তের রীতি এই আছে চিরকাল। নূতন কিছুই ইহা নহে
আজি কাল॥ পিরীতি বিচ্ছেদ দোঁহে সহোদর ভাই।
পরস্পর আড়াআড়ি ছাড়াছাড়ি নাই॥ উভয়ে জ্যোতিষ
শাস্ত্রে বড়ই পণ্ডিত। গণনাতে তিল মাত্র না হয় খণ্ডিত
তার সাক্ষী বিনোদিনি দেখাই তোমারে। অতি সংগো-
পনে যদি কেহ প্রেম করে। অমনি বিচ্ছেদ আসি পিরী-
তে পোড়ায়। মিলনেতে খাঁটি প্রেম উজ্জ্বল দেখায়॥
অতএব শশিমুখি না ভাবিহ আর। আপনা আপনি এর
হবে প্রতিকার॥ বিচ্ছেদ আসিয়া আগে পড়েছে হেথায়
এখনি পিরীতি আসি খেদাবে উহায়॥ বিচ্ছেদ প্রবল
দেখে হইও না হতাশা। পিরীতি আইলে ধনী দেখিবে
তামাসা॥ পলাবার পথ সেটা খুঁজিয়া পাবে না। অতএব
মিছামিছি ভেবনা॥ কহে দ্বিজ করিবর শুন মেয়মানা।
প্রবোধ না মানে ইথে এ বিষম আশা॥

রমণীর পুনরুক্তি।

রাগিণী বেহাগ তাল আড়াঠেকা।

যা বলিলে সহচরি আমি তাহা জানি মনে। মন
যে আমার সদা নিবারিলে নাহি শুনে॥ সে যে
উন্মত্ত বারণ, নাহি সে মানে কারণ, আছে তার
অন্য স্থান, যেহেতু তার অধীনে॥

লঘুত্রিপদী।

যতেক কহিলে, যতেক বলিলে, সকলি আমি তা জানি
কিন্তু প্রাণধনে, না দেখে নয়নে, আকুল হয়েছে প্রাণী॥

আজি দিন রাত্রি, রাখিব গো জাতি, তাহে লজ্জা মিশ ইয়া। প্রভাত হইলে, যাইব অকুলে, এ কুলে ভর রাখিয়া।

মেঘমালার পুনরুক্তি।

রাগিণী বাহার তাল রূপক।

শুন ও রাজনন্দিনি, স্বরূপ কহি গো বাণী, হেরিয়া তোমায় দুঃখিনী, আমি বিষাদিনী॥ যে হেতু তুমি অসুখী, তাহে আমি সদা দুঃখী, ধৈর্য্য হও শশিমুখি, লোক হাসিবে যে ধনী॥

রূপক পয়ার।

একি কথা স্বর্ণলতা মনে ব্যথা পাই। যাই হল তা ভাল আর বলো নাই॥ শুনে দেখ হৃদিভেদ মর্ম্মচ্ছেদ হয়। মনাগ্নরে যাহা করে দেখাবার নয়॥ কে তোমার তুমি কার যাবে কার কাছে। ত্রিভুবনে কেবা যেনে হেন জন আছে॥ তোরে ভালা রাজবালা এত জ্বালা ছিল তোমা লাগি হতভাগী বুড় মাগী মলো॥ দুঃখ বাড়ে প্রাণ ছাড়ে আঁখি আড়ে গেলে। কেমনেতে চাহ যেতে অকুলেতে ফেলে॥ ক্ষমা কর ক্ষমা কর পরিহর শোক। ভেবে এই হবে হাসাইবে লোক॥

রমণীর পুনরুক্তি।

রাগিণী ললিত তাল কাওয়ালি।

আর কুলে ভয় নাহি রয় শুন সজনি। নাথ বিনা হইতেছি সদা ব্যাকুলিনী॥ যেহেতু সখি এ কুল, মোর প্রেমে প্রতিকুল, নাথ মম সানুকুল, মজা হে জানি॥

বিলাপ ছন্দ

যা বলিলে যা কহিলে সকলি প্রমাণ গো। কি করিব কি বলিব বুঝে না পরাণ গো॥ নাথ বিনে মরি প্রাণে করিলাম সার গো। সুখৈশ্বর্য্য সমাগম কি কব বিস্তার গো॥ দ্বিজ বই প্রাণসই কার বাধা নই গো। ইচ্ছা করে নিরন্তরে উদাসিনী হই গো॥ এ সময় নাহি রয় মা বাপের ভয় গো। বলি তাই যদি পাই পুনঃ রসময় গো॥ লোক-মাঝে নাহি লাজ মান অপমান গো। কুলভয় কিবা হয় করিব প্রয়াণ গো॥ কুলবালা এত জ্বালা আর কত সবে গো। যা হবার তা আমার ভাগ্যে নয় হবে গো॥ যদি সখা পাই দেখা ফিরে দেশে আসব গো। তা নহিলে যে অকূলে ভেসেছি না ভাসব গো॥

মেঘমালা ব্যঙ্গছলে রমণীকে শান্তনা করে।

রাগিণী খাম্বাজ তাল আড়াঠেকা।

জাননা কি বিনোদিনি তুমি আপনার মনে।
বুঝিতে তাহার মন ছলিতে হয় প্রাণপণে॥
জানিলে তারে সুজন, তবে জীবন যৌবন, করিতে হয় বিতরণ, নহিলে কি কদাপনে॥

তখন বুড়ীর কথা না শুনিলে কাণে। এবে কেন ভেবে ভেবে সারা হও প্রাণে॥ পদে পদে রসময়ি করিলাম মানা। দিওনা বামনে মন আছে মোর জানা॥ পিরীতের মর্ম্ম কিবা জানে বামনেতে। শালগ্রাম শিলা যেন বানরের হাতে॥ প্রেমের কি ধার ধারে স্থূলে হয় ভুল। কাণা ভাঙ্গা মঙ্গলচণ্ডী কুম্ড়ার মূল॥ যখন আমার ছিল তোমার বয়েস। রজিতে না পারি কত করেছি আয়েস।

তথাপি মনের ভ্রমে শুগো রূপবতি। বাঘনের সঙ্গে কভু তুঙ্গি নাই রতি ॥ আছে যত বৌ কি তাহা কি কহিব তোরে। দ্বিজের সহিত প্রেম কখন না করে ॥ যদি তারা উপবাসী থাকে কোন দিন। তথাচ নাহিক হয় দ্বিজের অধীন ॥ কহিনু যথার্থ কথা সব তোর ঠাঁই। আমার বংশেতে কেহ দ্বিজভজা নাই ॥ দ্বিজ কবি বলে সখি সব শুনিলাম। কাছে পেলে দ্বিজ ছেড়ে কর্ত্তা ভজাতাম ॥

রমণী রাগ ভরে মেঘমালাকে ভৎর্সনা করে।

রাগিণী খাম্বাজ তাল একতালা।

কেন বিষ বরিষণ (করিলে সহচরী,) অন্য হইলে লইতাম তাহার জীবন ॥ শুনিয়া হেন বচন দ্বিগুণ জ্বলিল মন, এই কি রে তোমা মন, নাথে কর দোষের ভাজন ॥

কি কথা বলিলে সখি কি কথা বলিলে। আমার কাছেতে বসি নাথেরে নিন্দিলে ॥ যে কথা বলেছ তুমি কি বলিব আর। অন্য সখী হৈলে মাথা কাটিতাম তার ॥ বড় ভাল বাসি দেখি জননী সমান। একারণে রাখিলাম তোমার সম্মান ॥ কেন মিছে দোষী তাঁরে কর বার বার ॥ আপনি করেছি প্রেম কি দোষ তাঁহার ॥ রসিকের চূড়ামণি গুণের সাগর। তাঁহার সমান আর আছে কি নাগর ॥ সরল স্বভাব বিত্ত নিত্য সুধাকর। এমন না দেখি সই পৃথিবী-ভিতর ॥ হেন জনে কটু কথা কহিলে সজনি কিবা কাজ মোরে প্রাণ ত্যজিব এখনি ॥ বিষ পান করি মরি কিম্বা ছুরি গলে। অথবা ত্যজিব প্রাণ প্রবেশিয়া জলে ॥ তথাপি তাঁহার নিন্দা শুনিতে নারিব। দেখ

কেন প্রকারেতে এ ঐক্য হাড়িব ।। কবিবর বলে ধনী আ-
ররিহ। এত গুণ নৈলে কি ঐ গুণ ব্যাখ্যা করি ।।

রমণীর প্রতি মেঘমালার বিনয়।
রাগিণী সিন্ধু তাল আড়াঠেকা।

না বুঝে বলেছি কত দোষ করহ মার্জ্জন। যা কর
করিতে পার আমি তবাশ্রিত জন ।। যদ্যপি কর
লাঞ্ছন, সে সহ্য করিব এখন, কিন্তু দিলে বিস
র্জ্জন, ধ্রুব না রবে জীবন ।।

ক্ষমা কর রাজসুতা ধরি তব পায়। না বুঝে এক
কথা আমি বলেছি তোমায় ।। পদে পদে অপরাধী আছি
গো নিকটে। তুমি না রাখিলে রক্ষা কে করে সঙ্কটে ।।
অন্নদাত্রী ভরকর্ত্রী তুমি সবাকার। তোমা বিনে ত্রিভু-
বনে কে আছে আমার ।। এবে যদি দূর করে দেহ রাজ-
বালা। কার কাছে দাঁড়াইবে তব মেঘমালা ।।

মেঘমালার প্রতি রমণীর স্তুতি বাক্য।
রাগিণী সিন্ধু তাল আড়াঠেকা।

কি কথা বলেছি সখি কন্দর্পের জ্বালাতনে। ক্ষম
সে সকল দোষ এই অনাথিনী জনে ।। যেহেতু
সে ভ্রম ভরে, কয়েছিলাম রাগভরে, দুঃখী হইও না
অন্তরে, ক্ষান্ত হও তুমি এক্ষণে ।।

কি দুঃখে আমারে এত কহিছ সজনি। কি কথা ব-
লেছি আমি কিছুই না জানি ।। যদি রাগভরে কিছু মন্দ
বলে থাকি। ক্ষমা কর রোষ দোষ না ধরিও সখি ।। তব
জ্বালায় জ্বলিতেছি কি কব বিশেষ। আমার যে কত জ্বালা

আবেশ সহেশ ॥ মনচোর প্রকারে আসি ঘেরিয়া মোরে। অন্তরে অন্তর দাহ হয় নিরন্তরে ॥ রসনা নীরস হয় মুখশোষ তায়। শুকায়েং বুক উঠে পিপাসায় ॥ বিকারের ধর্ম্মেতে প্রলাপ দেখে কত। তাই এলো মেলো কথা কই নানা মত ॥ পূর্ব্বমত সহজ কি আছি গো এখন। তবে মোর বাক্য সখি ধর কি কারণ ॥ দ্বিজের নন্দন কাছে না পাই যাবৎ ॥ এ রোগের প্রতিকার না ভাবং তাবৎ নাহিক এমন বৈদ্য সদ্য ভাল করে। কেবল বিজয় বিনে এ তিন সংসারে ॥

রমণীর প্রতি মেঘমালার প্রবোধ।

রাগিণী ভৈরবী তাল মধ্যমান।

কি রূপে আনিব তায় ভাবি আমি অনুক্ষণ।
সন্ধান পাইলে তার আনিতে পারি এক্ষণ ॥
ভেবনাক আর উপায় দেখিব তার, ধৈর্য্য হও
একবার, শুন আমার বচন ॥

দেখিয়া তোমার দশা ও রাজকুমারি। বুদ্ধি শুদ্ধি লোপাপত্তি হয়েছে আমারি ॥ ভাবিয়া না পাই কিছু কি রূপ করিব। কি প্রকারে তোমার এ দুঃখ ঘুচাইব ॥ না জানি না চিনি শুনি কোথায় যাইব। কোথা গেলে শশিমুখি সন্ধান পাইব ॥ মনেং ইচ্ছা এবি হয় একবার। দুই খানা পাখা যদি থাকিত আমার ॥ এখনি যাইয়া উড়ে তাঁর সমাচার। আনি দিয়া জুড়াতেম পরাণ তোমার ॥ কিম্বা যদি আকর্ষণী বিদ্যা জানিতাম। এই দণ্ডে দ্বিজসুতে আনিয়া দিতাম ॥ এ সব সংসারে বিধি করেছে বঞ্চিত। তা নহিলে করিতাম ইহার বিহিত ॥ কেঁদনাক

মরি কাঁদিলে কি হবে। বল তাই করি কি করিলে ভাল হবে ॥ এই রূপে কত কথা কহিল রঙ্গিনী। তাহাতে কি ভুলে সেই ভূপতিনন্দিনী ॥ কান্দিতেং ধনী নিদ্রিত হ্-ইল। হেন কালে দিবাকর গমন করিল ॥ দেখি নিজং স্থানে গেল সখীগণ। দ্বিজ করিবর কহে শুন সর্ব্বজন ॥

রমণীর স্বপ্ন বিবরণ।

রাগিণী সিন্ধু তাল আড়াঠেকা।

এসং প্রাণনাথ ভালত আছ হে ভাল। মজেছ অন্যের প্রেমে পুনঃ কেন এত ছল ॥ বুঝিতে আমার মন, এসেছ প্রাণ এখন, পুরুষের যেমন মন, নারীর কি তেমন বল। মনে জেন গুণমণি আমি আছি তবাধীনী, হেরে জুড়াইল প্রাণী, স্নিগ্ধ কলেবর হল ॥

অস্তাচলে তির্য্যগভাবে গেল দিনমণি। উদয় বান্ধব সহ হইল রজনী। একে পূর্ণচন্দ্র তাহে মলয়া পবন। মন্দং ভাবেতে বহিছে অনুক্ষণ ॥ হেনকালে মনানন্দে পালঙ্কে তখন। গমন করিল ধনী করিতে শয়ন ॥ মনো দুঃখে প্রাণনাথে ভাবিতেং। নিদ্রাতে হেরিল তারে স্বপ্ন অবস্থাতে ॥ বলে এস প্রাণসখা একি হে কঠিন। প্রাণে-নাথ প্রাণবঁধু সেই তবাধীন ॥ জানিতাম মম মনে পুরুষ সুজন। প্রত্যক্ষে দেখিনু সখা তাহারি লক্ষণ ॥ দেখ দেখি মমান্তর হতেছে কেমন। ভাবিয়াং সদা তোমার কারণ ॥ এখন হেরিয়া তব ও বিধুবদন। সকল সন্তাপ এবে হৈল বিমোচন ॥ রায় বলে প্রিয়ে তোমায় ভুলিতে কি পারি। আমি দেহ তুমি প্রাণ জানত সুন্দরি ॥ কি রূপ তুলিত

মুখেতে চুম্বন। নাশিল সহকে ধনী যত শক্রগণ।। আ-
শিয়া পেয়েছে ক্লান্ত দোঁহা সান্নিধানে। হাসিল সুখেতে
শেষে রচক বাৰ্ম্মাবে। উঠিল রমণী তবে ত্যজিতে বসন।
ভাঙ্গিল ঘুমের ঘোর উঠিল বাতন।।

নিদ্রাভঙ্গে রমণীর বিলাপ।
রাগ ভৈরব তাল মধ্যমান।

কোথা গেল প্রাণ সখা বধিয়ে অধীনী জনে।
মুখেতে কি সুধারাশি হলাহল দলা মনে।। এই
কি প্রেমের রীত, একি ভাব বিপরীত, যে জন হে
প্রাণ প্রিয়, তাহারে বধ কেমনে।।

নিদ্রা ভঙ্গে রাজসুতা উঠিয়া তখনি। চতুৰ্দ্দিকে দেখে
রামা হয়ে ব্যাকুলিনী।। দ্বিজসুতে দেখিতে না পায়
কোন স্থানে। বসনে নিশান হেরে কাঁদে মনেং।। এই
কাছে ছিল তবে গেল বা কোথায়। বুঝিয়া না পারি কিছু
কি হল আমায়।। কিম্বা পরিহাস হলে যত সখীগণে।
লুকায়ে রেখেছে বুঝি মম প্রাণধনে।। ভিবনে রজনী
জেনে ভুবনমোহিনী। সঙ্গিনীগণের প্রতি কহিছে তখনি।।
হেরে সখীগণ তোরা আসিয়া এ স্থলে। লুকাইয়া রাখিলি
রে মম প্রাণধনে।। শীঘ্রগতি আনি মোরে দেহ গুণমণি।
নহিলে ত্যজিব প্রাণ শুন গো সজনি।। আজ্ঞা করিল রম-
ণী সহচরীগণে। খানিক্তে প্রতি ঘরেতে আলো সযতনে।।
আপনি লইয়া শেজ করয়ে সন্ধান। কোন স্থানে দ্বিজসুতে
দেখিতে না পান।। দেখিয়া তাহার ভাব যত সখীগণে।
কহিছে তখন তারে মধুর বচনে।। কোথা তব প্রাণনাথ
দেখিলে এ ধনি। এ আবার কেমন স্বপন কথা শুনি।।

নিবসে রজনী ভ্রম হয়ে পাগলিনী। পুনঃ অন্বেষণ কার কর বিনোদিনি॥ একি চমৎকার দেখি ও কুলকামিনি। স্বপনে দেখেছ বুঝি হেন অনুমানি॥ ঐ দেখ দিবাকর গগণে উদয়। দৃঢ় ভ্রম জন্য কথা বিশ্বাস না হয়॥ নিরন্তর কান্দে রামা পড়িয়া ধরায়। সখীগণে নানা মতে বুঝাইল তায়॥

লোভ ও মোহ পত্র অনুসন্ধান করণার্থে রমণী
মেঘমালাকে কামনা নগরে
পেরণ করেন।

গ।

"বিপদের সময় ধৈর্য্য,, এই চুরাশি জ্ঞেয় উক্ত নীতিবাক্য ভূপালবালা স্মরণ পুরঃসর অসহ্য মনোবেদনা পরিহর করণানন্তর স্বপ্নাবস্থার ঘটনা পুনঃ স্মরিয়া কামনা নগরে লোভ ও মোহ পত্র অনুসন্ধানার্থে মেঘমালাকে প্রেরণ করিবার জন্য মনে স্থির করিলেন। অনন্তর মেঘমালাকে ডাকিয়া সাম্প্রদায়িক স্বপ্ন বিবরণ ব্যক্ত করিয়া কহিলেন, দেখ মেঘমালে! স্বপ্নাবস্থার সংঘটন অধিকাংশ অলীক কচিৎ কোন২ বিষয় সত্য হইতে পারে, তন্নিমিত্তে কল্য রজনীর ঘটনা মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্য কৃত্রিম বোধ হয় না, অতএব তুমি কল্য প্রত্যূষে তৎস্থানে গমন কর যেহেতু তুমি ভিন্ন এ অনাথা রমণীর সুখ দুঃখের ভাগী কেহ নাই, এবম্প্রকার মিষ্ট বচনে রমণী তাহাকে তুষিয়া কতকগুলি রক্ষক এবং ধন সমভিব্যাহারে দিয়া শিবিকারোহণে পাঠাইলেন। প্রধানা সহচরী অতি প্রত্যূষে ধন ও জন সমভিব্যাহারে কামনা নগরে যাত্রা করতঃ দিবাকরের প্রখর কর জন্য এক উত্তম স্থানে অবস্থিতি করিলেন এবং তন্নি-

কতক কোন ব্যক্তিকে উক্ত গ্রামের নাম জিজ্ঞাসা করি-
বাতে মেঘমালা তাহার অর্থেচ্ছুক ভাব প্রবিধানে তাহা-
কে কিঞ্চিৎ রজতমুদ্রা প্রদান করিলেন, তাহাতে সেই জন
অত্যন্ত বাধিত হইয়া মেঘমালার ভৃত্যবর্গের অগ্রসর হইত-
রা সন্ধ্যার প্রাক্কালে এক উত্তম পল্লীতে লইয়া গেল ও
সেই স্থানে মনোরমা ভবন অনুসন্ধান করিয়া তাহাদিগকে
তথাটিতে রাখিল, অনন্তর পরদিবস প্রাতঃকালে পথ-
প্রদর্শক তাহাদের কামনানগরে পৌঁছিয়া দিয়া আপন
গৃহেতে গমন করিল, মেঘমালা সেই নগরের ইপ্সিত
উদ্যানে প্রবেশ করিবার জন্য নানা উপায় চিন্তা করিতে
লাগিলেন যেহেতু সে উদ্যানে বলবান্ বহু জনাক্রান্ত
চতুরঙ্গিণী সেনাতে রক্ষিত, সামান্য জনের প্রবেশ করা
অসাধ্য হেন মনে বিবেচনা করিয়া তদুদ্যান নিকটস্থ অনেক
লোককে ডাকিয়া তাহাকে কিঞ্চিৎ স্বর্ণমুদ্রা দিয়া উত্তম পরা
মর্শ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, তাহাতে তিনি কহিলেন
যে ধর্ম্মযাজক ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কেহ এ স্থানে প্রবেশ করি-
লেই প্রাণের আশা নিশ্চয় পরিত্যাগ করিতে হয় যেহেতু
এ রাজ্যের মহারাজার এমত আজ্ঞা আছে। এবং এ
উদ্যানে তিনি বর্ষান্তর আগমন করেন অতএব তুমি এই
সুসময়ে যে রূপ প্রকারে হউক সেই রূপে প্রবেশ করিতে
চেষ্টা কর, কারণ মহারাজের আসিবার অধিক বিলম্ব
আছে। মেঘমালা এই পরামর্শ উত্তম জ্ঞান করিয়া এক
দীর্ঘ ভৈরবী বেশ ধারণ করিলেন, এবং অনেক মুনি ঋষির
সঙ্গে আলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন পরে তাহারা উ-
দ্যান মধ্যস্থিত অন্যের পূজা করণে নিষিদ্ধ মহাদেব
যখন পূজা করিতে গমন করেন তৎসমভিব্যাহারে মেঘ-

না ও ভৈরবীবেশে দ্বারপালকে প্রতারণা করিয়া পূজা করিতে যান। এরূপবিধ নিত্য পূজা করিতেং এক দিবস উদ্যানে রহিয়া মুনিকর্ত্তৃক অরণ্যস্থ যে বৃক্ষদ্বয় তাহার দুই শাখা অতি সংগোপনে লইয়া সংক্ষেপে উদ্যান হইতে বহিষ্কৃতা হইলেন এবং অটিস্থ মাটিতে আসিয়া শাখাদ্বয় উত্তমরূপে উত্তম আধারে যত্নপূর্ব্বক রোপণ করিলেন। তাহাতে সেই শাখাদ্বয় যখন জীবন প্রাপ্ত হইতে লাগিল তখন মেঘমালার আশা নিবাবৎরূপ জীবন তৎসহ ক্রমশঃ প্রফুল্লমান হইল, কিয়দ্দিবসান্তর উক্ত সহচরী তৎস্থান হইতে প্রস্থান করিয়া রমণীর ভবনে প্রত্যাগমন করিলেন এবং রমণী তাহা দেখিয়া আনন্দসাগরে মগ্না হইয়া স্ব নাথকে পত্র লিখিতে আরম্ভ করিলেন।

রসিক রসসাগর রমণীরঞ্জন।
মদন মদ বারণ প্রমোদ কারণ॥
নীরে নিরন্তর তুমি রসিকমণ্ডলে।
রহিতে নারি হে বিনা ও সুখসদনে॥
নিস্তার কর হে নাথ করাধীনী জনে।
বেদনা দিতেছে স্মর শরে সৈন্যগণে॥
দয়া তুমি দম্পতি মদনের কর নাম।
মহিলে সে বুদ্ধি হয়ে বাড়াবে বিক্রম॥
নারীর প্রাণ শোষেতে বধিবে সে জন।
থরং কাঁপে প্রাণ তাহার কারণ॥
তেরস্নাদে বধো না হে সন্মান বিহনে।
ভিক্ষা করহ দোষ নিবেদি চরণে॥
রমণী এই লিপি স্বহস্তে লিখিয়া প্রধানা সহচরী মেঘ-

মালাকে নিকটে ডাকিয়া অতি সংগোপনে মহামহিলার গ্রামে পাঠাইবার জন্য কিঞ্চিৎ ধন দিলেন। তাহাতে সে যথেষ্ট সন্তোষ হইয়া লোক্ত ও মোহ পত্রদ্বয় স্ব করে লইয়া উক্ত গ্রামে যাত্রা করিল। মেঘমালা উক্ত গ্রামে উত্তরিয়া এক ভবন ভাড়া করিয়া রহিল। কিয়দ্দিনান্তর তিনি অতি কষ্টে বাঞ্ছিত উদ্যান অনুসন্ধান করিয়া তন্মধ্যস্থিত কন্যার নিদ্রাবস্থাতে অর্দ্ধ নিবাতে রমণীর স্বাক্ষর লিপি ও উক্ত পত্রদ্বয়ের মধ্যে লোভাভিধান পত্র স্বহস্তে লইয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিল। দ্বারপালগণ এই স্ত্রীকে উদ্যানস্থ কোন দাসী জ্ঞান করিয়া তন্মধ্যে গমন করিতে বাধা দিল না যেহেতু তাহার হস্তে উদ্যানীক লোভাভিধান পত্র ছিল। বিজয়ভূষণ সরোবর সোপানোপরি হইতে ঐ সহচরীকে দেখিয়া আশ্চর্য্য মানিয়া মনাহ্লাদে এবং হর্ষবিষাদে মিশ্রিত হইয়া তাহাকে অতি গোপনীয় স্থানে লইয়া রমণীর সমুদয় বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাতে সে সহচরী ধনীর সমস্ত অবস্থা ব্যক্ত করিলে নবনাগর পূর্ব্বপ্রেম স্মরণ পূর্ব্বক শোকাকুলে মগ্ন হইলেন। পরে মেঘমালা নাগরকে সান্ত্বনা করিয়া রমণীর লিপি তাঁহার হস্তে দিলেন তাহা ত্রিকাম্বক পাঠ করিয়া উপেন্দ্রনগরে গমন করিবেন এমত তাহার নিকট অঙ্গীকার করিলেন। অপর প্রধানা সহচরী তাঁহার পদে প্রণিপাত পূর্ব্বক মোহপত্র হস্তে লইয়া উদ্যান হইতে বহিষ্কৃতা হইয়া স্বনগরে উপস্থিতা হইয়া রমণীকে সমুদায়িক বিষয় অবগত করাইলেন তাহাতে সে ধনী নাথের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। হেথায় বিজয়ভূষণ উক্ত পত্রের উত্তর লিখিলেন।

প্রি,য়সি তোমার রূপ সদা যাগে মনে।
য,তন করয়ে আঁখি পুনঃ সন্মিলনে॥
অ,ন্তে ভাসে নিরন্তর মম দুনয়ন।
সে,মিষ্ট হব কেমনে ভাবি অনুক্ষণ॥
বি,চারি দেখ হে তুমি আপনার মনে।
জ,লদ বিহনে কি চকোর বাঁচে প্রাণে॥
ব,দি বল কেমনে আছ হে গুণমণি।
ভু,বনে বিস্তীর্ণ মেঘ আশে আছে প্রাণী॥
ব,রিষার পক্ষে সে বিপক্ষ পক্ষ শনি।
নে,ত্রাম্বুকে বর্ষা জ্ঞানে বাঁচি হে রমণি॥
র,জনীরে ঘনাচ্ছন্ন ভাবি অনুক্ষণ।
স,মীর নাসায় জ্ঞান প্রবল পবন॥
শা,ঙ্কলিক এ বিধায়ে তুমি হে প্রিয়সি।
বে,দনায় যেহেতু হে অর্জ্জর রূপসি॥
দ,লনে দলিত দেহ শক্রর শাসনে।
ল,ক্ষ বিপরীত ভাব ঘটিল এক্ষণে॥
মি,লনে মিলাপ হয়ে মিটাব যাতন।
তি,রোভাব দেখ ভাব মম আকিঞ্চন॥

গদ্য।

দ্বিজাত্মজ পূর্ব্বপ্রেম স্মরণপন্থায় পতিত দেখিয়া যত্নে যত্নপূর্ব্বক আলিঙ্গন করিল, ইহা ঈক্ষণ পুরঃসর বুদ্ধির সহকারে বাকাকে মসিরসে রসিভূত করিয়া উপেন্দ্রনগরে কোন দাস কর্ত্তৃক পাঠাইলেন। রমণী পত্র পাঠমাত্রে যাদৃশ বৃন্দাবনে রাসলীলা সময়ে সিতপক্ষ শশী শারদীর আবাপেক্ষা স্বীয় শোভা বিস্তীর্ণ করিয়াছিল, তাদৃশ ভাব

গায়ে বেণিয়াটী, পাগ্ড়ী লপেটা, কোমরবন্ধ তায়।
টেঁকেতে সোণার ঘড়ি।
টেঁকেতে সোণার ঘড়ি, হাতে ছড়ি, সোণার চেইন গলে
কি কব বাহার যেন মণি মুক্তা জ্বলে॥
সাজিল ফুল বাবুটী।
সাজিল ফুল বাবুটী, হায় কি বাটী, দেখিতে হইল।
আতর গোলাপ সব অঙ্গেতে মাখিল॥
পুনঃ তায় ফুলের মালা।
পুনঃ তায় ফুলের মালা, রাঙ্গামালা, গলেতে পরিল।
সুগন্ধি পুষ্পের তোড়া করেতে ধরিল॥
দেখিলে সে চেনা ভার।
দেখিলে সে চেনা ভার, চমৎকার সাজিল যুবতী।
কহে কবি, দেখে ছবি, ভ্রম হৈল মতি॥

রমণীর বিদ্যানন্দনের বাটীতে গমন।

গদ্য।

রমণী এইরূপ অপরূপ নাগরবেশ ধারণ করিয়া যামিনী দুই দণ্ড গতে একাকিনী মহলের গুপ্তপথে বাহির হইয়া অতিশয় সংগোপনে প্রফুল্ল মনে ধীরে ধীরে আসিয়া একেবারে নাগরের সম্মুখে উপনীতা হইয়া নিকটে বসিবাতে নাগর নাগরীকে চিনিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন। মহাশয় আপনি কোথা হৈতে আসিয়াছেন? রমণী কহিল আমি কুল হৈতে আসিয়াছি। কোন কুল হৈতে? তিন কুল হৈতে। বসতি কোন কুলে? স্বেচ্ছা কুলে। যাবেন কোন কুলে? নিকুলে। রবেন কোন কুলে? অকুলে। কিরূপ আশা? মনে আশা।

কোন সাহসে? দুঃসাহসে। কি ভরসায়? আশা ভরসায়। কার আশে? আশার আশে। কি আশা? দেখতে আশা। কি জাতি? বলতে নারী জাতি। কি ব্যবসাই? অব্যবসাই। এইরূপ অনেকানেক কৌশল বচনান্তর নাগরী নাগরে হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন, আপনাকে একটা কথা বলিব একবার উঠিতে হইবে। অনন্তর বিপ্রনন্দন মনেং জানিতে পারিলেন যে রমণী আপনি আমাকে লইতে আসিয়াছেন, ইহা স্থির করতঃ পাত্র বন্ধুগণে বিদায় করিয়া রমণীর সঙ্গে রঙ্গেভঙ্গে নানা কথার প্রসঙ্গে যুবতীর গৃহে উপনীত হইয়া দুই জনে আনন্দ মনে মদনে আহুতি দিয়া শেষে উভয়ে উভয়ের বিচ্ছেদে যে সকল যন্ত্রণা পাইয়াছিল তাহা পরস্পর ব্যক্ত করিল। কিন্তু লজ্জার নিমিত্তে তাহা লেখনে লেখনী বিশ্রাম করিলেন। পরন্তু নাগর নাগরী শ্রম হইলে নিশি শেষে নিদ্রাকে আশ্রয় করিলেন।

নাগর নাগরীর নিধুবনে নিদ্রা।

রাগিণী বেহাগ তাল আড়াঠেকা।

এসং প্রাণসখা শীতল কর অন্তর। নাশ হে মনো
বেদনা এই মম একান্তর॥ না হেরে ও বিধুবদন,
দুঃখী ছিলাম সর্বক্ষণ, মনে করির এখন, করিব
না আর অন্তর॥

মহাসুখে নিদ্রা যায় নাগর নাগরী। কিছু কাল বিলম্বেতে পোহাল শর্বরী॥ সহচরীগণ আসি ডাকয়ে সবে। তথাপি না ভাঙ্গে নিদ্রা হেন অচেতন॥ ক্রমে প্রহরেক বেলা হইল যখন। রাজার নন্দিনী ধনী উঠিল তখন॥ ব্যাকু

সিনী হয়ে রাজা দ্বিজের নন্দনে। তাড়াতাড়ি জাগাইয়া কহিছে সে জনে ॥ প্রহরেক হৈল বেলা দেখ হে নয়নে। কেমনে দিনের বেলা যাইবে ভবনে ॥ অতএব প্রাণনাথ হৈল বড় দায়। বুঝিতে না পারি এবে কি হবে উপায় ॥ দ্বিজের কুমার বলে ও রাজকুমারি। উভয় যাহার আছে পতন তাহারি ॥ যা আছে কপালে তাই হবে ও ললনা। এখন ভাবিলে তাহা কি হবে বলনা ॥ আমার যে ভাবনা তা বলি হে তোমারে। কেমনে রহিব দিন থাকি অনাহারে ॥ তোমার কিসের বা ভাবনা প্রাণপ্রিয়া। ইহা ভেবেং মোর বিদরিছে হিয়া ॥ ধনী বলে বটেত সে কথা মিথ্যা নয়। অধিক ভাবনা তোমার হে রসময় ॥ আমার ভাবনা যাতে প্রাণটী রক্ষা হয়। তোমার ভাবনা যাতে পেটটী রক্ষা হয় ॥ এইরূপ নানা কথা কহিয়া তখনে। খুলিয়া ঘরের দ্বার ডাকে সখীগণে ॥ হেনকালে তারা সবে তৈল লইয়া। উপনীত হৈল তথা সকলে আসিয়া ॥ মাখিছেং তৈল রাজার নন্দিনী। নাগরের প্রতি ধনী কহিছে তখনি ॥ ভয় না করিহ প্রাণ আমার ভবনে। কেহ না জানিবে হেথা না ভাবিহ মনে ॥ এত বলি উভয়েতে তৈল মাখিয়া। স্নান পূজা আদি সব ক্রমে সমাপিয়া ॥ বিবিধ প্রকার খাদ্য আনিয়া তখনি। খাওয়াইল দ্বিজসুতে ভুবনকামিনী ॥ আহার করিয়া সুখে বিপ্রের নন্দন। পালঙ্ক উপরে গিয়া করিল শয়ন ॥ হাসিয়াং রামা পালঙ্ক উপরে। শয়ন করিল সুখে লইয়া নাগরে ॥ নানা বিধ রঙ্গ রসে নিমগ্ন হইয়া। করে অনঙ্গের কেলি নাথেরে লইয়া ॥ তদন্তর হৃষ্ট মন হয়ে অতিশয়। নিদ্রা যায় দুই জনে সরস হৃদয় ॥

রমণী বিপ্রবন্দনের আশ্চর্য্য অদর্শন
জিজ্ঞাসা করেন।
রাগিণী সিন্ধুভৈরবী তাল আড়াঠেকা।

ওহে রমণীরঞ্জন কহ শুনি বিবরণ। প্রবঞ্চনা সর-
ল্যারে কর না প্রাণ এখন॥ কি রূপেতে অদর্শন,
হয়েছিল সংঘটন, জানত কৌমুদীজীবন, তোমা
ভিন্ন না রহে কখন॥

তীর্থত্রিপ্রবাদী।

শুন শুনমণি, রমণীর কণিমণি, তব কাছে করি নিবে
দন। কহিতে সে বিবরণ, পাছে স্মরণে মরণ, উপস্থিত
হয় হে এক্ষণ॥ কিন্তু নাহি প্রাণে ভয়, যেহেতু হে রস-
ময়, আছ তুমি মম সন্নিধানে। বল দেখি সে ঘটন, কি
রূপেতে সংঘটন, হয়েছিল মম বিদ্যমানে॥ রাহু কি তখন
আসি, শশী গ্রাসিছিল হাসি, পুলাহ্লাদে হইয়া গমন।
কিম্বা অন্যের কারণ, হয়েছিল অদর্শন বধিতে এ কৌ-
মুদীজীবন॥ যথার্থ কহ বচন, ওহে রমণীরঞ্জন, প্রবঞ্চনা
কর না হে। দ্বিজ কবিবর কয়, প্রকাশিতে সে বিষয়, রস-
ভঙ্গ মানিবে ঘটনা॥

রমণীর প্রতি বিজয়ভুবনের উত্তর।
রাগিণী কামোদ তাল কাওয়ালি।

বিধুমুখি বলিলে কি হবে হে প্রত্যয়। নহিলে প্রকা
শে বল কিবা ফলোদয়॥ কিরূপে করেছিল হর-
ণ, ছিল না তাহা স্মরণ, তব সখীর আগমন,
হেতু প্রেমোদয়॥

করিলে ... ব্যক্ত সে সব বিষয়। পাছে ধনী তব

মনে না হয় প্রত্যয়॥ ধনী বলে সে কি সাধ্য যা তুমি
বলিবে। তাহাই আমার সিদ্ধ নিতান্ত জানিবে॥ রাজ
বলে শুন প্রিয়ে কহি বিবরণ। কি রূপেতে হয়েছিল
আশ্চর্য্য দর্শন॥ শয়নে যখন শুয়ে ছিলাম প্রেয়সি। সে
সময়ে হয়েছিল আমারে রূপসী॥ অচেতন জন্য স্বপ্নদয়
সংঘটন। স্পষ্টরূপে সে সকল না হয় স্মরণ॥ কিন্তু মনে
উঠ্যাছেতে আমাকে রাণিস। মায়াজালে বদ্ধ করে মন
ভুলাইল। ভাবিলাম তোমা বিনা সে মনোমোহিনী।
বাসিলাম তোমা সম শুন বিনোদিনি॥ দৈবাধীন শুভগ্রহ
হইল যখন। তব সখী সহ মম হৈল সন্দর্শন॥ আমার
হইল জ্ঞান যেন বিনিময়। তব প্রেম হৃদয়েতে হইল উদয়
পূর্ব্ব রূপরস ভাবে হইল স্মরণ। সখী যত্নে শান্ত হয়েছিল
হে রাজন॥ ত্যজিলাম অতি শীঘ্র তাহার ভবন। পথ
মধ্যে হেরিনু উদ্যান সুশোভন॥ প্রবেশিলাম তথায়
শ্রান্তি নিবারণে। শারী শুকের কথা শুনে ভয় হয় মনে॥
শারী নিন্দে পুরুষের অকারণ মন। শুক নিন্দে স্ত্রীজাতি-
কে দুষ্ট কারণ॥ পরস্পর বাকযুদ্ধ না যায় বর্ণন। বিবা-
দের পুনঃ বিবাদের সংঘটন॥ তোমাকে হেন বিপক্ষ
করিনু বিদিত। এখন কর হে প্রিয়ে যা হয় উচিত॥

রমণীর সন্তাপ।

গদ্য।

রমণী বিজয়ভুবনের মনোগতভাব প্রবিধানে বাহ্য সহাস্য
বদনে সন্তুষ্টা হইয়া কহিলেন। দেখ সখে! সজ্জনেরা বিন্দু
বৎ উপকারে সিন্ধুবৎ জ্ঞান করেন এবং অসজ্জনেরা সিন্ধু
বৎ উপকারে বিন্দুবৎ জ্ঞান করে, অতএব সে কামিনী

যদি তোমার বিন্দুবৎ উপকার করিয়া থাকে তথাপি তুমি তাহার সিন্ধুবৎ উপকার করিলে কৃতজ্ঞ গুণ প্রতিপালন হয় এই জন্য সে কামিনীকে এস্থানে আনিয়া পূর্ব্ববৎ আমোদ প্রমোদ করিলে তাহার মন তব অদর্শনবিরহে যে উত্তাপিত আছে তাহার সুশীতল হইবে। বিজয়ভূষণ কহিল প্রিয়ে! তাহাকে কি প্রকারে এস্থানে আনা যায়, কেননা চন্দ্রমণ্ডলে তারার আগমনে কি প্রতিষ্ঠার ভাজন হয়? কখন না যেমন হংসের সভাতে ক্রৌঞ্চের অগৌরব। বাক্যবৈদগ্ধা রমণী অমনি কথনি বলিতেছে যে দেখ প্রিয়নাথ! যদ্যপি কোনং বিশেষ তারা আপাততঃ স্থূলদর্শীর নেত্রে বিধু অপেক্ষা ক্ষুদ্র বোধ হয়, প্রকৃত তাহা সূক্ষ্মদর্শীর বুদ্ধিরূপ নেত্রে সামান্য নহে, কেননা কোনং বিশেষ তারাগণের চন্দ্রমণ্ডল আছে হবে যে তাহারা চন্দ্রাপেক্ষা দ্বিগুণ [illegible], তাহা তাহাদের অত্যন্ত দূরে থাকা বশতঃ। দ্বিতীয়তঃ চন্দ্রের অগোচরে অর্থাৎ অমাবস্যার সময়ে তারামণ্ডল যে কি পর্য্যন্ত শোভনীয় তাহা দর্শনমাত্রে তাহার অনুভব হয়, বাক্যেতে কিম্বা বর্ণন বলিতে প্রকাশ করিতে পারা যায় না। এবম্বিধ সদুত্তরে রমণী বিজয়ভূষণকে স্তব্ধ করিয়া রাখিলেন। বিজয়ভূষণ নিশাকরের করভার সংকীর্ণতার দেখিয়া প্রেয়সীর নিকটে বিদায়ের ভাব অভাব দেখিয়া ভাবান্তর প্রবিধানে মনোদুঃখে গৃহে গমন করিলেন। হেথায় রমণী সহচরীগণে কহিতেছেন যে দেখ সহচরীগণ! যাহাকে জীবন যৌবন সমর্পণ করিলাম তাহার কি এই ধর্ম্ম। পুরুষ কি দয়ামায়া হীন ও কৃতঘ্ন! এই সকল কথা বলিয়া ক্লেশে মগ্না হইয়া কি প্রকারে বঁধুরাজকে ভর্ৎসনা করিতেছেন।

ছুটে পিকস্বরে, গুঞ্জনাক্ত কুহু স্বরে, বিয়োগীর বিদরে অন্তর। আহার যাতনা যত, বিশেষিয়া কব কত, প্রাণ ওষ্ঠাগত নিরন্তর॥ মলয়া সমীর তায়, সদা মন্দ২ বয়, জিনিয়া জ্বলন্ত হুতাশন। যখন লাগে শরীরে, অমনি চৈতন হরে, জ্ঞান হয় নিকট মরণ॥ অশান্ত পাষণ্ড অতি, নিদারুণ রতি পতি, বাদ দেখে বিরহিণী জনে। স্ত্রীহত্যা পাপের ভয়, কিছু মাত্র না করয়, তীক্ষ্ণ বাণ হানয়ে পরাণে॥ কি কব বাণের জ্বালা, সে জ্বালা বিষম জ্বালা, কি আর কহিব হায় হায়। না দেখি এমন জ্বালা, যে জ্বালায় কুলবালা, কুল ছেড়ে অকুলেতে যায়॥ দেখ তব আগমনে, যত বিরহিণীগণে, কেহ প্রাণে সুখে নাহি রয়। ভয়ে অঙ্গ থর থর, হৃৎকম্প নিরন্তর, ভয়ে মুখ বুক শুষ্ক হয়॥ কুসুমেতে না থাকে কেহ, আহার উচ্ছন্ন করি অস্থির হৈল দেহ প্রাণ; কেহ দিয়া বুকে হাত, সদা করে অনুতাপ, কেহ বলে কোথা গেলে প্রাণ॥ কেহ করে হায় হায়, কেহ বলে প্রাণ যায়, কেহ বলে কোথা প্রাণনাথ। কেহ বলে কোথা কান্ত, কেহ না জানে কৃতান্ত, কেহ বলে বিকল আবলী॥ এই রূপ হয়ে, সব বিরহিণী করে, ক্ষমা, ওহে মহীপতি। মন মন ছাড়ে প্রায়, বলে হৈল সর্ব্বনাশ, বধিল রাজার শ্রীপতি। যা করে রাজা রাজা, আর জ্বালা নহে সহে, উর্দ্ধে উঠি মানস সকলে। এইরূপে অবিরত, কানাকানি করে কত, মনোদুঃখে আর কত বলে॥ বিধি নহে পারে তাপ, দেন কেন অভিশাপ, সে কথা কি কব নৃপমণি। বলে রাজা থাক উচ্ছন্ন, সামন্ত সহিত ভূর্ণ, তবে বাঁচি যত বিরহিণী॥ শুন রাজা মহাশয়, মনোদুঃখ পেতে হয়, মনোদুঃখ দিলে অবলায়; সাক্ষী দেখ মহী-পাল, নহে ভোগ দীর্ঘকাল, অল্পকাল ভোগ হে তোমার

যখন তোমার সৃষ্টি, করিলেন পরমেষ্ঠী, শুন শুন ওহে ঋতুপতি। তার পরেতে অবনী, হৈল তব রাজধানী, তুমি আসি হইলে ভূপতি॥ কোকিল ভ্রমর আদি, সামন্ত হইল যদি, মনে তব বাড়িল উল্লাস। অতিশয় সকৌতুকে, প্রজাগণে পাল সুখে, কিন্তু কর বিরহী বিনাশ॥ আছে যত বিরহিণী, হয়ে অতি ব্যাকুলিনী, জীবন নাশয় অনুমানি। পরমেশ্বরের নব, নিরন্তর করে স্তব, শুন বলি ওহে নৃপমণি॥ দেখ হে জগদীশ্বর, প্রাণে মারে নিরন্তর, অবিচারে বসন্ত রাজন। একেত কুলকামিনী, তাহে মোরা অভাগিনী, কৃপা করি কহ হে কারণ॥ হেন মতে সবে তারা, হয়ে অতি সকাতরা, পরমেশ্বরের স্তুতি করে। তুষ্ট হয়ে দয়াময়, গ্রীষ্মেরে ডাকিয়া কয়, যাও তুমি পৃথিবী ভিতরে॥ বসন্ত ঋতুরাজায়, কর গিয়া অধিকার, আর তারে নাহি দিও ঠাঁই। রাজা সহ সৈন্যগণে, তাড়াইবে সর্ব্বজনে, দেখ যাতে প্রাণে বধো নাই॥ যখন বসন্ত রাজ, আসিবে ধরণী মাঝ, পাছে পাছে করিবা গমন। করিয়াম অনুমতি, যেন দুষ্ট ঋতুপতি মেদিনীতে না থাকে এখন॥ শুন রাজা সে অবধি, ভেবে দেখ অদ্যাবধি, সংসরেতে এস একবার। যদবধি গ্রীষ্ম ভর্ত্তা, জানিতে না পারে বার্ত্তা, তদবধি তব অধিকার॥ পাইলে গ্রীষ্মের সাড়া, তাড়াতাড়ি ছাড় পাড়া, সৈন্যগণে লয়ে ঋতুরাজ। অল্পকাল জন্যে তুমি, আসিয়া ভারতভূমি, লোকমাঝে কেন ধর লাজ॥ শুন রাজা বলি ঠিক, ধিক তোরে ধিক২, তবু বিরহিণী নাশ প্রাণে। এবে আইলে গ্রীষ্মপতি, পলাইবে শীঘ্রগতি, জারিজুরি রবে কোনখানে॥ অভিনব তরু সব, নবীন শাখা পল্লব, নানা বর্ণ উড়িছে নিশান। গ্রীষ্ম রাজ আগমনে, যাবে সব কোনখানে, কিছু মাত্র না রবে

করিব। সখী অথনি ঐ সদাগরের পুত্রকে ঐ সকল বাক্য জ্ঞাত করাতে সে স্বীকার করিয়া নিয়মিত বিরহ যাতনা দুঃখ সহ্য করিয়া রহিল। পরে অন্য জন সহ এই রূপসীর মিলন হইবাতে সে তাঁহাকে নিরাশ করিল। অতএব হে বন্ধো! দেখ স্ত্রী জাতি পাপী জাতিবৎ সহ নিন্দা নিন্দা উক্ত হয়ে এই জন্যে তুমি সে রমণীর বিচ্ছেদ চিন্তা পরিত্যাগ কর। বিক্রমস্থান এইরূপ সদুপদেশ, শ্রবণান্তর মনঃপীড়া নিবারণ করিয়া আপনার পত্নী লইয়া সানন্দসুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

রমণী আপন কলেবর ও অঙ্গাভরণকে ভর্ৎসনা
করত খেদের পরিচয় দেন।
রাগিণী বাগেশ্রী তাল আড়াঠেকা।

কেশের কুন্তল ঘন, ভুজঙ্গ সম হয়ে মিলন, দংশিছ বধিতে প্রাণ। তোমার গুণ নিরূপণ, নিশ্চিত হয়ে গরল, বিপরীত ভাব ধরিল, সে ভাব কি হবে নির্ব্বাণ।। পুনঃ তোঁহার গর্জ্জন, শুনি বিদীর্ণ কায়ম, তাহে কি এই জীবন, পাইবে পরিত্রাণ।।

দীর্ঘ ত্রিপদী।

শুন বলি রে কুন্তল, আগে ছিলি সুকোমল, ধরাধর জিনিয়া বরণ। মনোলোভা শোভা করে, আমার মস্তকোপরে, বিরাজিতে সদা সর্ব্বক্ষণ।। পাইয়া সময়কাল, কেশ ঘুচে হৈল কাল, ভুজঙ্গিনী নাশিতে আমারে। নাহি তোর দয়া কণা, হাজার২ ফণা, ধরিয়া দংশিছ একেবারে।। একেত বিচ্ছেদ জ্বালা, নাহি সহে সেই জ্বালা, হায় পুনঃ তোর জ্বালা তায়। জ্বালার উপরে জ্বালা, কত সহ্য করে বালা, একি জ্বালা হইল আমার।। আমি নাথ অনাথিনী,

ছিঁড়ে পড়ে তৃণটী তুলিতে ।। নাথ বিনা ব্যাকুলিনী, মণি
হারা যেন ফণী, অনাথিনী দেখিয়া আমাকে। সকলে
করিয়া যোগ, আমার বধের যোগ, করিতেছ পাইয়া
বিপাকে ।। অবলার প্রাণে কত, জ্বালা সবে অবিরত,
ওষ্ঠাগত হয়েছে জীবন। জীয়ন্তে মরণ প্রায়, ক্ষমা কর
অবলায়, আরামায় করো না নিধন ।। ওরে রে বিস্তার
কক্ষ, তুমিও সেই বিপক্ষ, দুঃখিনীর পক্ষে কেহ নাই।
সব শত্রু পক্ষ পক্ষ, অনাথার পক্ষে সখ্য, কৃষ্ণপক্ষ মাত্র
দেখতে পাই ।। দেখিয়া নাথের মুখ, একই বাড়িতে বুক,
আনন্দেতে আপনা আপনি। প্রাণনাথে রাখি বুকে,
বুকে বুকে সুখে দুখে, সকৌতুকে থাকিত তখনি ।। এবে
দেখে বিরহিণী, হলে কঠিন পাষাণী, সদা শুষ্ক হতেছ যে
কণা। তোর শুষ্ক হওয়া নয়, মোরে প্রাণে বধা নয়, তার সাক্ষী
দেখ এ চুঁচুকা ।। বিদীর্ণ হতেছ তুমি, প্রাণে মারা যাই আমি,
অরারে রাখিতে কি বাসনা। নরাদের মান, গৌরব, এ কিছু
নহে সৌরভ, হয় শেষে কলঙ্ক ঘটনা ।। ওরে সব পয়ো-
ধর, দাড়িম্ব কদম্বতর, সুকঠিন ছিলে নিরন্তর। আমার
বুকের মাঝে, যুদ্ধে করিতে বিরাজ, লজ্জিত হইত মেরু-
বর ।। পুনঃ যে ভার তোমার, প্রাণনাথ অনিবার, হরি
তেন জান না কি ভুলে। বুঝি সেই জন বিনে, বাড়ি-
তেছ দিনে দিনে, ক্ষমা কর বধো না এ জনে ।। করেছি যদি
অপরাধ, তবে যে সাধিছ বাদ, অপবাদ সহিত আমার।
নাহি তোর কোন ধর্ম্ম, বুকে বসে এই কর্ম্ম, মর্ম্ম ভেদ
করিলে আমায় ।। নিন্দিয়া কেশরী কোটি, তোমারে
প্রশংসি কটি, তুমি কেন হইলে এ রূপ। পূর্ব্বেতে সময়
মোরে, ছিলে তুমি নিরন্তরে, এবে কেন স্বরূপে বিরূপ ।।
রাগে প্রাণনাথোপরে, বিবিধ প্রকার করে, কতবল প্রকাশ

না করে স্বীকার॥ মধুকর নাম তার, পদ্মমধু ভিন্ন আর, অন্য মধু না জানে কখন। অতএব সেই জন, অন্য আসক্ত যখন, অলি সহ না করি গণন॥ রমণী কহে তখন, শুন ওরে সখীগণ, যা বলিলা বুঝিনু এখন। পরের সহ মিলন, সে সুখ দুঃখ কারণ, যেহেতু উদ্ভবের গঞ্জন॥ পর নহে রে আপন, যদি কর রে যতন, এমন আছয়ে পূর্বাপর। পরে হলে পরাধীন, পরিশেষে দিন দিন, প্রাণ যায় ভেবে পর পর॥ অতএব সখীগণ, আনি ভুবনমোহন, সব দুঃখ করিব ভঞ্জন। দ্বিজ কবিবর কয়, ভুবর মিত্র আলয়, পাঠাইলে আসিবে সে জন॥

রমণী ও ভুবনমোহনের পরস্পর মিলন।

রাগিণী বসন্ত তাল আড়াঠেকা।

কি সুখ প্রেম মিলনে, প্রেয়সী প্রেমিক সনে, উদয় চন্দ্রমা দুজনা প্রেমসিন্ধু বিতরণে। নিরন্তর সন্তাপ, বিরহানলে নির্বাণ, জলদ অলির প্রাণ সম সুধা বরিষণে। উল্লাস্য নাহিক আর, রহস্য প্রকাশ দুজে, সুদৃশ্য সদৃশ হেন যথা হেরি যে নয়নে॥

পরের সহিত প্রেম যন্ত্রণা কারণ। বুঝি সতী পতিরে আনিতে সযতন॥ পত্র লিখি দিবা যান ভৃত্যবর্গ সনে। প্রেরণ করিল ধনী পতি নিকেতনে॥ গ্রামে গিয়া তারা সবে করি অন্বেষণ। ভুবন-ভবনে সবে করিল গমন॥ সম্বাদ পাইয়া তবে ভুবনমোহন। বাহিরে আসিয়া দেখে বহু লোক জন॥ পরিচয় জিজ্ঞাসিয়া কহিল সবারে। কি আশয়ে আসিয়াছ আমার আগারে॥ করপুটে কিঙ্করেরা করে নিবেদন। পাঠালেন আমাদের উপেন্দ্র রাজন॥

বহুদিন জামাতার না পায়ে সম্বাদ। ভূপতি দুঃখিত অতি
মনা সুবিষাদ ॥ সেই জন্য আসিয়াছি আমরা হেথায়।
শ্বশুর আলয় যেতে হবে মহাশয় ॥ পত্রপাঠে জানিবেন
সব সমাচার। অসার সংসারে সার শ্বশুর আগার ॥
পত্রপাঠে ভুবনমোহন আনন্দিত। ভুঞ্জাইলা ভোজন
করায় যথোচিত ॥ পরিজন স্থান হৈতে লইল বিদায়।
উপেন্দ্রনগরে যাত্রা করিলেন রায় ॥ অনায়াসে সেই গ্রামে
হৈল দরশন। জামাতার আগমনে হরিষ রাজন ॥ প্রবেশি
শ্বশুরপুরে ভুবনমোহন। প্রথমেতে প্রণমিল ব্রাহ্মণচরণ ॥
পরেতে প্রণাম করে রাজার চরণে। শেষে প্রণমিল রায়
যত গুরুজনে ॥ মনে ভাবে দেখা পাইবেক কখন।
প্রিয়া প্রাণেশ্বরীকে এ ভূষিত মন ॥ রায় এই ভাব ভা-
বিতেছে মনে মন। হেনকালে রমণীর আইল সখীগণ ॥
মহানন্দে মগ্ন হয়ে তাহারা সকলে। লয়ে গেল ভুবনেরে
ধনীর মহলে ॥ পালঙ্কেতে হেমলতার গমন কারণ। স-
য়েছে কি ভাবে সে যে না যায় বর্ণন ॥ অবাক ভাবার
হর্ষ মনেতে উদয়। কিঞ্চিৎ বদনে চেয়ে দুঃখ হয় ॥
কিম্বা লাবণ্যের ভরে কমলরমণী। রহিলেন সেই ভাবে
পালঙ্কে তখনি ॥ দোঁহা আঁখি উন্মীলনে কি ভাব উ-
দিল। বুঝি গুরুভার মিত্রযুক্ত হয়ে ছিল ॥ সেই জন্য
উঠি ধনী দিলেন আসন। শেষেতে বন্দিল ধনী স্বামির
চরণ ॥ মনেং বলে নাথ দোষী অভাজনে। নিস্তার কর
হে সখা ভরসা চরণে ॥ স্ত্রীজাতির গুরু স্বামী শাস্ত্রেতে
বর্ণন। গুরু কষ্টে কার্য্য সিদ্ধ হয়েছে কখন ॥ অতএব
যেই গুরু সেই ভগবান। এই জন্য আমাকে হে কর কৃপা-
দান ॥ এত স্তুতি করিয়া রমণী নিজান্তরে। নাথ সহ

বসিলেন পালঙ্ক উপরে।। ধনী বলে তব হৃদি পাষাণ সমান। ধরেছে হে নটবর বধিতে এ প্রাণ।। বসন্তের কুসুমবাণ কুসম সে শর। তারা সব বিন্ধে হৃদি করেছে জর্জ্জর।। তাহে কোকিলগণের কুহু কুহু রবে। কুহর সমান সেই সে রবে কে রবে।। ভ্রমর গুঞ্জরে সুখে পদ্ম মধুপানে।। তুমিত হে অলিরাজ চাহ না এ পানে।। বুঝি কোন অপরাধ হয়েছে ও পদে। নতুবা কেন হে দুঃখ পাই পদেহ।। রায় বলে প্রেয়সি হে না হেরে এরূপ যে রূপ দেখিছ হে কি ছিলাম এরূপ।। হয়েছিনু চতুর্থ অষ্টম রাশিভুক্ত। দংশন করিত তারা হয়ে রাশিভুক্ত।। এখন মিলনে আর নাহি ভয় প্রাণ। ক্লেশ যে করিয়ে জর জর মম প্রাণ।। ধনী বলে মন মন হইল শীতল। তব সঙ্গে প্রেম নাথ হইল সফল।। তব সন্দর্শনে কহে ভুবনমোহন। সব সন্তাপের সেই ভঞ্জন কারণ।। হেন নানা রঙ্গে দোঁহে আনন্দে ভাসিল। যে রূপ শুনেছে কবি সে রূপ ভাষিল।। হেন মিলনের সুখ না যায় বর্ণন। নবরমণীনাটক হৈল সমাপন।।

সমাপ্ত।